











# কলিকৌতুক নাটক ।

অধ্যায়

নাট্যস্থল কবির আরাধনা

বর্তমান কালপর্যন্ত ঘটনার সংক্ষেপ

বিবরণ ।



সহর শ্রীরামপুরনিবাসি শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু হরিশ্চন্দ্র

দে চতুর্থীণ মহাশয়ের কৌতুহলার্থ

শ্রীশ্রীনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় গুণনিধিকর্তৃক

বিরচিত ।



শ্রীরামপুর

চন্দ্রশেখর বসু মুদ্রাক্ষিত হইল ।

শকাব্দঃ ১৭৮০ ।

১০৮



শ্রীশ্রীদুর্গা ।

শরণং

মঙ্গলাচরণ ।



ত্রিপদী ।



নমোনিতানিরঞ্জন,  
পূর্ণব্রহ্ম সনাতন, পুরাতন পুরুষ রতন ।  
ব্রহ্মাণ্ডের আদি কর্তা,  
অখিল ভুবন ভর্তা, হর্তা পাতা পরম কারণ ॥  
যাহার মহিমাবল,  
বলিতে কে ধরে বল, অটল নিয়মে যার দ্বারে ।  
ক্ষিতি আদি পঞ্চভূত,  
ক্রমশঃ হয়ে সমুত্ত, শক্তিসুত হয়েছে সংসারে ॥  
অগম্য যাহার তত্ত্ব,  
অসীম শক্তি মহত্ত্ব, তত্ত্ব করি কে কোথা পেয়েছে ।  
লভিতে তাঁহারে যত,  
আগম নিগম কত, উচ্চ নীচ পথেতে ধেয়েছে ॥  
বিটপির বীজ যাহা,  
অঙ্কুরিত হোলো তাহা, কেবা কোথা পায় দেখিবারে ।

ক

বিশ্ববীজরূপ যিনি,  
 এই বিশ্বরূপে তিনি, প্রকটিত সংসার মাঝারে ॥  
 কারণের গুণচয়,  
 কার্যোতে প্রকাশ রয়, দৃষ্ট হয় চাহিয়া অবনী ।  
 এইহেতু আত্মরূপে,  
 সকল শরীর কূপে, প্রকটিত আছেন আপনি ॥  
 তাঁর কুপা হয় যারে,  
 সেই সে জানিতে পারে, অবিজ্ঞেয় স্বরূপ তাঁহার ।  
 নতুবা কাহার সাধ্য,  
 সে অবাধ্য করে বাধ্য, অপারের পায় কেবা পার ॥  
 সাকার কি নিরাকার,  
 তর্কে তাহা বুঝাভার, একি চমৎকার তাঁর জ্ঞাব ।  
 কেহ ভাবে জ্ঞানময়,  
 দিব্য মূর্তি কেহ কয়, কে বুঝিবে মহিমা প্রভাব ॥  
 কৃপাকরি কৃপাধাম,  
 পূর্ণকর মনস্কাম, কেন বাম হও নিজদাসে ।  
 স্থায় পথ করি ব্যক্ত,  
 নম চিন্তে অনুরক্ত, কর নিজ শ্রীচরণ পাশে ॥

### অথ নাট্যারম্ভ ॥

নান্যাস্তে সূত্রধার । (নাট্যশালায় চতুঃপার্শ্ব অবলোকন করত) প্রিয়ে! এসো২ ।

নটী । (অস্থানমাত্র নাট্যশালা প্রবেশ করিয়া) একি আজু যে বড় আদর দেখ্‌চি কেন ?

সূত্র । আদরের পাত্রী হোলেই লোকে আদর করে ।

নটী । ওমা! যাব কোথাগ? এত বাঢ়া বাঢ়িষে ভাল নয় ।

সূত্র । বাঢ়া বাঢ়ি কি দেখলে?

নটী । নয়! নয়! আবার বোলতেছ, এখন আর তুমি এমন আদর আমার কবে কর?

সূত্র । সে কি? মুখে আদর কোরলেই কি কেবল আদর কর হয়?

নটী । হেইমা, কাষে আদর কোরেও তো, তুমি আর কিছু বাক রাখ না ।

সূত্র । হাবি! তা নয়২ । আপন প্রাণকে কেহ মুখে আদর করে না, বোলেই কি প্রাণ নাহারো অনাদরের পাত্র হয়?

নটী । কথার পছ্কেমতে তোমাকে কে পারে? বল২ এখন ডাক্ছিলে কেন তা বল ।

সূত্র । অদ্য আমাদিগের পরমপ্রিয় স্বহৃৎ শ্রীমদ্বাবু হরিশ্চন্দ্র দেবোদ্বারী মহাশয় নাট্য দর্শনে সান্তিশয় প্রফুল্লাশয় হোয়ে সভামণ্ডলীর সহিত আমাকে বর্ণিকা পরিগ্রহের আদেশ করিতেছেন । অতএব তদর্থ তোমাকে আমি আহ্বান কোরলাম ।

নটী । (দন্তে রসনা কাটিয়া) হেই মা! সে কি? আমাদের কি এই সভার মাঝে নাট্য করা হয়?

সূত্র । এ আবার কেমন লজ্জা! নাচুতে গিয়ে কি ঘোমটা টানা ভাল দেখায়?

নটী । তা নয়২ দেখদেখি এই সভাতে কেমন সব

লোক বোসে রয়েছে, এদের ঘরে কি আমরা নাটো  
মস্তোষ কোরতে পারি?

সূত্র। অশ্রু! না পারব কেন? ভাবো দেখি, যাঁহারা  
কৌতুক দর্শনের ইচ্ছা করেন তাঁদিগের নিকট যদি  
আমরা স্মৃদ্রশ্য স্মৃত্তা বা নৃত গীতাদি করতে পারি, তবে  
তো, কৃতকার্য্যই হবে, না হোলো আমাদিগের দক্ষতা  
দেখেও তো তাঁহারা হাজপরিহাসে স্তম্ভী হবেন।

নটী। বেশ! তবে এখন কোন্ নাটকের অভিনয়  
কোরতে হবে, তা শুনি?

সূত্র। কেন? সম্প্রতি শ্রীমান শ্রীনারায়ণ চট্টরাজ  
শুগনিদি মহোদয় কলিকৌতুক নামে যেএক নবীন  
নাটক প্রস্তুত কোরেছেন তাই অভিনয় কোরবা।

নটী। তাঁ বটে? যাতে সেই রাক্ষা পরীক্ষিতের কথা  
আছে তাই কি সে?

সূত্র। তাই নাহো কি? তুমি যে আবার থেকে  
সকলি বিস্মৃত হও।

\* ন্যেপথ্যে। কলং পানিঃ।

নটী। (চতুঃপাশ্ব অবলোকন করত) ওমা! ওআবার  
কে কিশোর গোলমাল কোরতেছে?

সূত্র। প্রিয়ে! দেখ বুঝি মহারাজা পরীক্ষিতের হেথায়  
আগমন হোলো।

ত্রিপদী।

পাণ্ডুল প্রভাকর,

হস্তিনার অধীশ্বর, বিষ্ণুর ভারত ভূবনে।

সর্বযজ্ঞে স্বদীক্ষিত,

মহারাজা পরীক্ষিত, স্বশিক্ষিত নৃপগুণগণে ॥

যাঁর কীর্ত্তি স্বধাকর,

ব্যাপি বিশ্ব চরাচর, ব্রহ্মাণ্ড বিবর সুপ্রকাশে ।

স্বর্গে স্বর নিকেতনে,

স্বরনারী সযতনে, যাঁর গুণগানে স্মৃথে ভাসে ॥

পাতালেতে নাগরাজ,

সমাজে তেজিয়া রাজ, ভুজগ যুবতীগণ যত ।

যাঁর গুণ গান করি,

পুলকে তনু শিহরী, নাগগণে তোষে অবিরত ॥

বায়ো কার্ত্তবীর্য্যোপম,

শৌর্য্যোতে অর্জুন সম, গান্ধীর্য্যো জলধি পরিমাণ

যুদ্ধে দাশরথি যেন,

ক্রুদ্ধে রিপুকাল হেন, শুদ্ধে গজা মলিল সমান ॥

দানে শিবিরাজ প্রায়,

মানে দুর্ঘ্যোধন তায়, জ্ঞানে রাজা জনক অপার ।

বিক্রমে সিংহ সমান,

আক্রমে হুতাশ জ্ঞান, প্রক্রমে প্রভাত জলধর ॥

যাঁর ভুজ দণ্ড স্থিত,

কোদণ্ড ধ্বনি ত্রাসিত, প্রহণ্ড শত্রুর সৈন্যচয় ।

ভয়ে ভীত অতিশয়,

হরে সমুদ্বিগ্নাশয়, লয়ে প্রাণ সতত সংশয় ॥

মহামান্য মহীতলে,

ধন্য সবে বলে, গণ্য পুণ্য গীর্ক্সাণ নিলয়ে ।

যাঁর গুণ ভাগবতে,

বিস্তারিত বিধিনতে, আমি কি বর্ণব মূঢ় হয়ে ৷

যে রাজার রাজ্য কালে,  
 জলদ বর্ষয়ে কালে, অকালেতে না মরে মানব ।  
 ধর্মরত সবলোক,  
 নাহি জানে কোন শোক, দাস্ত আছে অশেষ দানব ॥  
 সুরক্ষা বি প্রগণ,  
 সুখে আছে সর্বজন, দম্বাজন নাহিক ভুবনে ।  
 আপনার পাইবলে,  
 সমাগরা ধরাতলে, শাসন করিল সর্বজনে ॥  
 নৃপগণ যুড়ি কর,  
 যারে দান করে কর, কেহ আজ্ঞা না পারে লঙ্ঘিতে ।  
 যার যশে সবিশেষ,  
 পরিপূর্ণ সবদেশ, বশীভূত সবে ক্রতজীতে ॥  
 একপ প্রভাববান,  
 ভাবে ইন্দ্র সমভান, পুণ্যবান রাজাধি রাজন ।  
 বিষ্ণুরাত অন্য নাম,  
 খ্যাত যার তিন নাম, দেখ তাঁর হোলো আগমন ॥

নটী। তবেতো আমাদের এখন এখানে থাকা হলো  
 না?

সূত্র। হাঁ চল আমরা এখন তবে এখান হোতে  
 স্থানান্তরে প্রস্থান করি। (ইহা বলিয়া উভয়ে নাট্যাগার  
 হইতে নিঃসৃত হইলে, রাজা আপন অমাত্যগণের  
 সহিত রজ ভূমি প্রবেশ করিলেন ।

অথ প্রস্তাবনা ।

রাজা । এ দুটো কে হে? এখানে কথোপকথন কোর-  
তোছিল?

অমা । মহারাজ! বোধ করি উহারা নাট্যজীবী হবে.

রাজা । যেতে দাও ওরা যে হবে সেই হউক ।

অমা । মহারাজ! অদ্য সৰ্ব্বদেশীয় রাজপ্রতিনিধিগণ  
স্বস্বরাষ্ট্রের যে সমাচার পত্র পাঠায়েছেন তা কি অধি-  
রাজের গোচর হয়েছে?

রাজা । কোই, কে আবার তা গোচর কোরেছে?

অমা । মুন্সী যে আমার নিকট হোতে তত্বেৎ পত্র  
হজুরের গোচরার্থে নে এসেছিল, এখনও কি সে এখানে  
আসে নাই।

রাজা । কোথায় বা তোমার মুন্সী কোথায়ই বা  
তোমার কে।

অমা । (বাস্ত হইয়া) কে কোথা আছ? এক জন মুন্-  
সীকে ডাকো তো।

রাজা । এখন এখানে আর মুন্সীকে ডেকে কি হবে  
অথনি সে সভাতে আপনই আসবে, তুমিতো তা পাঠ  
কোরেছ, বল না সমাচার কেমন?

অমা । মহারাজ! আরং সমাচার সকল ভালো বটে,  
কেবল গোড়দেশে এখন দস্যদল ক্রমে কিঞ্চিৎ প্রবল  
হোতেছে, এবং অকালেও কখন সেদেশের কোন  
প্রজা মোরতেছে, তথায় শস্ত্রাদিও আর পূর্বরূপে জন্মে  
না, এই সকল অমঙ্গল ঘটেছে।

রাজা। সে কি? সেখানকার রাজপ্রতিনিধি কেটা হে?

অমা। মহারাজ! তথায় দ্রবিড়েশ্বরের পুত্র বিক্রম-  
কেশরী রাজপ্রতিনিধি পদে নিযুক্ত আছে।

রাজা। সে তথাকার রাজকার্য্য ন্যায়তঃ নির্বাহ  
করে না বটে?

অমা। মহারাজ! সে তথাকার রাজকার্য্য ন্যায়তঃ  
নির্বাহ কোরবে কি, শুন্তে পাই তার কিঞ্চিৎ লুদোষ  
ঘটেছে।

রাজা। লুদোষ কেমন?

অমা। কেন, হজুর কি তা জ্ঞাত নাই?

রাজা। কোই, না, আমি আবার তা জ্ঞাত হোলেন  
কিরাপেণ।

অমা। শুনলাম সে এখন বড় সাধালু হয়েছে।

রাজা। সে বুঝি এখন আপনার বেশ ভূষা পরি-  
চ্ছদেই মগ্ন থাকে?

অমা। আজ্ঞা না, কেবল তাও নয়, সে কিঞ্চিৎ  
কামালুও বটে।

রাজা। ও! তাই বলনা কেন? যে, সে এখন আপন  
অন্তঃপুরেই রাজকার্য্য করে।

অমা। না মহারাজ! তা কোথা, সে যে কিছু লোভা-  
লুও হয়। তার কি এখন আপন পর কিছু বিচার আছে,  
সে পরদারা পরধন পেজে কি আর কিছু চায়?

রাজা। ও সর্ব্বনাশ! তবে এরাইতো আমার রাজ্য  
নাশ কোরবে, এদের পাপেই তো আমাকে অধঃপাতে  
ঘেতে হবে, তুমি যদি এমনই জান, তবে তাকে শাসন্  
পত্র না লেখ কেন?

অমা । মহারাজ! তাকে শাসনপত্র লিখ্ব কি, সে যে, কিছু রাগালুও হয়েছে, সাথে বোলতেছি তার কিঞ্চিৎ লুদোষ ঘটেছে ।

নোপথো । দয় রাজ্যমশয়ের, দয় রাজ্য মশয়ের ।

রাজা । (চকিত হইয়া) চুপ্ করতো কে সোর সরাবৎ কোরুতেছে শোণাযাক ।

অমা । (ক্ষণকাল স্তব্ধ হওত) কে আছিন্? দেখু তো রে, রাজদ্বারে কে সোর সার কোরুতেছে?

প্রতীহারী । (আজ্ঞামাত্র বহির্দ্বারে গিয়া সম্বাদ আনয়ন করত হিন্দী ভাষে) মহারাজ! বাহার মে, এক রেণ্ডী কুকার গী হৈ ।

অমা । জিজ্ঞাসা করতো, ও কে? কেন ওরূপে সোর সার কোরুতেছে ।

প্রতী । যো হুকুম মহারাজ! (ইহা বলিয়া পুনর্বার বহির্দ্বারে গমন পুরঃসর) ওবে রেণ্ডা! তৈঁ কোন্ হায়? কাহে হিয়া আকে য়াসা সোর সার করতী হৈ ।

মাধবী । বাবা! আমি একজন রাজার দুঃখিনী প্রজা, আমার নাম মাধবী, রাজার কাছে কিছু নালিশ আছে তাতেই সোর সার কোরুতেছি ।

প্রতী । আরে রেণ্ডী! তৈঁ ক্য নালিশ করগী? আগারি হমকো তো বোল ।

মাধ । দয় প্যাদা বাবা! আমি তোমার কেঁউড়ি মেউড়ি কিছুই বুঝিনে, আমাকে একবার আপন সাথে কোরে রাজার কাছে লে চল, আমি সেকেনে গিয়ে যা বোলতে হয় তা বোলিগে ।

প্রতী। আরে তুম্ “আপন সাথে লেচল আপন সাথে লেচল” ক্যা বোলতীহৈ? তেঁ রেণ্ডী হোকে কিস্-নাফিক্ মহারাজকা কছহরিমে যাগী, হিয় খাড়ে রহো, আগারি হন্ মহারাজকো পাশ, খবর করে, পিছে যেসা উন্কা মরজি হোয়, তেসাই হোগা।

মাধ। যাওনা বাবা যাও, একবার এছুখিনীর কথা রাজামশয়কে ভালে কোরে বোল্বে।

প্রতী। আচ্ছা মৈ যাতা হ্যায়, তুম্ এসাই খাড়া রহো, (ইহা বলিয়া রাজসমীপে গমন করত) সেলাম মহারাজ! সেলাম, উবে রেণ্ডী সরকারকা রৈয়ৎ কহলাতী হৈ, মহারাজকা পাশ উস্কা ক্যা নালিশ হ্যায়, ইম্বাস্তে ও হিয় আনে মাঙতী হৈ, নাম উস্কা মাধবী।

অমা। আচ্ছা ওকে আস্তে বল।

প্রতী। বহৎ খুব, বন্দেনেওয়াজ! (ইহা বলিয়া পুনশ্চ দ্বারদেশে গমন করত) আও রেণ্ডী! তুম্কে মহারাজ বোলাতেহৈ।

মাধ। আচ্ছা বাবা আচ্ছা। (একপ কহিয়া রাজসমীপে গমন করিয়া রাজাকে প্রণাম করত নম্রমুখে কিঞ্চিৎ ব্যবধানে দণ্ডায়মানা দহিল।)

রাজা। দেওয়ান্জী! জিজ্ঞাসা কর না, ও স্ত্রীলোকটি কি নালিশ কোরতে চাচ্ছে।

অমা। হে গো, ও স্ত্রীলোকটি! তোর কি নালিশ আছে তা মহারাজার নিকট বল্ না।

মাধ। আজ্ঞা মশয়! আমার সমী আজ্ তিন দিন ধোরে আমাকে খেতে দেয় নাই, বল দেখি মশয়; আমি চেটো নেটো হোয়ে এখন কার দোর যাই?

অমা । কেটা তোর স্বামী?

মাধ । মহশয় জান্বেন, মুন্সী মশয়ের বাসাতে  
যে কালো হোনো একটি মরদ, কাজ কাম করে, সেই  
আমার সমী ।

অমা । আরে বেটা, তার নাম কি বল ?

মাধ । মহশয়! সমীর নাম কি কোরুতে আছে ?

অমা । নাম না কোরলে জানা জাবে কেন্নে ।

মাধ । মহশয়! পোচুপাড়ার নরসিং গোথালাকে জান্বেন,  
তার যে কাকাতো ক্ষেঠা ছেল, তাকেও জান্বেন  
সেই নাম আমার সমীর ।

অমা । আ মর মাগি! বলে কি ? তুই, যে পরিচয় দিলি  
তাতেতো সকলই জানাগেল, এখন বলিশ্ তো ভালো  
কোরে বলু ॥

মাধ । মহশয়! জর হোলো লোকে যাদে ওষুদ খায়  
তাতে জানেন ? আমার সমীর নাম সেই সূদন ।

অমা । আরে মাগি, মধুসূদন তাই বচ্চ না কেন ?

মাধ । আজ্ঞা, ঐ বটে মহশয়, ঐ বটে ।

অমা । সত্য বলু দেখি, তুই কি তোর স্বামির  
নিকটে কোন দোষ কোরেছিস্ ?

মাধ । মহশয়! আমি মিথ্যা বলিতো ছুটে চক্ষুর মাথা  
খাই, আমি এক দিনের তরেও তার কাছে কোন দোষই  
করিনেই ।

অমা । তবে তোরে সে খেতে দেয় না কেন ?

রাজা । বোধ হয়, সে বাকি, গৃহাশ্রমে বিরক্ত হোয়ে  
তপস্যা টপস্যা করে ?

মাধ। রাজামশয়! আপনি মা বাপ, আপনকার কাছে বোলতে কি, আমার সমী আর কিছুতেই বিরক্ত নয়, কেবল আমার কাছেই বিরক্ত।

অমা। আরে সে, বিষয়ে বিরক্ত না হউক, কোন তপস্শা টপস্শা করে কি না, তা বল্?

মাধ। সে ধর্ম্ম খেগো, আর অন্য কোন তপস্শা কি কোরবে তার এখন নাপ্তেদের বৈএর কাছে যে তপস্শা আরম্ভ হয়েছে তাই আগে তার শেষ হোক।

রাজা। (চমকিত হইয়া) যা সর্দনাশ! সে বেটা তো বড় বেলিক হে।

অমা। তাইতো মহারাজ! এমন্টা কি হোতে পারে?

রাজা। না হোতে পারেতো ও কি মিথ্যা বোলতেছে?

অমা। এখনকার লোকেদের দিন২ যে প্রকার চরিত্রের পরিবর্তন দেখতেছি তাতে ইহা অসম্ভবও নয়।

রাজা। সেই তো হে দেওয়ান জী! দিন২ এমন্ কেন হোতেছে বল দেখি?

অমা। কি জানি মহারাজ! আমরা ওর কিছুই বুঝতে স্মৃতে পারি না।

রাজা। যা হোক, উহার বিচার নিষ্পত্তি কোরবার নিমিত্ত আশু প্রিডুবাকের প্রতি ভার দে, তুমি সভায় এসো, আমি অগ্রে সভা প্রবেশ কোরে রাজ্যে পাপ সঞ্চার হয় কেন ইহা অন্যান্য মন্ত্রির সহিত বিবেচনা করিগে দেখি। (ইহা বলিয়া রাজা তথা হইতে গিয়া সভায় উপবিষ্ট হইলেন।)

পয়ার।

রাজ সিংহাসনে বসিলেন নৃপবর।

স্বর্গে স্থর নিকেতনে যেন বজ্রধর ॥  
 পাত্র মিত্রগণ বত বসে আশে পাশে ।  
 স্থর সিংহ আদি যেন বাসব নিবাসে ॥  
 শিরে শোভে শ্বেত আভপত্র মনোহর ।  
 গগনে উদ্ভিত যেন পূর্ণ শশধর ॥  
 যাহা দেখি অন্য নৃপ-ছত্র শতদল ।  
 তখনি অমনি হয় আপনি কুটুলা ॥  
 জ্বলিগে জ্বলিছে শুক্ল বিশদ চামর ।  
 হংসযুগ চরে যেন রত্ন সান্নিপার ॥  
 স্তুতি বন্দীগণে ঘন করে স্তুতিপাঠ ।  
 সম্মুখে স্রষ্ট্রোক গান করিতেছে ভাটি ॥  
 চৌদিগে সেনপাহি খাড়া আছে সারি২ ।  
 গোপদার কুকরিছে ধরি আসা বাড়ি ॥  
 বীরগণ সবনে সম্মুখে দম্ব করে ।  
 বাহাতে বিপক্ষ পক্ষ সঙ্কুচিত ডরে ॥  
 স্বমধুর নানা যন্ত্র বাজে সভাগারে ।  
 উকীল নোক্তার খাড়া আছে চারি ধারে ॥  
 নানা দিগ দেশ হোতে নৃপগণ আসি ।  
 নমস্কার করে নৃপে দিয়া রত্নরাশি ॥  
 ইন্দ্রের প্রতাপে বসিলেন নররাজ ।  
 ধর্ম্মন্যারে সদা ভূষ্ট সকল সমাজ ॥

দৌবারিক । ( অতি ব্যস্ত হইয়া সভাপ্রবেশ পূর্বক  
 হিন্দীভাষায় ) মহারাজ ! কৈএক আদমি ঋষি লোক  
 দেউড়িমে খাড়েহৈ, উন্সব হজুরকা সাথ নুলাকাং কর-  
 নে নাওভেহৈ ।

রাজা। ( আনন্দিত হইয়া ) অরে বড়া ভাগ্ হ্যায়, জলুদি যাকর উন্লোককো মানায়কে লে আও ।

দৌবা। ( সত্বর হইয়া ঋষিগণের নিকট গমন করত )  
পর্ণাম ঠাকুরজী পাঁও লাগি, ইধর জলুদি আইয়ে, মহা-  
রাজ আপলোকন কো দেখনে মাউতেহে ।

ঋষিগণ। আচ্ছা বাপু আচ্ছা ( ইহা বলিয়া দৌবা-  
রিকসঙ্গে রাজসভা প্রবেশ করত ) জয়োস্তু মহারাজ  
জয়োস্তু ।

রাজা। কি সৌভাগ্য! আহুন্ আস্তে আজ্ঞা  
হউক, আস্তে আজ্ঞা হউক। (এইরূপে সম্ভাষণ করত  
বসিতে আসন প্রদর্শনানন্তর প্রণাম পূর্বক ) শ্রীপাদদি-  
গের তোঁ তাবৎ কুশল ?

ঋষিগণ। ( ঈশৎ হাস্ত্য করত ) আমাদিগের আর  
কুশলাকুশল কি ? মহারাজার কুশলেই জগতের কুশল ।

রাজা। আজ্ আমার স্মৃপ্রভাতা বামিনী, শ্রীপাদ-  
দিগের চরণ দর্শনে আজ্ আমি কৃতকৃত্য হইলাম ।

ঋষিগণ। মহারাজ ! আপনি সর্ব্বথাই কৃতকৃত্য,  
পাণ্ডুকুলের কি কখন অকৃত কৃত্যতা আছে ?

রাজা। সেও শ্রীপাদদিগের চরণ প্রসাদাৎ ।

ঋষি। মহারাজের রাজ্যের তোঁ তাবৎ মঙ্গল ?

রাজা। আপনাদিগের শ্রীচরণকূপায় অমঙ্গল কিছুই  
নাই বটে, কিন্তু এক্ষণকার প্রজাগণের রীতি চরিত্র  
দেখিয়া ভাবি মহদমঙ্গল আশঙ্কা করিতেছি ?

ঋষি। কেমন্ সে ?

রাজা। পূজ্যপাদগণ ! এক্ষণকার প্রজারা পূর্ব্বাপেক্ষা  
পাপাশঙ্ক হইয়াছে, দ্বিজেরা অনেকে স্বস্ব ধর্ম্ম ত্যাগকরি-

ছে, স্ত্রীলোকেরা পূর্বকপে আর স্বামী শুভ্রাষা করে না.  
পুরুষেরাও স্বস্ত দারে রত হয় না মেঘেরও আর তাদৃশ  
বৃষ্টি নাই, পৃথিবীতেও আর তেমন শস্য জন্মে না, ইহা  
তেই জ্ঞান হয় বুঝি আমরাই কোন পাপ সঞ্চার  
হইয়াছে, নতুবা রাজ্যের অবস্থা এমন হইবে কেন ?

পামি । ( ঈষৎ হাস্য করত ) মহারাজ ! তা নয়ত ।

পয়ার ।

নৃপবাক্য শুনিয়া কহেন মুনিগণ ।  
কেন রাজা কর নিজ দোষ সম্ভাবন ॥  
পাণ্ডুকুল চুড়ামণি তুমিহে নরেশ ।  
তোমাতে কি হয় কভু দাযের প্রবেশ ॥  
পদ্মরাগ তাকরে কি জন্মে কাচমণি ।  
কমলে গরল কোথা সম্ভবে আপনি ॥  
সূর্য্যে কি স্পর্শিতে পারে নিশা অন্ধকার  
পারদেতে হয় কোথা ধূলির সঞ্চার ॥  
ভারতেতে আগত হয়েছে ঘোর কলি ।  
সেই হয় অশেষ কলুষ বৃক্ষ কলি ॥  
তাহাতেই বিকৃত হয়েছে লোকাঁচত ।  
করিয়াছে সেই সব ভাব বিপরীত ॥  
এই কলিযুগে রাজা সব প্রজাগণ ।  
ক্রমশঃ হইবে নানা অধর্ম্ম ভাজন ॥  
মোহ নিদ্রা বিষাদ দৈন্যেতে লোক সব ।  
শোক দুঃখ সম্ভাপে পাইবে পরাভব ॥  
দয়াশূন্য চুরাচার দাস্তিক দুর্জ্জন ।  
হবে সবে ক্রুধা তৃষ্ণা ভয়েতে মগন ॥

## কলিকৌতুক নাটক ।

শূদ্রদৃষ্টি বিভ্রহীন কানী ক্রিয়াহত ।  
নানা দুঃখভাগী হবে দুর্ভাগ্য বশত ॥  
বিশ্রগণ বেদপথ তেজি অনাপদে ।  
বিহরিবে শিম্বোদর ভরণ আনোদে ॥  
না করিবে বিধিনত কর্ম আচরণ ।  
শূদ্রসেবী হবে কলিযুগে দ্বিজগণ ॥  
নদা নাংস লোভে কেহই বাম পাথে ।  
পোষিষ্ট হইবে তত্র উক্ত ভান্ড মতে ॥  
পাষাণ ধর্মোতে মবে হয়ে অনুকুল ।  
জাতন বেদশাখি নাশিবে সহজ ॥  
দম্ভে শূদ্র অপায়ন করিবেক বেদ ।  
ব্রহ্মজ্ঞানী হইবেক অজাত নির্বেদ ॥  
রাজন্য জঘন্য বৃত্তি করি সমাশ্রয় ।  
শূদ্রপ্রায় হবে করি সংগ্রামের ভয় ॥  
বৈশ্য কূট বাণিজ্য করিবে আচরণ ।  
গব্য লাক্ষ্য লবণ বেচিবে বিশ্রগণ ॥  
তপস্বির বেশ উপজীবী শূদ্র হবে ।  
নিজে অধার্মিক হয়ে অন্যে ধর্ম্য কবে ॥  
আত্মশুদ্ধি মানি দ্বিজে তেজিবে আদর ।  
আপনি হইবে দান প্রতিগ্রহ পর ॥  
সেই ধন্য কলিতে বাহার রবে ধন ।  
ধনির আচার গুণ পূজিবেক জন ॥  
ধর্ম্মন্যায় ব্যবস্তাতে হেতু হবে বল ।  
দাম্পত্যে হইবে রুচি কারণ কেবল ॥  
আশ্রমের চিহ্ন ব্যবহার মাত্র হবে ।  
বিপ্রের বিপ্রতা শুদ্ধ যজ্ঞহুত্রে রবে ॥

যেজন বাচাল বড় সে হবে পণ্ডিত ।  
 সেইসে হইবে সাধু দম্ভে যে মণ্ডিত ॥  
 কলিতে তেজিবে দেবপ্রতিমা পূজন ।  
 অতিথি শুশ্রূষা না করিবে কোন জন ॥  
 গৃহে কুলটা হইবে ধরাতলে ।  
 জার উপার্জক হবে পুরুষ সকলে ॥  
 স্মরত হইবে পরমার্থের সাধন ।  
 পাষণ্ডে করিবে বেদ পথ বিনিন্দন ॥  
 পশু পিশাচের মত করিবে আচার ।  
 স্বজাতি বিজাতি কিছু রবে না বিচার ॥  
 তাহে রাজাগণ সব হবে স্লেচ্ছ প্রায় ।  
 গোবিপ দেবতাদ্রোহী তারা সন্মুদায় ॥  
 আহার বিহার বেশ ভূষণ ভাষণ ।  
 স্লেচ্ছ প্রায় আচরিবে সব প্রজাগণ ॥  
 এইরূপ অধর্ম্মে মজিবে সব দেশ ।  
 কলিতে কাহারো নাহি রবে ধর্ম্মলেশ ॥

রাজা । (শ্রবণমাত্র ভয়ে কণকাল স্তম্ভতাবলম্বন করত  
 ক্রোধে কষায়ীকৃত লোচনে) আঃ কি অসমঞ্জস! কি দুর্বি-  
 নয়! আমি জীবিত থাকিতেই কি সেই দুরাত্মা কলি  
 আমার রাজ্যে প্রবেশের উপক্রম কোরিতেছে? বলুন তো  
 মশয়! সে কে? কোথায় থাকে? আমি এখনই তার প্রতি  
 ফল প্রদান করি ॥

ঋষি । (কিঞ্চিৎ স্থিত করত) মহারাজ! কলি কি মনুষ্য  
 যে তাহার উপর একপ ক্রোধপ্রকাশ কোরিতেছেন? সে

কালের অপরিষ্ঠতা, তাহার কোন স্থান বিশেষে স্থিতি নাই, কেবল সে সমস্ত রাজদেহ অবলম্বন করিয়া থাকে ।

রাজা । ও সৰ্বনাশ ! ও সৰ্বনাশ ! তবেতো সে আমার দেহ অবলম্বন করিয়াও আছে ?

ঋষি । না মহারাজ ! সে আপনকার দেহ অবলম্বন করিতে কখনই পারে না, কলি কুকৰ্ম্মশালি ব্যক্তির দেহেই থাকে ।

রাজা । তবে তার প্রতিকার কিরূপে হয় ?

ঋষি । হাঁ হয় ! তার উপায় আছে ।

রাজা । সে কি উপায় ?

ঋষি । বোধ করি রাজাসকলকে পরাজয় করিয়া দেশে ধৰ্ম্মশাসন স্থাপন করিলেই কলির প্রভাব জন্মিতে পারে না ।

রাজা । যে আজ্ঞা তাই কর্তব্য, এখনতো যুদ্ধযাত্রার সময় ভাল ?

ঋষি । রোসো বিবেচনা করি, এখন বুঝি এ মার্গশীৰ্ষ মাস ?

রাজা । আজ্ঞা এ মার্গশীৰ্ষ মাসই বটে ।

ঋষি । তবেতো হয়েছে, আজ বুধবার চতুর্থী, কলা বৃহস্পতিবার পঞ্চমী, গুরুপূর্ণা সিদ্ধিযোগ, মহারাজ ! কলাই উত্তম যাত্রিক দিন,

রাজা । শ্রীপাদদিগের আজ্ঞাই আমার পরম যাত্রা, তবে তাই হোলো, আজ সৈন্য সামন্ত প্রস্তুত কোরতে বলি, কাল বেলা তিনপ্রহরের পূর্বেই যাত্রা কোরব ।

ঋষি । মহারাজ ! তবে আমরা এখনকার মত বিদায় হই ?

রাজা । যে আজ্ঞা ( ইহা বলিয়া ঋষিগণকে যথাযোগ্য সম্মান করত বিদায় দিয়া ) ওখানে কে আছে হে ? সেনাপতিগণকে বলগে, কল্য রাজা দীর্ঘকাল যাত্রা কোরবেন, তোমরা অস্ত্রশস্ত্র সৈন্য সামন্ত সজ্জা কোরে আগত প্রাতে রাজদ্বারে উপস্থিত থাকবে ।

রাজভৃত্য । যে আজ্ঞা মহারাজ !

রাজা । ( পর দিন প্রাতে গাত্রোথান করিয়া শুচি হওত ) কোই হে ? সৈন্য সামন্ত সব প্রস্তুত হয়েছে কি ?

রাজভৃত্য । মহারাজ ! সকলই প্রস্তুত, হজুর এখন যাত্রা কোর লেই হয় ।

রাজা । শ্রীহরিঃ চল আর বিলম্ব কি ?

পয়ার ।

হরিস্মরি শুভক্ষণে রাজা পরীক্ষিৎ ।  
 দীর্ঘজয় হেতু যাত্রা করেন ঝটিং ॥  
 সপ্ত অক্ষৌহিণী সৈন্য সঙ্ক্ষেতে তাঁহার ।  
 দেবতা দানব যক্ষ রক্ষ চমৎকার ॥  
 সৈন্য কোলাহলে ব্যাপ্ত দিগন্ত গগন ।  
 প্রলয়ে কল্লোল মান সমুদ্র যেমন ॥  
 যেদিগে সসৈন্যে রাজা করেন প্রস্থান ।  
 সেদিগে সভয়ে সবে হয় কম্পবান ॥  
 রাজাগণ ভীত মনে তেজিয়া ভবন ।  
 নানা দ্রব্য দিয়া সবে লইল শরণ ॥  
 ভূপতি হুমতি নিজে সেসব রাজায় ।  
 আপন শাসন আজ্ঞা করেন কৃপায় ॥  
 প্রজাগণ যন ধর্ম পথ উপেক্ষণ ।

করিয়া উৎপথে কেহ না করে গমন ॥  
 আমুর শাসন সব বশনে রাখিবে ।  
 কদাচ কুপথ কেহ নেত্রে না দেখিবে ॥  
 এই হেতু হইয়াছে মম যুদ্ধ সাজ ।  
 অনাথ হইলো ইহা নাশিব সমাজ ॥  
 এইরূপে নানা দেশ করিয়া ভ্রমণ ।  
 শেষে কুরুক্ষেত্রে করিলেন আগমন ॥  
 স্বরস্বতী নদী পূর্ববাহিনী যথায় ।  
 রাজার শিবির স্থির হইল তথায় ॥  
 সে দেশের লোকের জানিতে ব্যবহার ।  
 রাজদূতগণ সব ভ্রমে দ্বারে দ্বার ॥  
 তার মধ্যে এক দূত আসিয়া মন্থর ।  
 নিবেদন করে নৃপে যুড়ি ছুইকর ॥

রাজদূত । জয় মহারাজার, জয় মহারাজার ।  
 রাজা । কেটা হে ও ?  
 মন্ত্রী । দূতেরা বুঝি কোন সন্বাদ লয়ে এনেছে ।  
 রাজা । ডাকো উহাকে কি সন্বাদ বটে শোনা যাক্ ?  
 মন্ত্রী । কেরে ? কি সন্বাদ বটে বোল্‌সে আয় ।  
 দূত । (রাজ সমীপে গমন করিয়া) প্রণাম মহারাজ !  
 এক সন্বাদ অতি আশ্চর্য্য বটে ।  
 মন্ত্রী । কেমন সে ?  
 দূত । মশয়! আমি রাজার আজ্ঞাতে সবঠাই বেরাচ্ছি-  
 লাম, দেখলাম এক ঠেঁয়ে একটি তিন পেয়ে বৃষ, দাঁ-  
 ডিয়ে রয়েছে, তার কাছে আর একটি গাই দাঁড়িয়ে-  
 কাস্তেছে ।

মস্ত্রি । তার পর, তার পর ।

দূত । তার পর মশয়! গাইটির কান্না দেখে বুঝাই  
তারে বোলো, মা! তুমি কাঁদো কেন গা? তোমার কান্না  
দেখে যে আমার হৃদয় বিদিল হয় না! তুমি আমার পা-  
তিন খানি ভেঙেছে বোলেই কি, কান্নেছ? না তোমা-  
কে নাচ জেতে ভোগ কোরবে বোলেই তোমার শোক  
হোতেছে? কিম্বা দেবতারা যজ্ঞভাগ পাবেন না জেনেই  
তোমার খেদ জন্মেছে? অথবা শূদ্রেরা বেদ পাঠ  
কোরবে লোকেরা ধর্মপথ ছাড়বে বোলেই কি তোমার  
চক্ষের জল পোড়তেছে? বল দেখিগা, তোমার মনো  
বেদনার কারণ কি?

গাই বোলে, বুঝ তুমি সকলইতো জান, দ্যাক, যে  
অধম তোমার পা তিনটি ভেঙ্গে দেছে, তার আসাতেই  
আমাকে হতাশা হোতে হয়েছে। বাছা! পৃথিবীতে যত  
দিন কৃষ্ণ অর্জুন ছিলেন, তত দিন আমি তাঁদেরই ভুজ-  
বলে পালিত ছেলাম, বল এখন আমাকে কে আর রক্ষা  
করেগা? মশয়! যখন সে ছুটোতে এইসব কথা কোচ্ছে,  
তখন এক বেটা কালো ভূতপরা, তার নাভাতে বেশ  
পগড়ি টগড়ি আছে সে গায়েও বেশ জামা টামা দেচে,  
সে বেটা লগুড় নে এসে বুকের উপর ঐঃ লাটি ঐঃ লাটি  
নার্তে লাগলো, গোড়ালির চোটে গাইটিরও তো কিছু  
পদাপদ্দি রাখলে না। আগিতো তাকে দেকেই অমনি  
বাসাবাগে দৌড়লাম, বলি একথা মহারাজাকে না বলা-  
তো ভালো হয় না, এই বোলেই বোলতে এলাম, মশ-  
য়রা এখন যা কোরতে হয় তা করুন।

রাজা । মস্ত্রি ভাব বুঝেছ তো?

মন্ত্রী। আজ্ঞা কি রকম কি ভাব তা বড় বুজ্জতে পারলাম না।

রাজা। দেখুছ কি, এখন শীঘ্রিৎ রথ নে আস্তে বল, পরে বুঝায়ে দিচ্ছি।

মন্ত্রী। কে আছিচ্ রে? সারথিকে বল, শীঘ্রিৎ রথ নে আস্তে।

দূত। আজ্ঞা মশায় যাচ্ছি, (ইহাবলিয়া সারথিকে সম্বাদ কহিবামাত্র সে রথ আনয়ন করিল)।

রাজা। (কিঞ্চিৎ পরেই। কোইহে! সারথি কি রথ এনেছে?)

মন্ত্রী। এনেছে মহারাজ! আপনি তৎপর হউন।

রাজা। (ধনুর্ধ্বাণ খড়্গ চর্ম্ম ধারণ করত) ওহে যে দূত সমাচার বোলে সে কোই? কোথায় কি আছে দেখাকু-সে না।

মন্ত্রী। এই যে মহারাজ! সে হাজির আছে।

রাজা। (দ্বারায় রথে আরোহণ পূর্ব্বক দূতের নির্দিষ্ট পথে গমন করত কিঞ্চিৎ দূরে হইতে তাহা দেখিয়া) কেরে ছুরায়া! তুই কিজন্যে গোমিথুনের উপর প্রহার কোরতেছিষ? বড় যে রাজার বেটার মতন বেশ্ তো ধোরেছিচ্ বটে, বুঝি কৃষ্ণার্জুন অবনীত্যাগ কোরেছেন এ বোলেই কি তোদের এমন দুর্ন্যতি বেড়েছে? (ইহা বলিয়া বৃষের প্রতি সম্বোধন করত) ওহে ও বৃষ! বলতো কে তোমার পা তিনটি ভগ্ন কোরছে? তোমার আকার প্রকার দেখে বোধ হোচ্ছে তুমি কোন দেবতা বা হবে? আহা! তোমার দুঃখ দেখে যে আমার প্রাণ কান্ধেছে।

বৃষ। মহারাজ ! না হবে কেন? আপনকার যে কুলে জন্ম তাহার উপযুক্ত কর্ম্মই এইবটে? কিন্তু ধরা-নাথ! কে কারে দুঃখ দেয় তাহা আমি কিছুই জানি না? রাজা। জান না সে কেন?

বৃষ। নরদেব! কেহ বলে জীব আপন কর্ম্মদোষে দুঃখী হয়, কেহ বলে সুখ দুঃখ গ্রহের ফল, কেহ বলে পরমেশ্বর বাতাকে সুখ দেন সেই সুখী হয় বাতাকে দুঃখ দেন সেই দুঃখী হয়, অতএব জীব যে কেন সুখী হয় কেনইবা দুঃখী হয় তাহা আমি কিছুই জ্ঞাত হইতে পারি না।

রাজা। ওহো! বুঝলান? আপনি সামান্য বৃষ নন, বৃষের কি এমন্ জ্ঞান, না, এমন্ স্বভাব হয়ে থাকে? শাস্ত্রে কথিত আছে, যে ব্যক্তি পাপির পাপ কীর্তন করে, সেও পাপী হয়, অতএব আপনি এই পাপিষ্ঠের পাপ উল্লেখ করিলেন না, ইহাতেই বিবেচনা হয়, আপনি সেই বৃষ রূপী ধর্ম্ম, আর এই যে অশ্রনয়না গাবী দেখা যায়, ইনিও সামান্য গাবী নন, জ্ঞান হয় ইনি গাবীরূপা পৃথিবী, অপর এই যে দুর্জাত নৃপবেশধারী শূদ্র, এও অন্য কেহ নয়, অনুমান হয় আমি যার অন্বেষণ কোরতেছি এ সেই দুর্দান্ত কলি তাহার সন্দেহ নাই, অতএব দেখুন আমি উহার প্রতিকার কি করি? (ইহা বলিয়া কোষহইতে নিশিত অসি নিষ্কাশন পুরঃসর ক্রোধে আরক্তিম নেত্র হইয়া রথহইতে লক্ষ প্রদান করত কলির কেশাকর্ষণ করিলেন।)

কলি। ( ভয়ে কাতর হইয়া সজল নেত্রে ) মহারাজ! রক্ষাকর, মহারাজ ! রক্ষাকর, আমি তোমার শরণাগত।

রাজা । যা সর্দনাশ ! বেটা কি বলে ? ক্ষত্রিয়ের শরণাগত বধ্য নয় বটে, কিন্তু ছুষ্ঠের দমন না করাই বা কোন বিধি হয় ? তুই রাজ্যের কণ্টকস্বরূপ, তোকে কি শরণ দিতে আছে ? না, তোকে রক্ষা কোরতে আছে ?

কলি । মহারাজ ! আমাকে রক্ষা করুন আমার দ্বারা রাজ্যের অশেষ কল্যাণ হবে ।

রাজা । হাঁ বটে, যত কল্যাণ হবে তা সব শুনেছি ।

কলি । মহারাজ ! আমার দোষই সকল শুনেছেন বটে, কিন্তু লোকের কি কেবলই দোষ থাকে ?

রাজা । কি তোর গুণ আছে তা বল ?

কলি । নরনাথ ! অন্যযুগে শুভ কর্ম না করিলে তার ফল হয় না, অশুভ কর্ম চিন্তা করিলেও তার ফল হয়, আমার অধিকারে পাপ না করিলে পাপ হয় না, কিন্তু পুণ্য চিন্তা করিলেও তার ফল হয় । বিশেষতঃ আর এক আমার মহাগুণ এই আছে, যে ব্যক্তি আমার অধিকারে ধ্যান ধারণাদি মোক্ষের কোন উপায়ই জানে না সেও কেবল হরিনাম সঙ্কীৰ্ত্তন করিলেই মোক্ষ পায় ।

রাজা । ( মনেং ) আহা ! তবেতো ইহার ভাল গুণ আছে । ( প্রকাশ করিয়া ) আচ্ছা তবেই তোকে আমি রক্ষা করি, যদি তুই আমার রাজ্য হইতে পলায়ন করিস্ ।

কলি । কোন্ দেশ মহারাজার রাজ্য নয় যে তথায় গে থাকি ? অতএব যদি দয়া হয় তবে এর মধ্যেই কিঞ্চিৎ স্থান আমাকে দিতে অনুমতি হউক ।

রাজা। (কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া) আচ্ছা তুই হিংসা, মদা, স্ত্রী, দ্যাক, এই সকল স্থানেই থাকিস্।

কলি। মহারাজ! এই আমার যথেষ্ট হয়েছে, কিন্তু আর কিঞ্চিৎ স্থানও আমাকে দিউন।

রাজা। বেটাকে দিলাম বুঝি, সেই বেটার আশা বেড়ে গেল! আচ্ছা যা বেটা তুই স্বর্ণ খণিতেও থাকিস্।

কলি। যে আজ্ঞা আমার এই যথেষ্ট, আমার এই যথেষ্ট। (ইহা বলিয়া নির্দিষ্ট স্থানে পলায়ন করিল।)

রাজা। (কলিকে নিগ্রহ করিয়া আনন্দে ভেরীমো-  
ষণাপুরঃসর রাজধানী আসিয়া কিয়ৎ কাল রাজ্যভোগ  
করত বিপ্রশাপবাজে তক্ষক দংশনে গঙ্গায় কলেবর  
ত্যাগ করিয়া বৈকুণ্ঠ গত হইলেন।

ইতি কলিনিগ্রহো নাম প্রথমঙ্কঃ।

দ্বিতীয়াঙ্কারম্ভঃ।

কলি। (আপন সখা অধর্মের সহিত নাট্যশালা  
প্রবেশ করত দীর্ঘ উষ্ণ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া) হা কষ্ট  
আমার মনোরথ সিদ্ধি কি এককালেই শুদ্ধ হোলো?  
বিধাতা কি আমার প্রতি একান্তই বাম হোলেন? (ইহা  
বলিয়া অশ্রুক্ষেপে রোদন করিতে লাগিল।)

অধর্ম। সখা স্থির হও স্থির হও, তোনার আত্ম একপ  
বিষাদের কারণ কি? তা বল দেখি?

কলি। আর তার কারণ কি জিজ্ঞাসা কর? ধর্মের  
ভেয়ে এক বেটা রাজা আজ্, আমাকে প্রায় নেরেছিল,  
ভাগ্যে মা বাপের পুণ্য ছিল সেই পরিত্রাণ পেয়েছি।

গ

অধ। বল কি ! সে রাজাটা কেটা হে ?

কলি। তুমি তো ধর্মের পুষি পুত্র যুধিষ্ঠির রাজাকে জ্ঞাস্তে ? তারি ভয়ের যে অভিমত্যা নামে বেটা ছিল, সে বেটা তারই পুত্র, লোকে তাকে পরীক্ষিৎ পরীক্ষিৎ বলে।

অধ। আরে মোলো ! ওদের বংশটাই কি চিরকাল আমাদের অনিষ্ট কোর্বে ? এখন পরীক্ষিৎ তোমাকে আজু অপমান কেন কোরলে তা বল দেখি ?

কলি। কে জানে ভাই আমি তো তার কিছু ক্ষেতি করি নাই, তবে কেবল আমি যে ধর্ম বুকের পা তিনখানি ভেদেছিলাম সেই বুয়, পৃথিবী গাবীর সহিত আমার কত কুম্ভ কোর্তেছিল, তাতেই আগি তাদের ঘরে যেই মারতে আরম্ভ কোরেছি, এমন সময়ে কোথা হোতে সেই রাজা বেটা এসো বলা কওয়া নাই অমনি চুল চেপে ধরে খড়্গের দ্বারা কাটুতে উদ্যত হয়েছিল।

অধ। ও সর্বনাশ ! এও কি তার অন্যায় ? তবে তুমি কিরূপে বাঁচলে বল দেখি ?

কলি। সখা সে কথা আর কেন কও ? ভাগ্যে আমি তার শরণাগত হোলাম সেইতো কেবল প্রাণটা বাঁচলো।

অধ। সখা প্রাণ বাঁচলেই সকল বাঁচে।

কলি। ভাই এমন প্রাণ বাঁচাকে না বাঁচা।

অধ। কেন বল দেখি ?

কলি। সূত্র প্রাণ নে কি কোরবো ? থাকুবো কোথায় ? সেযে আমার সকল স্থানই বন্ধ কোরে কেবল চার পাঁচটি স্থানমাত্র দেছে।

অধ। কোন্ ২ স্থান দেছে ?

কলি। হিংসা, মদ, স্ত্রী, দূত আর সোণার খাণ।

অধ। এতো দেছে? তবে আর ভাবনা কি?

কলি। অ। মর মুন্সো ভাবনা নাই বোলতেছি।  
তার রাজ্যে বৃথা হিংসা কে করে? মদ কে খায়? পরস্রী  
সেবা আর দ্যুতক্রীড়াইবা কোই? পৃথিবীতে সোণার খাণ  
যেখানে যা আছে তাঁসব সেই রাজ্য বেটারই অধিকার,  
এতে আমার কিরূপে কি হয়?

অধ। ভয় কি ভাই! ক্রোধ লোভ প্রভৃতি যেসকল  
তোমার সহায় আছে, তারা মনে কোবলে কি না  
কোবতে পারে? ক্রোধের উদয় হোলে কি হিংসা না  
জন্মে? লোভ হোলে কি কেও মদ না খায়? কামের কাছে  
কি স্বদার পরদার বিচার আছে? ব্যসন কি লোকের  
দ্যুতক্রীড়ায় প্রবৃত্তি দেয় না? জিগীষার নিকটে এক  
জন্যর অধিকারে রাজ্য কোথায় থাকে?

কলি। বোলতেছ বটে, কিন্তু দয়ার কাছে ক্রোধ  
কি কোববে? লোভ শাস্তির নিকটেও যেতে পারবে না,  
দায়দৃষ্টির সমীপে কামেরও কোন বিদ্যা খাটবে না,  
জিগীষাও পরাক্রমের কাছে যেতে পারে না। আমি  
জানি, রাজ্য পরীক্ষিৎ যে পরাক্রমী তাতে কার সাধ্য  
কে তার রাজ্য অধিকার কোবতে সাহসী হয়?

অধ। সখা কি বোলতেছ? ক্রোধ লোভ প্রভৃতির  
উদয়ে কোথায় বা দয়া থাকেন, কোথায়ই বা শাস্তি  
থাকেন, তুমি কি তাদের পরাক্রম জান না?

কলি। না জান্ব কেন? জানি। ফল সাবধানিদি-  
গের শত্রুরা কি কোবতে পারে? আমাদের বেদ যে  
এক শত্রু আছে, সে লোকের কাণে সাবধান কোরে

দেয়, তার মুখে “হিংসালোভ ত্যাগ কর, মদ্য কদাচ  
খেওনা, পরস্রীর প্রতি চেওনা” ইহা বই আর বুলি  
নাই।

অধ। বটে ভাই! বেদ বেটা বড় ছুষ্ঠ।

কলি। এই নিমিত্তই তো আমার মনে হোচ্ছে,  
যে আমি কোন তপস্তাদির দ্বারা দৈব বল আশ্রয় করি,  
তা না হোলে আর কোন উপায় দেখিনা।

অধ। ও! তুমি যে একবারেই গ্যাচ, তা নৈলে কি  
তোমার এ বিপদ হয়? ছ্যা ছ্যা! তোমাকে তপস্তা কো-  
রতে কে পরামর্শ দেচে? দাখৎ যা শরীরের পরাক্র-  
মের কর্ম, তাও কি শরীর শুষ্ক কোর্লে সিদ্ধ হয়?  
কোন্ মুখ তোমাকে এ কুযুক্তি দেচে?

কলি। (মনে) ও! আমি যে ভাল লোককে তপস্তার  
কথা জিজ্ঞাসা কোর্লাম, এষে আমার দারুণ বোঝবার  
ভুল, এযেন আমার হিন্দুকে কাজির পরব জিজ্ঞাসা করা  
হোলো। ইনি নিজে অধর্ম হোয়ে ধর্মের কথা সৈত  
পারবেন কেন? পাছে ইনি এই কথাতেই বা আমার  
ওপর রাগ করেন? ছিছি অধর্মকে ধর্মের কথা বলা ভাল  
হয় নাই। (ইহা ভাবিয়া প্রকাশ্যে) না, না, আমি  
সে তপস্তা কোর্বো না, আমার তপস্তাতো তুমি জান,  
শর্মা! কি অকর্ম্মাদের মতন্ কোন ভ্রান্তির কর্ম্ম করেন,  
এই কি তোমার মনে ধরে? তবে কথার কথা বোলতে  
হয় বোললাম। কিন্তু আমার একটি প্রিয়মিত্র আছে  
কিছু দিনের জন্যে তার কাছেই আমাকে যেতে হবে।  
সে না হোলে এর সুপরামর্শ দেয় এমন আর দেখিনে।

অধ। তবে ভাল, আমি বলি তুমিও বুঝি পাগল হয়ে  
গাচ, যা হোক তোমার শেষকথা শুনে যেন কিছু  
সাহস হোলো। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি তোমার এমন প্রিয়-  
তম গুপ্তবন্ধু কে আছে যে, তুমি তার সঙ্গে পরামর্শ  
কোৰ্তে বাঞ্ছিত হয়েছ?

কলি। তা কি তুমি জান না?

অধ। কোই না, আমি আবার তা কিরূপে জানলাম।

কলি। সে কি? আমাদের পরম বন্ধু যে; মহামোহ!

অধ। জেনেছি? আর বোলতে হবে কেন? তিনি  
এখন কোথায়?

কলি। শুনেছি তিনি দুর্ভাববিশেষে তাড়াতে  
আর্য্যাবর্তের বাইরে বাস করিতেছেন, কিন্তু কোন্  
ঠিকেনায় যে আছেন তা নিশ্চয় বোলতে পারি না। এখন  
আমাকে তাঁর তত্ত্ব করাই উচিত হয়।

অধ। ভাল বিবেচনা কোরেছ, তবে শিখ্রিৎ যাও।

কলি। হাঁ আমি শিখ্রিৎই যাচ্ছি, কিন্তু আমি যত  
দিন ফিরে না আসি, তত দিন তোমরা সাবধানে থাকবে  
যেন রাজ্যে শত্রুবৃদ্ধি না হয়।

অধ। যা বোলবে তাই কোরবো।

কলি। তাই তবে আমি যাত্রা করি?

অধ। শুভ হোক তাই এসোগে, যেন বড় অধিক  
বিলম্ব না হয়।

কলি। না, বিলম্ব কেন হবে? তাঁর সহিত দেখা  
হোলেই আমি তাঁকে সঙ্গে কোরেই ফিরবো।

অধ। আচ্ছা তবে এসোগে যাও।

কলি। (তথাহইতে বাহির হইয়া কিঞ্চিদূর গমন করত মনে করিলেন) এখন আমি কোথায় যাই? কার তপস্যা করি. কে আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন?

(কিঞ্চিং কাল ভাবনা করিয়া স্থির করিলেন) ওহো! আশুতোষ মহাদেব ভিন্ন কি আশু আমার মনোবাঞ্ছা সকল সিদ্ধ হোতে পারে? অতএব আমি হিমালয় শিখরে গিয়া তাঁহাবই তপস্যা করি। (ইহা নিশ্চয় করিয়া উত্তবাতিনুখে গমন করত হিমশৈলের উপরি উঠিত হইলেন এবং অনাহারে ঘোরতর তপস্যা আরম্ভ করত ত্রিসন্ধা স্তুতি করিতে লাগিলেন।

যথা, তোটক।

জয় শঙ্কর শঙ্কু শশাঙ্কধর।

ত্রিপুরাভুক্ত ত্র্যম্বক ত্রিশূলধর।

পরমেশ্বর পাপ প্রণাশন হে।

মদনাস্তক মন্ত্র প্রকাশন হে ॥

তব শীলন শাস্তি বিনাশ তরো।

সুর দানব মানব সিদ্ধ গুরো ॥

নিজ ভক্ত সুবক্ষণ দক্ষ বিভো।

সুর পক্ষ বিপক্ষ পবোক্ষ প্রভো ॥

মুনিমানস সারস সংসবর।

করুণা কর হেহর দুঃখ হর ॥

সুবিশঙ্কট শঙ্কট সিদ্ধ জলে।

পতিতে তরণী বিতরাস্ত চলে ॥

তব অমৃত নেত্র কৃপা বিহনে।

পরমাপদ ঘাতে হই কেমনে ॥

কোথাহে রক্তচাল মূৰ মণে ।

পরিপালয় নাথ এদীন জনে ।

শিব। ( কলির বহুকাল ব্যাপক তপস্যায় সন্তোষ হইয়া আকাশ বাক্যে ) কলি ! তুমি যে নিমিত্ত ঘোরতর তপস্যা আরম্ভ করিয়াছ তাহা আমি বিদিত হইয়াছি আমার কৃপায় অচিরে তোমার মানস সিন্ধু হইবে, চিন্তা নাই২ দেখ, তোমার প্রতি অন্তর্গত করিয়া ভগবন্নারায়ণ অধুনা মগধদেশে বুদ্ধরূপ ধারণ করিয়াছেন, তিনি বেদ বিরুদ্ধ মত প্রচার করিয়া তোমার মহত্বপকার সাধন করিবেন বাও২ তুমি তাঁহার শিষ্য হইয়া সঙ্কে২ সাহায্য কর, আমিও তোমার আনুকূল্যার্থ ভগবদ্বিশ্বুর আজ্ঞায় কল্লিত আগম প্রকাশ করিয়াছি, ক্রমে তাহা ভারতে প্রকাশ হইলে তদ্বারাও তোমার অনীম উপকার হইবে অপর কোকিল দেশের অহম্মাক রাজাও কিঞ্চিৎ বিলম্বে পৃথিবীতে জন্মিলে তৎকর্তৃকও তোমার অনেক আনুকূল্য ঘটবে, ভয় নাই২ তুমি শীঘ্র২ ভারত ভূমি গমন কর । ( ইহ বলিয়া বিরত হইলেন )

কলি। ( শিবের নিকট বরপ্রাপ্ত হইয়া উদ্দেশে তাঁহাকে প্রণাম করত পুনরায় ভারতে আগমন পূর্বক )  
কোই প্রিয়সখা অধর্ম কোথায় ?

অধ। ( কলির স্বরণ মাত্র ) এই যে আমি উপস্থিত আছি, তোমার তো সকল কুশল ?

কলি। হা ভাই তোমার আশীর্বাদে বেন কুশল বটে,  
অধ। কোই তোমার গুণ মিত্র মহামোহ কোথায় ?

কলি। সখা তোমার নিকট হোতে বিদায় হয়ে আমি তাঁকে অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ কোন্ দেশই বা না অব্বেষণ কোরেছি কিন্তু কোথাও তাঁকে দেখতে পাই নাই। শেষ শুন্লাম তিনি ভগবান্ বিষ্ণুর সহিত মগধ দেশ গ্যাছেন।

অধ। সে আবার কেমন? বিষ্ণু কি পুনরায় পৃথিবীতে এসেছেন? তা হোলে তো তবে বড়ই মঙ্গল! বটে, তুমি এই মঙ্গল নে এসেছ? এইবার তোমার সকলই হোলো আর কি, মরোগে এখন কি কোর্বে কর।

কলি। কেন ভাই! ভয় কর কেন?

অধ। ভয় যাতে করি তা কিছু কাল পরেই দেখুবে।

কলি। সে কেমন?

অধ। কেমন তা জ্ঞান্তে পারবে, তুমি মনে কোরেছ বুঝি বিষ্ণু এসেছেন তবেই তোমার মঙ্গল হবে, ইহা স্বপ্নেও বিবেচনা কোর্বে না, বিষ্ণু কি আমাদের পক্ষ? যে তিনি আমাদের ভাল কোর্বেন, তিনি যা কোর্বেন তা তুমি দেখতেই পাবে, তার সাক্ষী দেখনা কেন, তিনি আগমন কালে কোথা ছিল মহামোহ তাকেও ধোরে এনেছেন, বোধ করি এইবার তার দফা সার্বেন।

কলি। তা নয়? তিনি এবার বুদ্ধরূপী হোয়ে বেদের বিপরীত মত প্রকাশ কোরতে এসেছেন।

অধ। কখনই না, ইহাতো আমার কোন ক্রমেই বিশ্বাস হয় না।

কলি। দেখলে তো তোমার বিশ্বাস হয়?

অধ। হাঁ দেখলে বরং বিশ্বাস হোতে পারে।

কলি। তবে চল, আমরা সেই মগধেই যাত্রা করি।

অধ। আচ্ছা চল। (ইহা বলিয়া উভয়ে যাত্রা করত মগধদেশের ধর্ম্মারণ্য গ্রামে গিয়া শুদ্ধোদনের পুত্র বুদ্ধ-  
কপি বিষ্ণুকে দর্শন পুরঃসর) —

—আহা! কি আশ্চর্য্য! যিনি জগতের অধীশ্বর  
তিনিই ভিক্ষুকের বেশ ধোরেছেন, যাহার মস্তকে  
অমূল্য মুকুট শোভা পায় তিনিই মস্তক মুণ্ডন কোরে-  
ছেন, যিনি যে হস্তে শঙ্খ চক্রাদি ধরেন তিনিই এখন  
সেই হস্তে শিখি পুচ্ছ ধোরেছেন, যার কটি বিচিত্র  
পীত ধর্টিতে আচ্ছাদিত থাকে তিনিই এখন দিগ্বসন  
পৌরেছেন। (একপ বলিতেই উভয়ে গিয়া বুদ্ধপদে  
প্রণাম করত বলিতে লাগিলেন)।

পয়ার।

নমো নমো নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ সনাতনঃ  
সচ্চিৎ আনন্দ ঘন পূর্ণ নরঞ্জন ॥  
অসীম মহত্ত্ব তত্ত্ব তত্ত্ব কেবা পায়।  
কিরাপে কখন থাক বুঝা নাহি যায় ॥  
তোমার অর্জিত ধরা তুমি ধর শিরে।  
তুমি তা পালন কর তুমি নাশ ফিরে ॥  
কভু মীন তনু হয়ে বেদ রক্ষা কর।  
কখন শূকররূপে ধরণী উদ্ধর ॥  
নরসিংহরূপে কভু বিনাশ অম্বর।  
কখন বামন হয়ে হর তিন পুর ॥  
ভৃগুপতি রূপে কভু নাশ কত্রকুল।  
কভু রাম রূপে কর রাক্ষস নির্মূল ॥

হৃদয় হইবে কভু হর বিশ্বভার।

বুদ্ধবপী হইয়াছ হরি এইবার ॥

নমো নমো নুরাঘণ তোমার চরণে।

অসীম করুণা তব নিজ ভক্ত জনে।

ভক্তহেতু হও তুমি কত বেশধারী।

প্রভু হয়ে হও নিজে ভক্ত আচ্ছাকারী ॥

শত্রু মিত্র দ্বেষা প্রিয় না দেখি তোমার।

যে জন তোমারে ভজে সদা তুমি তার ॥

তামস প্রকৃতি আমি কলুষ আশয়।

তথাপি আমারে কৃপা এবড় বিশ্বয় ॥

বুদ্ধ। এসো কলি! কুশল তো সকল?

কলি। আচ্ছা আপনি স্বয়ং যার কুশল চেষ্টা করেন  
তার অকুশল কি?

বুদ্ধ। কও আজ্জ কি মনে কোরে এখানে এলে?

কলি। আচ্ছা আপনকার শ্রীচরণ মনে কোরে।

বুদ্ধ। আমি যে তোমার অপেক্ষাতেই আছি সেটা  
তুমি জান কি না?

কলি। আচ্ছা সংসার যার অপেক্ষিত তাঁর নীচব্যক্তির  
অপেক্ষা কর কেবল আপন করুণার অপেক্ষায়।

বুদ্ধ। এখন চল কার্যসাধনে তৎপর হও।

কলি। আপনি যা আচ্ছা করেন তাতেই প্রস্তুত  
আছি।

বুদ্ধ। স্বহু প্রস্তুত থাকিলিতো হবে না, তোমরা  
দুজনে আমার মতন সাজ ধর, উভয়ে যোগাচার আর  
মাধ্যমিক নামে আমার শিষ্য হয়ে আমার সঙ্গে তীর্থে  
ভ্রমণ কর তবে তো।

কলি। কি ভাগ্য! ২ আপনকার, যে শিষ্য হোতে ব্রহ্মাদির বাসনা, আমরা অতি অধম হয়েও আপনকার সেই শিষ্য হব, আপনকার যে সঙ্গ পেতে বেদগণের অভিলাষ, আমরা পামর হয়েও আপনকার সেইসঙ্গ পাব, এর চেয়ে আর সৌভাগ্যের ফল কি আছে?

বুদ্ধ। এসো তবে আমরা সকলে প্রস্থান করি। (ইহা বলিয়া যোগাচার ও মাধ্যমিক রূপধারি কলি আর অশ্বমের সহিত গুজরাট দেশে নন্দদার তটে যে স্থলে অশ্বর প্রকৃতি মানবগণ তপস্যা করিতে ছিল তথায় গমন করত) ওহেও তপস্বীগণ! তোমরা কি উদ্দেশে চক্ষু মুদ্রিত কোরে এই নদীর ধারে বোসে ঘোরতর তপস্যা কোরতেছ? একবার চক্ষু মিলে আমার দিকে তাকাও দেখি?

তপস্বীগণ। (পুনঃ বুদ্ধদেবের বাক্যে জিজ্ঞাসিত হইয়া চক্ষু উন্মীলন পূর্বক) ভারত ২ এ বেটারা কে রে? বেটারদের মতন বোলুক তো আর দেখিনেই। তুই বেটারা কি আমাদেরকে ডেকে অধমাস্থ দেখাতে এসেছিস, দূর হু বেটারা দূর হ। (ইহা বলিয়া ত্রিবিষ্ণু ২ বলিয়া আচমন করত পুনর্বার নেত্র মুদ্রিত করিল)।

বুদ্ধ। বলি ও তাপস সকল! আবার যে বড় নেত্র মুদ্রিত কোরুলে? কি উদ্দেশে তপস্যা কোরতেছ তা বোলে না?

তপস্বি। ভালতো আপদ রে বাপু! কি জঞ্জাল কোথা হোতে উপস্থিত হোলো? দূর হোগে যা

বুদ্ধ। দূর হব বৈকি এখানে থাকবো? তোমরা কি কামনায় তপস্যা কোরতেছ সেইটা একবার শুন্তে পলেই যাই।

তপস্বি। এতে! বাপু জ্বললো, আমরা যে কামনার  
তপস্বী করিনা কেন, তোদের তা শুনে কি হবে বল?  
বুদ্ধ। শুনে কিছু না হবে তো শুন্তে চাচ্ছি কেন?  
তপস্বি। যা রে বাপু যা, আমরা পরলোক কামনার  
তপস্বী কোরতেছি।

বুদ্ধ। এইতো বোলে, তবে কেন বেজার হচ্ছিলে?  
তপস্বি। তো বেটাদের ধ্যান দেখলেই আপনি  
বেজার হোতে হয়, তোরা যা জিজ্ঞাসা কোবলি তাতো  
শুনলিরে বাপু! এখন যা কোথা যাবি তাই যা, আমরা  
তপস্বী করি।

বুদ্ধ। হাঁ! আমরা যাচ্ছি, ফল আর এক কথা জিজ্ঞাসা  
করি, তোমাদের দেশে কি তপস্বী না কোবলে কারও  
পরলোক হয় না? আমাদের দেশেতো বাপু যে জন্মে  
তারি পরলোক হয় তার জন্মে আবার তপস্বী  
কে করে?

তপস্বি। আরে মোলো! এবাটাৱা যে আবার মস্তরাম  
যুড়লে, অরে বাপু সে পরলোক নয়, তাতো পশু পক্ষি  
আদি সকলেরই হয় থাকে আমরা পরলোকে স্বর্গাদি  
সুখ কামনা কোরতেছি।

বুদ্ধ। তোমাদিকে পরলোকে স্বর্গাদি সুখ দেবে  
কেটা?

তপস্বি। ভালতো! দায়, এরা যে ছাড়ে না, তোদের  
সে কথা শুনে কাষ কি? আমাদের পরলোকে স্বর্গাদি  
সুখ দেবেন ঈশ্বর।

বুদ্ধ। হি হি! ঈশ্বর আবার করে বাপু! জগত্তো স্বভা-

স্বভাবতঃ পরমাণুর সংযোগবিয়োগ দিতে জন্মে, তার আবার ঈশ্বর কে ? তোমরা যদি আমার কথা শোন, তবে ভ্রান্ত কল্পিত বেদের অধীনতা ত্যাগ কৌরে আমার স্থানে সত্যধর্মের উপদেশ লও । কারণ তোমারাই এ মহাধর্ম গ্রহণে অর্হ\* (যোগ্য) হও ।

তপস্বি । ( মনে২ ) এরা দেখতে পাগলের মতন বটে কিন্তু কথা গুলো তো এদের পাগলের মতন নয় । ( ইহা ভাবিয়া প্রকাশে ) আচ্ছা কি তোমরা বোলতে চাচ্ছ তা বল ?

বুদ্ধ । ভাল, বলি তবে শোন, এই পরধর্মের মতে জীব, অজীব, আশ্রব সম্বর, নির্জর, বন্ধ, মোক্ষ, এইরূপ সপ্ত পদার্থ নিকপিত আছে, তার মধ্যে জীব, জ্ঞানাদি গুণবান্ সাবয়ব অশ্রব প্রত্যয়গোচর ( অর্থাৎ আমি বলিয়া যাহা প্রতীত হয় ) আর, শরীর যত বড়, সে তত বড় । অজীব, তাহার ভোগ্য ভোগ দি সামগ্রীসকল । আশ্রব ইন্দ্রিয়সমূহ । সম্বর অবিবেকাদি । নির্জর, কাম ক্রোধাদি । বন্ধ, পাপপুণ্য হেতুক জন্মমরণ প্রবাহ । পাপ, যার দ্বারা জ্ঞান বীৰ্য্য সূখ এইসকল নষ্ট হয় । পুণ্য, যার দ্বারা জ্ঞানবীৰ্য্যাদির প্রকাশ হয় । মোক্ষ, জন্ম মৃত্যু প্রবাহ নিবৃত্তি । ইহাভিন্ন দিক্ কাল আকাশ এই তিনটি নিত্য পদার্থ আছে । অজীব-পদার্থসকল পরমাণুময়, পরমাণুর সংযোগ বিযোগেই সকল দ্রব্যের উৎপত্তি বিনাশ হয়ে-থাকে । ( এইরূপ তাহাদিগকে

\* অর্হ শব্দ হইতে কতক গুলিন্ বৌদ্ধের অর্হৎ নাম খ্যাত হয় ।

মানা মত উপদেশ দ্বারা ধর্ম-ভ্রষ্ট করত অনাত্ম গমন করিয়া কাষায় বস্ত্র পরিধান ও চক্ষুতে অঞ্জন প্রদান পুরঃসর যাজ্ঞিকদিগের নিকটে উপনীত হইয়া) ওহে ও ধুম্নুক্ষ যাজ্ঞিকগণ! তোমরা ধূম্বেলে কি ধূম ধাম লাগিয়েদেছ? তোমাদের এ যজ্ঞের ফল কি? আঃ তোমাদের ভ্রান্তি দেখে যে আমাদের হাঁসি পাচ্ছে, আগুনে গি পোড়ালো কি, ধর্ম-হয়?

যাজ্ঞিকগণ। অঙ্গুলি চালন করত) হুঁ হুঁ হুঁঃ।

পরিচারক। কি কর? কে তোমরা? দূরে যাও না, কর্তা যে বেজার হোচ্ছেন।

বুদ্ধ। বেজার হবেন না কেন ইউন, ফল একথাটা বোলো বেজার হোলো ভাল হয় না?

পরি। পাগলের কথাই আর কি বোলবেন?

বুদ্ধ। আমরা পাগল? কি উহারা পাগল তা ঐ কথাটা বোল্লেই বোঝা যায়।

যাজ্ঞিক। কি পাপ! বেটাদের ধর্ম নাই কর্ম নাই, বেটারা একখানং গেরি মাটি রঙা কাপড় পোড়ে সং সেজে বেড়াচ্ছে, দূর হ বেটারা দূর হ, আমাদের যজ্ঞ-শালা কেন অপবিত্র কোর্তে এসেছিন্স?

বুদ্ধ। দূর হব বৈ কি আর থাকুবো? কিন্তু যজ্ঞটা কোর্তেছ কিশোর, আর তার ফল কি? এইটা জেনে যাব।

যাজ্ঞিক। যজ্ঞটা কোর্তেছি আমরা দেবতাদের, ফল এর স্বর্গ, এই তো জান্দি, এখন যা বাপু এখানে থেকে যা, আর জালাতন করিস্ নে।

বুদ্ধ। কি বিপদ! কি বুদ্ধির ভ্রম! বাজার বেটার ছেলে হবে তার বেতে উঁহারা বরষাত্র যাবেন! হাহে

বাপু! তোমরা কেও কখন কি, দেবতাদিকে দেখেছ? না, তাদের ঘর কোন দোরা তাকেও জান? তবে মিথ্যা আড়ম্বরী কোরে মনুষ্য জন্মের মুখ স্বাস্থ্য হারীও কেন?

যাদ্বিক। আমরা দেবতাদিগকে চক্ষুতে কেও দেখি নাই বটে, কিন্তু বেদেতো তাঁদের সব বিবরণ শুনেছি, বেদে কি তা সকল মিথ্যা লেখা আছে?

বুদ্ধ। বেদইতো তোমাদিগের কাল হয়েছে। যুক্তি-বিরুদ্ধ ভণ্ড ঋষিদের বাক্যকে তোমরা ঈশ্বরবাক্য বোলে জেনে তোমাদের কি কি আনষ্টে না ঘটেছে? দেখ তোমাদেরওতো নিজের বুদ্ধি আছে, তাই একবার বিবেচনা কোরে দেখ দেখ সংসারে যে কোন বস্তু দেখা যায় তাকি মনের ভাব-ভিন্ন আর কিছু বোঝা যায়? মনুষ্যাদির যা মনে উদয় হয়, তাই বাহ্যে চক্ষুরাদি দ্বারা অনুভব হইয়া থাকে, মনের বৃত্তি না থাকিলে কি, বাহ্য কোন বস্তু থাকা প্রমাণ্য হোতে পারে? বিবেচনা কর, যেমন স্বপ্নে কোন বস্তু না থাকিলেও মনের বৃত্তির দ্বারা নানা বস্তু অনুভব হয়, তেমন জাগরণেও বাস্তবিক শূন্য বই কোন পদার্থ না থাকিলেও কেবল মনোবৃত্তি দ্বারা ঘট পটাদি সকল দেখা গিয়া থাকে। যথার্থতঃ শূন্যবই আর কোন বস্তুই নাই, মনুষ্যাদির ভ্রমদ্বারা তাতেই অখিল বস্তু কর্তৃত হয়, তোমরা ইহা আপনই\* বোঝ

\* ইতি বুৎপৎ অর্থাৎ ইহাই বোঝ এই কথা কহিয়া শিষ্যদিগকে উপদেশ দেওয়ায় তথায় তাঁহার নাম বুদ্ধ হইয়াছিল, বাস্তবিক তাঁহার প্রথম নাম গৌতম ছিল।

না কেন। (এইসবল কথায় তিনি তাহাদিগকেও বেদপথ হইতে ভ্রষ্ট করিয়া অন্য কৰ্ম্মাঠদিগের নিকট গমন করত ক্রিয়ানিষ্ঠগণকে সম্বোধন পুরঃসর) ওহে ও ক্রিয়ানিষ্ঠ ব্যক্তিসকল ! তোমরা নিরর্থক ক্রিয়া কাণ্ডে কেন পাণ্ডশ্রম কোরিতেছ ?

তোমাদের এককৰ্ম্ম কোরিলে কি হবে ?

ক্রিয়ানিষ্ঠ। কেটা তুমি হে ! কৰ্ম্ম কোরিলে কি হয় তা কি তুমি জান না ? বটেই তা যদি জানুবে তবে এমন সংসেজে বেড়াবে কেন ?

বুদ্ধ। জানি নে সেই তো জিজ্ঞাসা কোরিতেছি, বল না, তোমাদের এই পশুহিংসাক্রম যজ্ঞ কোরিলে কি হবে ?

ক্রিয়ানিষ্ঠ। কেন ? যজ্ঞে পশুহিংসা কোরিলে পশু আর যজ্ঞ মন উভয়ের স্বর্গ হবে।

বুদ্ধ। (পদ্যে)

পয়ার।

ওহে বিপ্রগণ সব কিবা কৰ্ম্ম কর।

নিরর্থক কেন ভ্রান্তি কাননে বিহর ॥

পশুহিংসা করিলে যে পুণ্য লাভ হয়।

হেন অপলাপ বাক্য পাগলেরা কয় ॥

যজ্ঞেতে নিহত পশু স্বর্গ যদি পায়।

তবে কেন যজ্ঞমান না বধে পিতায় ॥

পিতৃস্বর্গ লাগি লোক নানা যত্ন করে।

যজ্ঞে নাহি বধি কেন মিছা যুরে মরে ॥

তোমরাই বল, ইন্দ্র বহু যজ্ঞ ফলে।

শাস্ত্র পাইল স্বর্গে অমর মণ্ডলে ॥

যদি সত্য হয় তাহা তবে কি প্রকারে ।  
 শুষ্ক কাষ্ঠ ঘূতে তার তৃপ্তি হোতে পারে ।  
 পুণ্য দেহ পেয়ে যার ঈদৃশ ভোজন ।  
 বল পশু সঙ্গে সেই কিবা বিলক্ষণ ।  
 কর্তৃ ক্রিয়া দ্রব্য নাশে যদি স্বর্গ হয় ।  
 তবে দক্ষ বৃক্ষে কেন নহে ফলোদয় ।  
 শ্রাদ্ধ যদি হয় মৃত পিতৃ তৃপ্তিকর ।  
 তবে কেন প্রবাসেতে কষ্ট পায় নর ।  
 গৃহে থাকি পুত্র শ্রাদ্ধ করিলে তাহার ।  
 কেন না হইবে তার ক্ষুধার নিস্তার ।  
 শ্রাদ্ধে যদি মৃত মানবের তৃপ্তি হয় ।  
 তৈল দানে মৃত দীপ দীপ্ত কেন নয় ।  
 অগ্নিহোত্র বেদত্রয় ত্রিদণ্ড ধারণ ।  
 বল বুদ্ধি বিহীনের জীবিকা কারণ ।  
 অতএব এইরূপ তেজি ভ্রমজাল ।  
 মম বাক্য শুন যদি শ্রুথে যাবে কাল ।  
 পরোক্ষ ঈশ্বর আছে জগত কারণ ।  
 কেন মিছামিছি ইহা কর সম্ভাবন ।  
 দেহ নাশ হইলে কি থাকে পরলোক ।  
 তবে তার লাগি মিছা কেন পাও শোক ।  
 বটবীজ কণা যেন বৃক্ষের কারণ ।  
 দেহ প্রতি রেতঃ কণা জানিবে তেমন ।  
 বহু দ্রব্য যোগে যেন মাদকতা হয় ।  
 চারি ভূত যোগে তেন চৈতন্য উদয় ।  
 বীজাক্ষুব প্রায় এই জগত সকল ।  
 অনাদিকপেতে আছে এমনি কেবল ।

কালে পৃথিবীতে যেন শস্যগণ হয় ।  
 কালে নাশ পায় যেন তেন প্রাণিচয় ॥  
 ইহার কি কর্ত্তা কেহ আহুয়ে অপর ।  
 যেখানে এসব তার সম কে বর্ধর ।  
 সে কর্ত্তার কর্ত্তা কেবা সুধাইলে ফলে ।  
 অনবস্থা ভয়ে তার আদি নাহি বলে ॥  
 একপ করুনা জালে আবৃত হইয়া ।  
 অন্ধ পরম্পরা নায়ে মরে সে ভ্রমিয়া ।  
 তোমরা সকলে তেজি এসব কুমত ।  
 করহ বিষয় সুখ সবে অভিমত ॥  
 যাহাতে ঐহিক ক্লেশ হয় সুষটন ।  
 তারে পাপ কহি তাহা করিবে বর্জন ॥  
 যাহে সুখ হয় সদা পুণ্য বলি তারে ।  
 তাই কর কেন মজে দুঃখ পারাবারে ॥  
 সব সুখ হোতে শ্রেষ্ঠ নারী সঙ্গ হয় ।  
 তাতে নিজ পরদারা বলি হেজ ভয় ॥  
 অহিংসা পরম ধর্ম্ম এই বাক্য সার ।  
 প্রাণি মাত্র হিংসা করা অসাধু আচার ॥  
 নিজ সুখ দুঃখ যেন অন্যের তেমন ।  
 এজন্যেতে করা নহে কাহারো হিংসন ॥  
 অন্য যাতে সুখ পাবে তাই আচরিবে ।  
 পরলোক আছে বলি মনে না করিবে ॥

---

ক্রিয়ানিষ্ঠ । কে আপনি? আপনকার যুক্তিযুক্ত কথান-  
 কল শুনে যে, আমাদের প্রাণ নিক্ষেপ হোলো, আমরা যাতে  
 আস্ত হোয়ে এই সকল বিকল কর্ম্ম কোরে যাবৎ কাল

শরীরে ক্রেশ ভোগ কোর্তেছিলাম তাও আজ্জ দূরেগেল  
বুদ্ধ। আহা! দেখদেখি তোমাদের এখন সুবুদ্ধি থাক-  
তেও তোমরা এতকাল বিপাকে পোড়ে বৃথা শারীরিক  
ক্রেশ সহ কোর্তেছিলে? তবে আর অনাকে কি বোল-  
বো? বাপঃ! বেদব্যবসায় ঋষিরা কি নিষ্ঠুর! কি প্রতা-  
রক! তারা আপনার স্বার্থ সাধনের নিমিত্ত জগতের  
কত লোককেই না বিড়ম্বনা কোরেছে? দেখোঃ তোমরা  
যেন আর কারও দমে ভুলে সাংসারিক সুখে বাঞ্ছত  
হোওনা।

ক্রিয়ানিষ্ঠ। বোলতেছেন কি? আবার আমরা কি  
ঔপথে যাবো? না, আর ওরূপ প্রতারক দিগের কাছে  
দাঁড়াবো? বরং যারে দেখবো তারেই লক্ষ্যপদেশ দেবো।

বুদ্ধ। ভালঃ তোমাদের কল্যাণ হউক, আমরা এখন  
স্থানান্তরে চোলাম। (ইহা বলিয়া তথাহইতে গমন  
করত নানা স্থানে গিয়া উরুরূপ উপদেশদ্বারা লোকের  
বেদে বিশ্বাস একবারেই নাশ করিলেন, পরে কিয়দিন  
ভারত ভূমিতে থাকিয়া নরলীলায় বিবর্ত হইলেন।

কলি। (বুদ্ধদেবের কুপায় পরম উপকৃত হইয়া সখায়  
সঙ্গে কলিত বেশ ত্যাগ করত) সখা দেখলে? ভগবান্  
বুদ্ধদেব আমাদের কি উপকার না কোরলেন?  
ভূমিতে বিষ্ণুর নাম শুনেই একবারে আকাশ পাতাল  
ভেবে ছিলে।

অধ। কে জানে ভাই! বিষ্ণু কখন কোন্ ভানে  
থাকেন তা বলা যায় না। আমার বোধ ছিল বিষ্ণু কেবল  
ধর্মেরই পক্ষ, তা কোথায়? এখন আবার যে তার  
উল্টো দেখলাম।

কলি। ভাই! তুমিতো জান না, পরমেশ্বর কারোই পক্ষ নন, তাঁর যে শরণ লয় তিনি তারই পক্ষ হন।

অধ। তাইতো হে!

কলি। দেখলেতো ভাই! এখন চল আমরা অপরাপর চেষ্টা দেখিগে। (ইহা বলিয়া উভয়ে বজ্রাভিমুখে গমন করত পথিমধ্যে আগমবাগীশকে দৃষ্ট করিয়া)।

অধ। ও ভাই! হেদ এক মজা দেখ।

কলি। দেখলাম, ও একখান বড় মন্দ নয়।

অধ। হেদে ওর কপালবাগে চেয়ে দেখ না, ও ভাই! ওয়েন আপনার কপালে কিশের লাইন টেনেছে।

কলি। তুমি ও কি তা জাননা? ওর নাম ফোঁটা।

অধ। ওমা! ওর বগলে আবার ওটা কি?

কলি। তাইতো হে! কপালে ফোঁটা বগলে বোতল! এ আবার কেমন?

অধ। চুপ্ কর চুপ্ কর, ও যে আবার কি বোলুতেছে তা শোণায়ক!

কলি। কোই হে!

অধ। থাক্ শোণ না।

ত্রিপদী।

দ্বিজ বলে প্রজা সব,

শুন বলি অকৈতব, অন্ধা করি লহ সর্বজনৈ।

পোড়ে মহামোহ কুপে,

দুঃখ পাও নানা কুপে, বল কেন সবে অধতনে।

বেদ হয় মহা বন্ধ,

ভাতে পুন হয়ে অন্ধ, নিরানন্দ কেন হও সবে।

কলিতে কালিকা বই,  
 নিস্তারের হেতু কই, কেন অকারণে ভ্রম তবে ।  
 হবিষ্যাসী উপবাসী,  
 হইলে কি রাশি?, মোহ মসী হইবে মার্জিত ।  
 আনন্দ চিন্ময় রস,  
 ব্রহ্ম নহে স্বকৰ্কষ, স্বরসে কুরস বিবৰ্জিত ।  
 চিদানন্দ উল্লাসিনী,  
 কালিকা কাল নাশিনী, নিজ যন্ত্র বজ্জ্বল এসকল ।  
 আনন্দ সন্তোষ রসে,  
 প্রসবিলা অবিরসে, কুলস্থল ব্রহ্মাণ্ড মণ্ডল ।  
 যন্ত্ররূপা স্বয়ং শিবা,  
 ত্রিকোণে ত্রিদেব কিবা, ত্রিগুণা ত্রিশক্তি স্বরূপিণী ।  
 শিবরূপী মহেশ্বরে,  
 স্বসঙ্গম সুখভরে, সুখী করে দে সুখ রূপিণী ॥  
 শিবশক্তি সমাযোগ,  
 এই সে পরম যোগ, ভোগ মোক্ষ উভয় কারণ ।  
 পূর্ণাছতি কাল যেই,  
 নির্মাণ আনন্দ সেই, নিজাগমে কহে ত্রিলোচন ।  
 মহাকাল সঙ্গে শিবা,  
 বিপরীত রতা কিবা, নিজ সুখামৃত আশ্বাদিতে ।  
 যদি মোক্ষে থাকে মন,  
 সাধরে শ্যামাচরণ, বিষম শমনে শঙ্কাদিতে ।  
 গুনং সার কই,  
 বস্তু কোই তারা বই, তারিতে সংসার ঘোরতর ।  
 তারি মন্ত্র কর জপ,  
 তাজ পশু চেষ্টাতপ, পঞ্চতত্ত্ব করি সমাদর ॥

তত্ত্ব প্রিয়া হন তারা,  
 পরতত্ত্ব সমাকারা, তত্ত্ব সেবা কর সবতনে।  
 মদ্য মাংস মৎস্য আর,  
 মুদ্রা মিথুনতা তার, অঙ্গ কহে তারা-প্রিয়জনে।

কলি। (শ্রবণমাত্র পুলকিত হইয়া) সখা! শুন্লে  
 ভাই শুন্লে?

অধ। তাইতো হে! ওষে ছেঁড়া ধুড়িতে খাসা  
 চাইল! আগি ওর কপালে মাটি লেপা দেখে আগে  
 বোধ করেছিলাম ও বুঝি কোন বঞ্চক হবে, তা নয় এষে  
 আনাদেরেই এক ভেয়ের ভাই।

কলি। দেখ ভাই যখন যার পড়্তা পড়ে তখন তার  
 এমনিই হয়।

অধ। এর যথার্থ ভাবটা কি, তা কিছু বুঝেছ,

কলি। হা বুঝেছি না তো কি?

অধ। কি বুঝেছ বল দেখি?

কলি। আনি পূর্বে শুনেছিলাম বিষ্ণুর আজ্ঞায় শিব  
 কলিত আগম প্রকাশ কোরেছেন বোধ করি এ তারই  
 কোন আচাৰ্য্য হবে।

অধ। ঠিক বোলেছ ভাই তাই হবে।

কলি। চল এখন আমরা কাম ক্রোধাদিকে ডেকে  
 বিশেষরূপ রাজ্য শাসনের যুক্তি করি। (ইহা বলিয়া  
 উভয়ে নিজ্রাস্ত হইলেন)

ইতি রাজ্যভূমিকা নাম দ্বিতীয়োঙ্ক।

তৃতীয় দৃশ্য ।

পুনশ্চ ।

কলি । (আপন প্রিয় সখা অধর্মের সহিত রঙ্গভূমি প্রবেশ পূর্বক) সখা! কাম ক্রোধাদি সেনাপতি সকলকে দেখি না কেন? কোই তারা কি বিবেকের ভয়ে পলায়ন করেছে?

অধ । ওহে! তারা কেবল বচন মর্দন, তাদের যত কথায় সাটোপ, তত কাষে নয়, তারা মুখে বলে হেনু করেঙ্গা তেনু করেঙ্গা, কিন্তু একটুখানি চাপু পোড়লেই বাপ ২ স্মোরে কে কোথা পলায় তার বিলি থাকে না ।

কাম । (কলির স্মরণ মাত্রই চমকিত হইয়া রতির প্রতি) প্রিয়ে আজ্ঞা আনাদিকে আনাদের নব মহারাজ স্মরণ কোরেছেন, চল আমরা সেকেনে যাই ।

রতি । ঐ! তোমাদের আবার নব মহারাজ কে?

কাম । প্রিয়ে জ্ঞান না? কলি যে, এখন আনাদের মহারাজা হোয়েছেন ।

রতি । ফুৎ! কলি আবার মহারাজা! খেঁদির বেটার নাম পদ্মলোচন, নাও তোমার আর ইএতে কাষ নাই, এখন নব মহারাজ কেটা তা সন্তি ২ বল ।

কাম । আমি কি তোমারে মিথ্যে বোলতেছি? কলিই এখন আনাদের নব মহারাজ ।

রতি । আ মরুক ছাই! কোন কথাই কি সোধালো সন্তি বোলবে না? কেবলই ফচকেমো কোর্বে ।

কাম । খেপি! তোমার দিক্সি মিথ্যে নয় ।

রতি । আমার দিক্সি তো তোমার পাকা কলা ।

কাম। তবে আর তোমার কিশে বিশ্বাস হবে তাই বল দেখি?

রতি। বিশ্বাসের মতন কথা হোলেই বিশ্বাস হয়।

কাম। এও বিশ্বাসের মতন কথাই বটে।

রতি। আরো কত তোমার কপালে আছে।

কাম। তা বোল্যে কি কোর্বো, পরমেশ্বর যখন যাকে আধিপত্য দেন তখন তাকেই নানা-কোর্তে হয়।

রতি। কাষেই, না কোরে আর কোর্বে?

কাম। প্রিয়ে! তুমি কলিকে ঘেন্না কোর্তেছ, কিন্তু কলির মতন আমাদের প্রতিপালক রাঙা আর কেও নাই।

রতি। বল কি?

কাম। বোলে তো তুমি বিশ্বাস কর না, তবে আর কি বোল্‌বো।

রতি। বিশ্বাস কোর্বো না কেন, এখন কোর্লাম, বারে বারেই কি তুমি মিথ্যে বোল্‌বে এমন হয়?

কাম। তবে চল, তিনি আমাকে এখন স্মরণ কোর্লেন কেন একবার গিয়ে দেখি। (ইহা বলিয়া উভয়ে কলির নিকট গমন করিলেন)।

কলি। (কিঞ্চৎ দূর হইতে দৃষ্ট করিয়া) সখা অধর্ম! দেখে আনাদের শিবিরের কিঞ্চৎ বিদূরে কি ভূমিতে চপলার সহিত নবীন মেঘনালা উদিত হয়ে আপন লাবণ্য বন্যায় পৃথিবীতল প্লাবিত কোর্তেছে? কিঞ্চৎ মৃতন তমাল-তরু স্বর্ণলতায় বেষ্টিত হয়ে আমাদের শিবির অভিমুখে আন্‌তেছে? আহা! ওরে দেখে যে, আমার মনঃ অতুল আনন্দ প্রবাহে মজ্‌তেছে।

অধ । ওহে তা নয়২ দেখতে পাচ্ছ না, ওষে, কোন ইন্দীবর শ্যামবর্ণ যুবা, স্বর্ণরেখাসদৃশ রূপবতী কোন যুব-  
তীর সহিত ভূমিতে ভ্রমণ কোরতেছে, সতী বটে, ওদের  
হাব ভাব দেখে আমারও যে, মন প্রফুল্ল হোতেছে,  
মরি!২ কিবা ঐ মদিরাঙ্গীর বক্ষস্থলস্থিত নখাঙ্কাবলি  
অঙ্কিত উত্তুল পীবর স্তন-শৈল যুগল, ঐ তমাল শ্যামল-  
বর্ণ যুবার বক্ষরূপ বিশাল মরকত-স্থলী ভূষিত কোর্-  
তেছে, কিবা উহার সূচক্লল অপাঙ্গ-ভঙ্গী সকলের  
চিত্তকে সঙ্গী করত শান্তি বিবেকাদি তাবৎ হোবতেছে ।  
( সম্যক্ নিকটাসন্ন হইলে ) ।

কলি । ওহো ! কাম যে !

কাম । আজ্ঞা হাঁ মহারাজ !

কলি । এসো২ একাল পর্য্যন্ত যে, বড় নিশ্চিন্ত ছিলে?  
একবার২ কি তত্ত্ব তল্লাস কোরতে নাই ?

কাম । মহারাজ ! তত্ত্ব তল্লাস কোরবো কি, দুর্ভূত  
বিবেকের ভয়ে স্পষ্ট হবার কি কারও কোন শক্তি ছিল ?  
তার তাড়ায় আমাদের যে কে কোন্দিগে পলিয়েছে তার  
এখনও বিলি হয় নাই । আমি যে, কাম সেই এপর্য্যন্ত  
টিকে আছি, নতুবা ক্রোধ লোভাদির কি, কোথাও স্পষ্ট  
হবার যো আছে ? কাম না থাকলে যে, সংসারে প্রজা  
বৃদ্ধি হয় না, সেই বড় চাপাচাপি কোরে আমাকে কেও  
কিছু বোলতে পারে না, এতে যে আমি আছি সেও  
কেবল আছি এই মাত্র ।

কলি । তাই তো হে ! তোমারও কি এত ডর !  
আমরা জানি তোমার অমোঘ অস্ত্র, তোমাকে তিন

মোকে কেও জয় কোবতে পারে না, এমন হয়েও তুমি বিবেককে ভয় কর?

কাম। মহারাজ! যা বোল্‌তেছেন তা সকলই সত্য বটে, কিন্তু কেও মাথার উপর না থাক্‌লে ডাঁড়াই কোথা! কাষেই ডরাতে হয়।

কলি। অবশ্য! এর ভুল কি?

কাম। ঈশ্বরের ইচ্ছায় আমাদের সৌভাগ্য ক্রমে আপনি আমাদের মাথা হোলেন, এখন দেখুন না, আমি কি কোবতে পারি না পারি?

কলি। হাঁ তুমি যত পারো না পারো তা আমি সকল জানি। আমাকে হুতন কোরে এখন সে পরিচয় জাস্তে হবে না।

ন্যোপথ্যে। দয় নব মহারাজের, দয় নব মহারাজের,

কলি। ও আবার কে এলো?

অকর্ন্ম। (সমীপে আসিয়া হইয়া) প্রণাম মহারাজ! আমি কাশী হোতে এলেম আমার নাম অকর্ন্ম।

কলি। (মনে২) ইনি আবার এখানে কি মনে কোরে এলেন? ইনিতো আমাদের কেই নন, শুন্তে পাই অকর্ন্ম বা নিষ্কর্ন্ম নামে বিবেকের এক সখা আছে, কি জানি তিনিই বা ইনি হন? (ইহা ভাবিয়া প্রকাশ্যে) কও তুমি কি ধর্মের পুত্র বিবেকের সখা?

অক। আজ্ঞা না মহারাজ! আমি ধর্মের পুত্র বিবেকের সখা নই, তার নাম যে নিষ্কর্ন্ম, আমি শুন্তে পাই আমার বাপের নাম অধর্ম, আমি মোহের সখা, বিবেকের সখা হোলে আমি এখানে কি কোরতে আসবো?

কলি। সেকি হে! তুমি অধর্মের পুত্র বোলে পশ্চি  
চয় দিতে লেগেছ, তুমি কি তোমার পিতাকে চেন না?

অক। কোই মহারাজ! তাঁক আবার আমি চেনলাম  
কবে? শোণা আছে আমি আপন বাপের জন্মের পূর্বেই  
জন্মেছি, কিন্তু আমার বাপ যে আপন জন্মাবধি কোথায়  
আছেন তা স্পষ্ট রূপে দেখতে পাই নাই।

কলি। (অধর্মের দিগে অঙ্গুলি চালন পুরসর) দেখ  
দেখি বাপু! তুমি এরে চেন?

অক। আজ্ঞা না মহারাজ! আমি ওনারে চিনি নে।

কলি। (কিঞ্চিৎ হাঁস্র করত) হ্যাঁহ্যাঁ! এঁ আরি নাম  
যে অধর্ম।

অক। আজ্ঞা তা আমি আগে চিন্তে পারি নেই (ইহা  
বলিয়া অধর্মের চরণসমীপে গিয়া) প্রণাম গো বাবা  
প্রণাম।

অধ। এসো বাবা এসো। (ইহা বলিয়া গাঢ় আলি-  
ঙ্গন করত) তবে, ভাল তো আছ?

অক। আজ্ঞা ভাল আছি আর কোই?

অধ। কেন বাবা! তোমার কি কোন পীড়া হয়েছে?

অক। শরীরে এমন কোন রোগ টোগ নেই, কিন্তু  
বিবেক রাজা আমাকে ঠাই ছাড়া কোরেছে।

অধ। তুমি কোন্ ঠিকানায় ছিলে?

অক। আমার থাকবার এমন কোন নির্দিষ্ট ঠিকানা  
ছিল না, তবে যেকেনে স্থল পেতেম সেকেনেই থাকতেম  
কিন্তু বিবেকের সৈন্যের দৌরাভিতে এখন পেরায় সব  
ঠাই আমাকে ছাড়তে হয়েছে।

অধ। বিবেক এখন কোথায় আছে?

অক। সে আর ২ ঠাই সতত থাকুক না থাকুক তার এখন কাশীতেই থাকাই নির্ভর হয়েছে।

অধ। (কলির প্রতি) সখা শুন্লে তো সকল? এখন যে বিধান হয় তাই কর।

কলি। এখন ক্রোধ লোভ মায়া মোহ এরা সব কোথায়?

অধ। কে জানে ভাই এরা এখন কে কোথা রয়েছে তা বোলতে পারি না।

কলি। ওহে বাপু অকর্ম্ম! ভয় কর কেন? তোমার যাতে ভাল হয় তা আমি শীঘ্রই কোব্বতেছি। তুমি ভেবো না কিন্তু এখন একটি কর্ম্ম কর দেখি।

অক। আজ্ঞা, কি কর্ম্ম কোব্বতে হবে তার অনুমতি করুন?

কলি। আর কিছু নয়, তুমি একবার জেনে এসো দেখি, ক্রোধ লোভ প্রভৃতির এখন কোথায়?

অক। আজ্ঞা মহারাজ! তবে আমি চোল্লাম (ইহা বলিয়া প্রস্থান করিল)।

কলি। কাম! বিবেকের দৌরাণ্ডি সকল তো শুন্লে? এখন যাতে তার প্রতিকার হয় তাযে তোমাকে কোব্বতে হয়েছে।

কাম। আজ্ঞা, হুকুম হোলেই আমি যাই।

কলি। আর হুকুমের অপেক্ষা কি, তুমি আপন সৈন্যসামন্ত লয়ে প্রস্তুত হও।

কাম। যে আজ্ঞা মহারাজ! তবে আমি যাত্রা কোর লাম (ইহা বলিয়া আপন বলাধ্যক্ষ বসন্ত বাহাদুরকে সঙ্গে লইয়া বামদেব কাশী অভিমুখে যাত্রা করিলেন)।

মাত্রাবৃত্তি চতুস্পদী ।

ভূপতি সন্মতি মদন পাইয়া, •  
 তখনি অমনি চলিল ধাইয়া,  
 বসন্ত সামন্ত সঞ্চেতে লইয়া, করে ফুল শর ধরিয়া ।  
 প্রকাশিয়া বহুবিধ ফুল কুল,  
 রসাল পল্লবে ধরায়ে মুকুল,  
 মলয় পবন হানিতেছে শূল, মার মার রব করিয়া ॥  
 রণবার্তা আগে করিতে প্রচার,  
 পিককুল ঘন ছাড়িছে ফুকার, । রয়েছে  
 তাহাতে পাপিহা কহিছে আবার, পিযু কাঁহা কার  
 মল্লিকা মুকুলে বসি মধুকর,  
 পুঞ্জ পুঞ্জ গুঞ্জ গুণ গুণ স্বর,  
 সেয়েন ভীষণ মদন সমর, শঙ্খবাদ্য কর হয়েছে ॥  
 কেশর কুসুমে ধরে রাজ দণ্ড,  
 দণ্ডে দণ্ডে চাহে সে করিতে দণ্ড,  
 অতরুণ তরুচয়ে লণ্ডতণ্ড, করে সে প্রচণ্ড সমীরে ।  
 বলে হেরে দৃষ্ট তরুলতাগণ,  
 কি গৌরবে সবে আছ নিমগন,  
 এখন স্নসজ্জ নহ সে কেমন, এমন কি বুদ্ধি কমিরে ৷  
 পাটল অটল রণ রসাবেশে,  
 ধরে সে সুতন তুণ পৃষ্ঠদেশে, [ছে ।  
 কাঞ্চন লাঞ্জন করিতে বিশেষে, তীক্ষ্ম তলোয়ার ধোরে-  
 কেতকীর করে কঠিন করাৎ,  
 অশোকেতে শোকে ফেলে অচিরাৎ, [ছে ॥  
 যাতি জাতিকুল করিতে আঘাত, শুভদৃষ্টি পাত কোরে

স্বর হতাশনে দক্ষ তুষকণ,  
 তরুগণ সদা করে বরিষণ,  
 তাহে স্তম্ভীষণ করে কলস্বন, খগগণ অতি কপটে ।  
 সেই বজ্রসম কঠিন নিনাদে,  
 বিরহিনীবৃন্দ পড়িছে প্রমাদে, [ঘটে ॥  
 একান্ত স্বকান্ত বিরহ বিষাদে, ভাবে ভাগ্যে আজি কি  
 চৌদিগে কুসুম সৌরভ ছুটিল,  
 বিরহির সুখ সম্পদ লুটিল,  
 দৃঃখ হতাশন জলিয়া উঠিল, ব্যাকুল করিল সেসবে ।  
 যৌবন রথেতে করি তারোহণ,  
 ধরি ফুলময় দৃঢ় শরাসন,  
 মদন করিছে সুদৃঢ় শাসন, হায় আজি যুদ্ধে কি হবে ॥  
 ধর্ম্য ধৈর্য্য বীৰ্য্য লজ্জা জাতিকুল,  
 বিবেকাদি সবে ভাবিয়া আকুল,  
 গেল গেল কুল একি শত্রুকুল, ঘোর প্রতিকুল হয়েছে ।  
 সাজো সাজো সেনা সমূহসত্ত্বর,  
 আজি যুদ্ধ বুঝি হবে ভয়ঙ্কর,  
 ও বিবেকবর স্বর গঙ্গাধর, গুণনিধি হিত কয়েছে ॥

রতি । ( কামের রণসজ্জায় কাশী অভিমুখে যাত্রা  
 করা দেখিয়া ) আজকে সৈন্যদের সজ্জা গজ্জা তো ভাল  
 দেখুচি, কিন্তু যেতে হবে কোথা বল দেখি ?

কাম । প্রিয়ে ( আমাদের পরম শত্রু বিবেক আপ-  
 নার দলবল সহিত কাশীধাম অধিকার কোরে রয়েছে,  
 আমাদের মহারাজ কলি তাকে তথা হোতে দূর কোর-  
 বার নিমিত্ত আমাকে আদেশ কোরেছেন তাহা তুমি

সাক্ষাতেই শুনেছ, সেইনিমিত্তই আমি আজ কাশী ধাম যাত্রা কোরতেছি ?

রতি । ( কাশীর নাম শ্রবণমাত্র সশঙ্কিতা হইয়া ) তোমার আবার বুঝি রস বেঁধেছে বটে? লোকে বলে, মুরগির তেল বাঁধলেই সে মোল্লা পাড়া যায়, তোমার তাই ।

কাম । কেন প্রিয়ে রস আবার আমার কি বাঁধলো ?

রতি । বটে? তা এখন তোমার মনে পোড়বে কেন ? এখন বুঝি তোমার গলা হোতে গাব উলেছে ?

কাম । গলা হোতে গাব ওলা কেমন ?

রতি । চল এখন যাম্ছ তো, গেলেই গাব ওলা কেমন তা শেষ জান্তে পারবে ।

কাম । না প্রিয়ে তোমার কথার আমি কিছু ভাব বুঝতে পারলাম না ।

রতি । এখন তা পারবে কেন ? যখন কাতে পোড়বে তখনই জানবে, একবার ইন্ডোর কথায় কৈলাস গিয়ে তোমার কি দশাটা ঘোট্টেছেল সে কথাটা একবার মনে কর দেখি ।

কাম । ও! এইজন্যেই তুমি গলা হোতে গাব ওলার কথা বোলতেছ বটে, এতক্ষণ আমি তা বুঝতে পারি নাই ।

রতি । আগে বোঝনাই এখন বুঝলে তো তবে ফেরো ।

কাম । আরে খেপি ফিৰ্ত্তে হবে না, সে কাল আর নাই, এখন তিনি কিছু আমাকে বোলবেন না, বরং যাতে এখন কলির হিত হয় তাই তিনি কোরবেন ।

রতি । হাঁ মুখে কিছু বোলবেন না, কিন্তু কাছে গেলেই সারবেন । একরার ভো দেখেছ ? সেবার বরং ভস্ম কোরেছেলেন এবার আবার বস কোরবেন ।

কাম। না, না, তা কেন কোরবেন, তা কেন কোরবেন, চল না তোমার ভয় কি?

রতি। আমার ভয়তো সকলই, তুমি যেন তখন মার্গ উভো কোরোনা।

কাম। না প্রিয়ে! এবার তা কোরতে হবে না চল। (ইহা বলিয়া রতিকে শাস্তনা করত কাশী প্রবেশমাত্র দৃষ্টি করিলেন বিকটাকার মহাদেবের পারিষদগণ ভূত বেতাল ব্রহ্মদৈত্য প্রভৃতি বামুং শব্দে গাল বাদ্য করত ইতস্ততো নৃত্য করিয়া বেড়াইতেছে।

রতি। ( শিব দূতদিগের করাল মূর্তি দেখিয়া ) ও-মা ওরা সব কে-গো। (ইহা বলিয়া রামং রাম স্মরণ করত ভয়ে কম্পিতা হইয়া বাহুদ্বয় দ্বারা কামের কণ্ঠদেশ দৃঢ়তর আলিঙ্গন করিলেন।

কাম। প্রিয়ে! ভয় নাই চক্ষু মেলহ।

রতি। না ভয় নাই, ঐষে ভয়, বাবা-গো- আমি আর চক্ষু মেলবো না।

কাম। দূর পাগ্‌লি বলিস্ কি?

রতি। না-বাবা পাগ্‌লি বলো আর যাই বলো, আমি তো আর কাশী যাবো না।

কাম। ভয়ে কি তোমার জ্ঞান গোচর সব গেল? ওসব কথা কি বোলতে আছে? আমার সঙ্গে যাবে তো, তোমার এত ভয় কি? ভয়ে যদি চক্ষুই না মেলতে পারো তবে না হয় এমুনি কোরেই চল ( একপ রতিকে অভয় দান করত উভয়ে একাক্ষ হইয়া চলিতে লাগিলেন )।

কাশী বাসিগণ। (মদনের সৈন্য সজ্জা দেখিয়া সকলে বিস্মিত হওত পরস্পর) একি! আজু অকস্মাৎ অকালে

একপং স্নগন্ধিমলয় বায়ু বোচ্ছে কেন হে? ওমা! আবার কে কোকিলও ডাকছে (চতুঃপার্শ্ব অবলোকন করত) ওগে-লাম! এই যে, পুষ্প সকলেরও আবার মুকুল হোচ্ছে। যামোলো! আমাদের মনও যে আজ্ কেমন কোরছে।

সন্ন্যাসিগণ। (মনে২) একি! আজ্ এমনটা হোলো কেন? আমাদের মন কেন আজ্ অমাহিত হয়না? (কটির অধোভাগে দৃষ্টি করিয়া) কি বিপদ! কোপীনও যে ছাই আর কোমরে আঁটা থাকে না? (এইরূপে যত মনে উদ্ঘাটনা করেন ততই তাঁহাদিগের মন চঞ্চল হয়,)

বিদ্যার্থীগণ। (পরস্পর) ও ভাই বিদ্যালঙ্কার! আজ্ আমাদের মনটা কেমন কোরতেছে কেন বল দেখি? অন্য দিন আমি শাস্ত্র চিন্তার সময়ে যাতে মন নিবিষ্ট করি, তাই যেন উত্তম বুদ্ধিতে পারি, আজ্ কেন তা হয় না হে! ইহার কারণ কিছু বোলতে টোলতে পারতো বলদেখি?

বিদ্যালঙ্কার। হাঁ ভাই তর্কবাগীশ! যা তুমি বোলো, আমারও যেন মনটা আজ্ কেমন কোরতেছে।

তর্কবাগীশ। ভাই তোমাকে বোলতে কি, আমি যখন পুস্তক প্রতি এক দৃষ্টে চেয়ে পাঠ অনুভব কোর-তেছি তখন যেন লটকনা বোলা নথ আমার চক্ষের আগে নাচতেছে।

বিদ্যা। যদি ভাই বোলো তুমি, তবে আমিও বলি, দেখ আজ্ যখন আমি মণিকর্ণিকার ঘাটে গঙ্গাস্নান কোরতে যাই, তখন ভাই একটি যে মহাপুত্রদিগের স্ত্রীলোক দেখে এসেছি, আহা! ভাই কিবা তার স্ত্রী, বোলতে শরীর

পিউরে ওঠে, সেযেন সেই পর্য্যন্ত আমার মনের মধ্যে লেখা রয়েছে।

তর্ক। ওবেই তো বোলে ভাল। এতে কি পড়া শোণা কিছু হয়?

ন্যায়রত্ন। কিহে। কি তোমরা সব বলাবলি কোর-তেছ? এদিগে এক মজা শুনেছ?

বিদ্যা। কোই না, তোমার মজা শুন্বো কি, আমাদের মজা কে শোণে।

ন্যায়। আচ্ছা তোমাদের মজা পরে শুন্তেছি আ-  
আমার ঠাঁই আগে শোণ।

বিদ্যা। কি ভাই। বল, তোমার ঠাঁই আগে শোণ।  
যাকু।

ন্যায়। হেদে দেখ, আমাদের সিদ্ধান্তবাগীশ ভায়া  
ভোজনান্তে গাড়ু হাতে কোরে তেয়ারিদের বাগানে  
বহির্দেশ গেছিলেন। কিন্তু সেকেনে কি কোরে এসে  
ছেন তা জান?

বিদ্যা। না, তা জান্বে তো আবার তোমার ঠাঁই  
শুন্তে চাচ্ছি কি?

ন্যায়। ভাই আমাদের সিদ্ধান্ত সেকেনে এক বিলক্ষণ  
সিদ্ধান্ত কোরে এসেছেন, ও ভাই শিরোমণি! ঐ স্ত্রীলো  
কটিকে এদিকে ডেকে দাওতো। (ইহা কহিলে শিরো  
মণি শঙ্করী মালিনীকে তথায় ডেকে দিলেন।

শঙ্করী। কিমশয়। আবার ডাকুলেন কেন?

ন্যায়। ওখানে আমাদের কাছে যে কি বোলুতেছিলে  
তাই একবার একেনে বল না?

শঙ্করী। তা আপনিতো সব শুনেছেন আপনিই বলুন না কেন ।

ন্যায়। না না, তুমিই বল তুমিই বল ।

শঙ্করী। মশয়। তোমাদের সেই সিদ্ধান্ত ভট্টাচার্য্যি এই এখনি তেয়ারিদের বাগানে গেছিলেন সেকেনে আমরা, আর কটি মেয়ে মানুষে চুপড়ি নে ফুল তুলতে গেছিলাম, আমাদের মধ্যে একটি মেয়ে মানুষ দেখবার একটু স্ত্রীমতন্ ছেল, তার বয়েসও বড় জ্যাদা হয় নেই, অমনি দো-রসোং গোছ বটে, সে বাগানে ফুল তুলতেং আমাদের সঙ্গছেড়ে একটুখানি দূরপানে যেই গেছে, সেই তোমাদের সেই ষণ্ডাগোছ সিদ্ধান্ত ভট্টাচার্য্যি তাকে নে মশয় এই আরকি? বুঝতে তো পারছেন ।

বিদ্যা। আরে ভাল কোরে বলনা, বুঝতেতো পার চেন কি?

শঙ্করী। আরে মশয় ভাল কোরে বোলেও যা, মন্দ কোরে বোলেও তাই, আসল খানা যা বোল্লাম ।

বিদ্যা। দূর মাগি! এইকি তোর ভাল কোরে বলা?

শঙ্করী। যাও মশয় তোমাদের সঙ্গে আর ফরে আসতে পারিনে, বুঝে থাকোতো বুঝেচ, তোমাদের সেই কর্তা ভট্টাচার্য্যিকে বোলো, যেন তিনি সেই সিদ্ধান্তকে মানা করেন্ সেযেন আর তেমন্ কর্ম না করে, এই বোলে চোল্লাম, এবার কিছু বড় বোল্লাম না, আবার কখনো অমন্ কোরতে হোলে তার আমরা বা কোরবার তাই কোর্বো। ( ইহা বলিয়া শঙ্করী প্রস্থান করিবার উদ্দেশ্য করিল ।

ন্যায়। শঙ্করি! যাচ্ছিস্ যে, ভট্টাচার্য্যমশয়কে যে ডা-

কুতে লোক গেছে, তিনি এলো তাঁকেই তুই বোলে যা।

শঙ্করী। না মশয়! আমি তাঁর কাছে বোলতে পাবোনা। তিনি এলো তোমরাই তাঁরে একটু ভালো কোরে বোলবে, যেন তিনি তাকে সেরূপ কন্ম কোরতে নিষেধ করেন, আমি যাচ্ছি।

ন্যায়। আরে যাচ্ছি কন্? একটু থাকুনা, ভট্টাচার্য্য মশয় আগত প্রায়! ওহে শিরোমণি! ভট্টাচার্য্য মশয়কে ডাকুতে গেছিল কেটা হে!

শিরো। ঐষে শিবরাম গেছিল, সেবে ফিরে এসে কিছু আর বোলতেছে না।

ন্যায়। ওরে শিবরাম! এদিগে আর না, তুই ভট্টাচার্য্য মশয়কে যে ডাকুতে গেছিল তার কি হোলো?

শিবরাম। (লজ্জা ক্রোধে অবসন্ন হইয়া) হুঁ: তোমাদের তো আর কাষ নাই, শুধুই বলো ভট্টাচার্য্যকে ডাকু, ভট্টাচার্য্যকে ডাকু, ভট্টাচার্য্যকে কি তার তো কেও কিছু জান না।

ন্যায়। সে কি রে! ভট্টাচার্য্য আবার কি হয়?

শিব। হুঁ: ভট্টাচার্য্য যে কি তা তোমরাই একজন দেখগে?

ন্যায়। বলিস্ কি রে শিবরাম! তোরে কিছু কি তিনি বোকেছেন টোকেছেন?

শিব। না: তিনি আমার ওপর বোকাবেন কি, তিনি মরুন্, তিনি দিনের বেলা ঠাকুরনটির সঙ্গে খাটের ওপর যে বকাবকি লাগিয়েদেচেন।

ন্যায়। হাঁরে তিনি দিনের বেলা ঠাকুরনটির সঙ্গে

যদি কোন বকাবকি কোরে থাকেন তাতে তোর ক্ষতি কি, তুই কেন রাগতেছিস্ ?

শিব। সে, কথার বকাবকি নয় গোঃ সে কাষের বকাবকি ।

ন্যায়। কথার বকাবকি নয়, কাষের বকাবকি সে আবার কি ?।

শিব। সে কি, তা তোমরা গেয়ে দেখনা কেন।

শঙ্করী। মশয়। আর কেন ছেলে মানুষকে নে পা-ছড়া পাছড়ি কোর তেছেন, ও যা বোলতেছে তা বোকাগেছে, যখন ও মোরুপারা মুখ কোরেছে তখনি বোকাগেছে ওর নাম উদ্ধব। আর বোলতে হবে কেন? জানাগেল মশয়রা সবাই সমান, আমার আর তাঁর কাছে নালিশ কোরলে কি হবে আমি চোল্লাম। ( ইহা বলিয়া সে তথা হইতে প্রস্থান করিল )।

বিদ্যা। তাই তর্কবাগীশ! আজ্জকাল দেখতেছি সবারই ভাব সমান!

তর্ক। তাই তো হে !

বিদ্যা। আর তাইতো হে বোলে কি কোরবে! এখনকার মতন পুঁথি পাঁজিতে ডোর দাও। চল আমরা সবাই মিলে একবার নগর ভ্রমণ করিগে।



পর্যায় ।

দ্বিজগণ প্রস্তুতিত হৈরি তরুলতা।

বাটিল সবার মনে স্মর তরুলতা ॥

শিথিল হইল জ্ঞান বিবেক সবার

কামেতে কামিনীময় দেখে এসংসার ॥  
 সবে বলে গেলগেল যাগ যোগ আদি ।  
 কেমনে এমনে মনে করিব সমাধি ॥  
 গেল বেদ বিদ্যা বিনয়িতা সব ।  
 বণিতা বিনোদ বিনা সকলি কৈতব ।  
 হায় হায় হোলো নাক ভজন সাধন ।  
 ধৈর্য্য ধর্ম্ম আদিসব প্ৰাংসিল মদন ॥  
 রমণী কি মণি হেন লাগিল মানসে ।  
 লভয়ে নির্ঝাণ সুখ যাহার পরশে ॥  
 কেহ বলে ভ্রম জালে গেল চিরদিন ।  
 যুবতী যৌবন জলে না হইয়া মীন ॥  
 নারী কি অমূল্য ধন নারী চিনি বারে ।  
 বেদবাদ বনে মিছা ভ্রমি বারে বারে ॥  
 আনন্দ চিন্ময় রস ব্রহ্ম বেদে কয় ।  
 কামিনীর কলেবরে সে আছে উদয় ।  
 শিবশাস্ত্রে শুনিয়াছি সেই উপদেশ ।  
 তবে কেন কুরস সেবনে পাই ক্লেশ ॥  
 অন্য কয় পাপাশ্রয় হয় যদি নারী ।  
 তথাপি তাহারে আমি তেজিতে না পারি ॥  
 সুখ দুঃখ ভিন্ন আর সব বস্তু মিছে ।  
 আগে সুখ করি নহে দুঃখ হবে পিছে ॥  
 পরলোকে হোলো দুঃখ কে দেখিবে পরে ।  
 এখন তো করি মজা ঘরে কিস্বা পরে ॥  
 আর জন কহে এত কেন ভাব ভাই ।  
 রমণী সঙ্গমে পাপ তাপ কিছু নাই ॥

তা হইলে ইন্দ্র কেন হরে অহল্যারে ।  
 তারা বা ভজিল শশধরে কিপ্রকারে ॥  
 ব্রহ্মা হয়ে কেন বা দুহিতা কাছে যায় ।  
 সদাশিব কেন সদা কুচিনী পাড়ায় ॥  
 বৃন্দাবনে বিষ্ণু দেখে ব্রজনারী লয়ে ।  
 তা হোলো রমিবে কেন লোকনাথ হয়ে ॥  
 অতএব মিছা কেন আতঙ্কিতে মরি ।  
 স্মৃথতো গোঁআই কাল নারী হৃদে ধরি ॥  
 কামিনী কাম কাননে করিয়া শয়ন ।  
 মদন রস অলসে নুদিয়া নয়ন ॥  
 আর না হেরিব বেদরূপা বিষলতা । •  
 শ্রবণেতে না শুনিব শাস্ত্রের খলতা ॥  
 ভট্টাচার্য্য গণ নিজে হয় মহাতপ ।  
 নাহি দেখি তাসবার সনান পাষণ্ড ॥  
 শুনি পাপ করি পাপী পরে দণ্ড পায় ।  
 জীবিত শরীরে দণ্ড ভণ্ডের হেথায় ॥  
 শীত বৃষ্টি নাই ভোরে স্নান করি মরে ।  
 অলুভাতে ভাত খেয়ে মরে একাহারে ॥  
 তৈল বিনা অঙ্গে খড়ি উড়ে সবাকার ।  
 শরীরের গন্ধে কাছে বসে সাধ্য কার ॥  
 পান বিনা মুখে নাছি উড়ে চির দিন ।  
 উপবাসে উপবাসে তনু হয় ক্ষীণ ॥  
 পঞ্চ পর্বে পরশ না করে নিজ জায়া ।  
 হায় কেন সে সবে বঞ্চিল মহামায়া ॥  
 আপনাদিগের নিত্য দুর্দশা যেমন ।

অন্যে জিজ্ঞাসিলে আপনার মত কন ॥  
 পরে সুখ হবে বলি এবে পায় দুঃখ।  
 পরলোক বাদি অধমের পোড়া মুখ ॥  
 সুখ হেতু ইন্দ্রিয় দিলেন ভগবান্।  
 তারে কষ্ট দেয় যত বর্ষের প্রধান ॥  
 পণ্ডিতের ভণ্ডতায় আর না ভুলিব।  
 নিজ অভিপ্রায় কেন অন্যেরে বলিব ॥  
 মিছা মিছি পুঁথি পাঁজি বোয়ে কেন মরি  
 ডোড় দাও তাতে চল মন সুখী করি।

তর্ক। বিদ্যালঙ্কার ভাই! তবে কি সত্য সত্যই এখ-  
 নকার মতন পুঁথিতে ডোর দিতে হবে কি?

বিদ্যা। দেবা না তো কি কোরবে?

তর্ক। এই নাও ভাই তোমার কথাতেই পুঁথিতে  
 ডোর দিলাম, এখন যেতে হবে কোথা ভাই চল।

বিদ্যা। এসোনা! আমি তোমাকে যেকেনে যেতে  
 হবে দেখাচ্ছি। (ইহা বলিয়া কতিপয় ভট্টাচার্য্য একত্রে  
 নগর জমণ কৌতুকে বহির্গত হইলেন)।

তর্ক। (কিয়দূর গিয়া নগরের কোন এক পল্লীতে ক  
 তক গুলিন সমবয়স্কা স্ত্রীলোক একত্রে এক স্থানে বসিয়া  
 আছে তথায় আর একটা সমবয়স্কা স্ত্রীলোক আসিয়া  
 ভঙ্গীক্রমে কিছু বলিতে ইচ্ছা করত তাহাদিগের  
 নিকটাসন্ন হইতেছে তদ্বশেষে)। ওভাই বিদ্যালঙ্কার  
 একেনে একবার ডাঁড়াতে হবে, দেখ না ঐ বেটি যেন  
 ওদের ঘরে কি বোলবার তরে ঐ দেখ কত রংঢং কোরে

আসতেছে, ডাঁড়াওনা ভাই ! বেটি এসে ওদিগে কি বলে তা শোণাযাক ।

বিদ্যা । আচ্ছা ভাই, তবে এমন কোরে ডাঁড়ালো তো হবে ন', চল আমরা একটু আবডালে ডাঁড়াই । ( ইহা বলিয়া কিঞ্চিৎ ব্যবধানে গিয়া সকলে ডাঁড়াইলেন রঙ্গিনী । ( দূরে হইতে স্ত্রীমণ্ডলীর নিকটে গিয়া ) কি বটে আজ যে বড় তোমরা বাহার দেছ ?

মালতী । হাঁ ভাই ! আমরা সব আজ বাহার দেচি তুমিও দাওসে এসো ।

রঙ্গিনী । না বোন্, তোমরাই বাহার দেছ দাও, আমার আর স্খু বাহার দিলে মানায় কোই ।

মালতী । ওবোন্ ওকথাটি বেনে তুমি বোলবেনা, তোমার আর বোন্ স্খু বাহার নয়, সে বরঞ্চ আমাদের বটে ।

রঙ্গিনী । তোমরা যা মনে কোরে স্খু বাহার নয় বোলতেছে সে জলে এখন কাঁটা হয়েছে ।

মালতী । ওমা সে কি গা ! তোদের কি এখন সে ভাব নাই ।

রঙ্গিনী । না বোন্ ভাব্ আর বেনে ভাঙ্গেনেই, কিন্তু যার ভাব্ সে আজু কাল বড় ভাবাচ্ছে ।

মালতী । কেন গা ! মুখুজ্জ মশয়ের কিছু কি গা অ-সুখ কোরেছে ?

রঙ্গিনী । বালাই তা কোর্বে কেন, সে যে আজু তিন দিন ধোরে বাড়ী নেই । তাকে বোষ্জা মশয় পত্রলেখে লেখে, পত্র লেখে লেখে, আপনার কাষের

স্থানে নে গ্যাছে।

মালতী। ' (নাকে অঙ্গুলি দিয়া) হ্যাগ! এর্দিন থেকে২ সে এমন্ দিনে গ্যাল গা।

রঙ্গিনী। ওবোন্ স্খু তারে কি কোরেইবা দোষ দেওয়া যায় বল, সেতো এত জানে না যে পোড়া বসন্ত আবার ফিরে আসবে।

বামা। তাইতো গা। এমন্ কখনো আমরা দেখিনি যে সময় আবার গেলে ফেরে। ওবোন্ এখনকার কলিকা-লের সকলি উল্টো হয়েছে।

গোলাপী। ওতাই। মোজা বসন্ততো বরং ভাল ছেল, এ উল্টো বসন্ত বুঝি এবার কলি ওল্টাবে।

বামা। ওবোন্ গোলাপি। বসন্ত উল্টো হোলোতো তোদের তাতে ক্ষেতি কি। যে ক্ষেতি সে আমাদেরই, বসন্ত উল্টোই হোক বা পাল্টাই হোক, উল্টে পাল্টে তোদেরি স্খ।

গোলাপী। আমরুক্ স্খ, সে স্খথে কি আর মন ভেজে।

বামা। হাবোন্! যার নাম স্খ, তাতে আবার মন ভেজে না সে কেমন।

গোলাপী। বোল্বে কি দিদি, সে স্খথের কি আর আঁজামাজা আছে?

মালতী। ওবোন্ তবুতো তোর দিব্যি কোন্দে আছে, আমার যে আবার তাও নাই।

রঙ্গিনী। ওমা সে কি গা! তোর আবার থাক্বেনা কেন কি ছোলো?

চাঁপা । ওগো ওর আবার হবে কি? ওটা ওর ঠাট ।  
কথায় বলে, যে যত ধনী সে তত দারিদ্রি, তাই বল্‌না  
কেন যে, আমার একটায় আর হয় না ।

মালতী । মর মাগি! একটায় হয় না তো কি কেও  
আটিং চায়? ।

শ্রামা । ওবোন্‌ তুমি আটিং চাও বা না চাও এখন-  
কার মাগিরা বোঝাং পেলেও ক্ষান্ত হয় না ।

রঞ্জিণী । ওকথা বড় মিছে নয় বোন্‌! ঐ দ্যাক্‌ তোর  
কথা শুনে একটা কথা বড় মনে পড়ে গেল । তোরা তা  
শুনেছিস্‌ কিনা বোল্‌তে পারিনে । শুন্তে পাচ্ছি পাঁজাদের  
কেবলার মা নাকি পঞ্চপাণ্ডবের দোরোপদী হয়েছে ।

শ্রামা । কে জানে বোন্‌! জানিনে তো, এখনকার কা-  
লের মাগি মুন্সের রীত করণ দেখে বোন্‌! পেটের  
ভেতরে হাত পা সঁদুচ্ছে ।

মোহিনী । (চাঁপার কাণেং) ওদিদি! পঞ্চপাণ্ডবের  
দোরোপদী কারে বলে দিদি?

চাঁপা । আ মর হাবি! এত বড় হলি এদ্দিন তুই  
তাও জানিস্‌নে! চুপ্‌কর লোকে শুন্‌লে হাঁস্‌বে ।

মোহিনী । হাঁস্‌বে কেন, চুপেং তুই বল্‌না ।

চাঁপা । অঃ মিছে বেজার করিস্‌ কেন? শুন্‌বিতো  
সোরে আয় না, বলি । (ইহা বলিয়া তার কাণেং )  
ওলো, পাঁচ জনা যার সমী হয়, তাকেই পঞ্চপাণ্ডবের  
দোরোপদী বলে ।

মোহিনী । এইতো, একথা আমার বোন্‌ জেনে কাষ  
নুই যে জেনেচে সে জন্মং জানুক ।

রঞ্জিণী। চাঁপা! পাল্লি কি বোলতেছে?

চাঁপা। ও আমাদের বোনে বোনে এক কথা হোলো, তোমাদের তা শুনে কায কি?

মালতী। ওবোন্ এ, উ ও কোরেছে সে তা কোরেছে ওসব কথাতে আমাদের কায কি? আজ্ কাল্ যে সময় পোড়েছে এতে কার ভাগ্যে যে কি আছে তা কি কিছু বলা যায়?

শ্রামা। সত্তি বটে বোন্! আজ্ কাল্ যে ধারামন ইয়েছে, তাতে কার কপালে কি ঘোটবে কিছুই বলা যায়না।

রঞ্জিণী। 'বোলবো কি বোন্! আজ্ মোটে তিন দিন হোলো আমাদের সে বাড়ী হাতে গ্যাছে, এতেই যেন আমি একবারে মোরে গেচি, যাদের সমী সকল দিনই বিদেশে থাকে, তারা ভাই কি কোরে থাকতে পারে এওতো বুঝতে হয়।

দীর্ঘ চতুষ্পদী।

নব ঋতু আগমন, হেরি রিরিহিণী গণ,  
কামে হয়ে অচেতন, বসে একি দায় গো।  
সখিগো বল কি হোলো, কিস্তি কি আবা এলো,  
মদন মোরে না মোলো, সেকি পুনরায় গো ॥  
ঐ দেখ বনে বনে, ফুটিল কুসুমগণে,  
সদা বলয় পবনে, হানিতেছে শূল গো।  
দেখ দেখ ফুলে ফুলে, চটিল ভ্রমর কুলে,  
করিল কামিনীকুলে, অধিক ব্যাকুল গো ॥

## কলিকৌতুক নাটক ।

ডালে ডালে পিকগণ, করে প্রিয় আলাপন,  
প্রিয় বিনা কার মন, তাহাতে জুড়ায় গো ।  
কান্ত্য্যার দেশান্তরে, বসন্তে সে দুঃখান্তরে,  
সদা বিরহ কান্তারে, কাঁদিয়া বেড়ায় গো ॥  
হয়ে ফুলধনু-কর, মদন চাহিছে কর,  
আমাদের প্রাণেশ্বর, গেছে দেশান্তর গো।  
ঘরে নাই কিছু ধন, কি দিয়া তুষি মদন,  
জ্বরে সে করে বেধন, শরে নিরন্তর গো ॥  
যৌবন নিবিড় বনে, বিচ্ছেদ দাবদহনে,  
দক্ষ হয়ে ক্ষণে ক্ষণে, মনে পাই ডর গো ।  
স্বর বলে দেনা কর, আমি বলি ক্ষমা-কর,  
কার কাছে পাতি কর, কে করে আদর গো ॥  
মনে হয় কর লাগি, হই নিজাকর ভাগী,  
কলঙ্ক নিকর ভাগী, হব বোল্যে ডরি গো ।  
হেন কে আছে সুখ, কাহারে সুধাই হিত,  
হিতে হয় বিপরীত, সেই ভরে মরি গো ॥  
এক রামা বলে সই, কেন এত জ্বালা সই,  
প্রাণ বিনা প্রিয় কই, আছে ত্রিলোকিতে গো  
যদি দেহ ছাড়ে প্রাণ, কি করিবে কুলমান,  
কুলেতে অনল দান, করি ভাবি চিতে গো ॥  
সদা করি লোকাপেক্ষে, নিবারি এবারি চক্ষে,  
কত বা বহিব বক্ষে, যক্ষের সম্পদ গো ।  
যদি মনোমত পাই, তবে এজ্বালা নিবাই,  
সুখ পারাবাবে যাই, তেজি এবিপদ গো ॥

তর্ক। ভাই বিদ্যালঙ্কার! মাগিদের ভাব ভঙ্গী সকল শুনলেতো?

বিদ্যা। হাঁ ভাই শুনলাম, কিন্তু ভাই আজকাল সকলকেই একপ দেখতেছি কেন হে?

তর্ক। ভাই! কিছ দিন্তো থাকো, আরও কত দেখরা;

বিদ্যা। তাইতো হে!

তর্ক। চল ভাই এক ঠাঁই ডাঁরিয়ে থেকে কি হবে আর পাঁচ ঠাঁই দেখতে চল বাসায় যাই। (ইহা বলিয়া সকলে নিজক্রান্ত হইলেন)।

বিবেক। (কন্দর্পের রণ সজ্জায় সশস্ত্রিত হইয়া আপন মস্ত্রি দোষ দৃষ্টিকে সম্বোধন করত)। ওহে ও মস্ত্রিবর! বিপক্ষ মদনের অবিনয় তো তুমি সব দেখতেছ? দোষদৃষ্টি। আজ্ঞা মহারাজ! সকলই দেখতেছি, না দেখব কেন? এবার মদনকে যেন বড় সাহসী বোধ হোতেছে।

বিবেক। হাঁ বটে, বোধ হয় ওর পশ্চাতে অন্যান্য বিপক্ষেরাও অনুবল থাকতে পারে।

দোষ। তানা হোলে ওর এত সাহসী কিশে?

বিবেক। যা হোক আমাদের এসময় নিশ্চিন্ত থাকা বিধি হয় না।

দোষ। বা বোল্লেন মহারাজ! তবে আমাদের সৈন্য সামন্ত প্রস্তুত কোরতে অনুমতি হোক।

বিবেক। তা কোরবে কি, আগে আমার প্রিয় সখা ধর্ম কোথায় তাই অনুসন্ধান কর, তিনি না হোল্যে আমাদের সকল উদ্যোগই বৃথা হবে।

দোষ। তিনি কোথায় আছেন? তাঁর অনুসন্ধান

কোৰ্তে এখন কাৰে পাঠান যায়। [গেল।

বিবেক। কেন? উপদেশ শ্রদ্ধা এৰা ছুই জন কোথায় দোষ। কোই তারা আর কোথায় যাবে? মহারাজের নিকটেই আছে।

বিবেক। তবে তাদিগেই প্রিয়সখার অন্বেষণে পাঠাও না।

দোষ। যে আজ্ঞা মহারাজ! তবে তাদিগেই পাঠাই (ইহা বলিয়া উপদেশ আর শ্রদ্ধা উভকে ধর্মের অনুসন্ধান করিতে প্রেরণ করিলেন)।

উপ। (শ্রদ্ধাকে সঙ্গে লইয়া নানা স্থান ভ্রমণ করত বৌদ্ধদিগের মঠে উপস্থিত হইয়া তাহাদিগের মুখে ধর্মের নাম শ্রবণ মাত্র) প্রিয়ে ডাঁরাওতো এখানে কে ধর্মের নাম কোর্তেছে একবার অনুসন্ধান করি।

শ্রদ্ধা। কোই না, একেনে আবার কে ধর্মের নাম কোর্বে।

উপ। হাঁ কর্তেছে চল দেখি, দেখাই যাক। (ইহা বলিয়া উভয়ে বৌদ্ধদিগের বিহার ভূমি প্রবেশ পূর্বক) প্রিয়ে দেখ এখানে আমাদের রাজার পরম স্নহৎ ধর্ম মশয়ের একপ অবস্থা কে কোর্লে?

শ্রদ্ধা। কোই তাঁর কে কি অবস্থা কোরেছে দেখি। (একপ কহিয়া মঠের মধ্যে দৃষ্টি করত লজ্জায় নম্রমুখী হইয়া) আই মা একি; ধর্ম যে আমাদের পাগল হোয়ে গ্যাছেন। তা না হোলো ইনি নেংটা হোয়ে এক হাত অস্থলে আর এক হাত মুখে দিয়া ডাঁরিয়ে থাকুবেন কেন?

উপ। প্রিয়ে তাইতো হে! এত বড় লোকটা কি এক বারেই বুদ্ধি শুদ্ধি হীন হয়ে গ্যাছে? বোলোব কি “বায়ুনাং বিচিত্রা গতিঃ”।

শ্রদ্ধা। তবেই তো রাজার কাছে গিয়ে আমরা কি বোলব?

উপ। চল না একবার ওর কাছে গিয়াই দেখি।

শ্রদ্ধা। হেই মা! উনি যে কোরে রোয়েচেন উজ্জার কাচেতো আমি যেতে পারব না।

উপ। চলতো পরবা কি?

শ্রদ্ধা। ওমা যে পরবা উনি বের কোরে রোয়েচেন, তা দেখে কি আমি উজ্জার কাছে যেতে পারি?

উপ। তবে আবার কি কোরব?

শ্রদ্ধা। দূরে থেকে একবার উজ্জার সঙ্গে আলাপ কর দেখি, উনি কি বোলে ওঠেন?

উপ। বেস্ বোলেছ প্রিয়ে! তবে তাই আগে দেখা যাক (ইহা বলিয়া ধর্মকে সম্বোধন করত) ধর্ম মশয় প্রণাম, মশয়ের ও আবার কোন ভাব?

ধর্ম। বাবা! এভাবে বই আর জগতে কোন ভাব আছে?

উপ। সে কি মশয়!

ধর্ম। (পুংস্ব আর মুখে হাত দিয়া) বাবা! এই আর এই।

উপ। একি মশয়! আপনি কি পাগল হয়ে গেলেন?

ধর্ম। আস্তিক বেটারা সবাই আমাকে পাগল বলে বটে।

প্রিয়ে! পলায়ন কর২ ইনি আমাদের সে ধর্ম্মই  
নন্ ইনি যে পাষণ্ডধর্ম্ম ।

শ্রদ্ধা। ওমা! তাই হোক, ওরে দেখে যে আমার এক  
বারে কি হোয়েছেল, তবে চল আর একেনে আমাদের  
থাকায় কায নাই। (ইহা বলিয়া তথা হইতে উভয়ে  
প্রস্থান করিলেন।

উপ। (শ্রদ্ধার সহিত পথে গমন করত অঘোরী-  
দিগের মঠে প্রবেশ করিয়া) প্রিয়ে! থাকো২ এ-  
খানে একবার ধর্ম্মের অনুসন্ধান করি (একপ কহিয়া  
উভয়ে তথায় প্রবিষ্ট হওত রুধির ধারায় আর্দ্র বক্ষঃস্থল  
ও মলাক্লিন্ন-দেহ দিগন্তর মুক্তকেশ ধর্ম্মকে দেখিয়া) ।

শ্রদ্ধা। ওমা ভ-য় ওমা ভ-য় (ইহা কহিয়া কম্পিতা  
হওত দৃঢ়রূপে উপদেশের কণ্ঠদেশ পীড়ন করিয়া)  
পলাও২ একেনে রাক্ষসের দেশে আমাকে নে এলো  
কেন?

উপ। প্রিয়ে! স্থির হও২ ও রাক্ষস নয়২ কলিতে  
রাক্ষস কোথায় আছে?

শ্রদ্ধা। না রাক্ষস নাই, তবে ও কি?

উপ। প্রিয়ে! বোধ করি ঐ ওদের ধর্ম্ম হবে।

শ্রদ্ধা। ওমাঃ আর ধর্ম্মে কায নাই, চল একেনে হোতে  
আমরা পালাতে পারলে বাঁচি, ওটা রাক্ষস না হয়তো  
ভূত, তার সন্দেহ নাই।

উপ। প্রিয়ে। ভয় নাই২ ভূত কি দিনে কখন  
দেখায়?

শ্রদ্ধা। না দেখা যায় নাতো ওকি? তুমি যেওনাঃ আজ খরোবার, গেলেই একুনি পেয়ে বোসবে।

উপ। আরে পাগল! ভূত হোল্যে ওর পা মাটিতে পোড়বে কেন? ভূত যে আকাশচরী তা কি তুমি শোণ নাই? ও অঘোরিদের ধর্ম্মই বটে, চল ওর সঙ্গে এক বার আলাপ করিগে।

শ্রদ্ধা। ওযদি আমাদের সে ধর্ম্মই নয়, তবে ওর সঙ্গে আলাপে কি ফল? চল আমরা আরংঠাই দেখিগে।

উপ। ( শ্রদ্ধার কথাতে নিবৃত্ত হইয়া তথাহইতে প্রস্থান করত কৌলদিগের ভৈরবীচক্রে গিয়া ) প্রিয়ে! থাকোঃ এখানে একবার অনুসন্ধান করি ( ইহা বলিয়া নিকটাসন্ন হওত দৃষ্ট করিলেন, ধর্ম্ম তথায় কুলচক্রমধ্যে উপবিষ্ট আছেন তাঁহার স্বক্ৰদয়হইতে সুরাধারা গলিত হইয়া বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিতেছে, তিনি কপালে বর্তুলাকার এক সিন্দুরের বিন্দু ধারণ করিয়াছেন, বামে এক নবযৌবনা কামিনী দক্ষিণে সুরাপাত্র সম্মুখে শূকর মাংসের চাট প্রস্তুত রহিয়াছে।

শ্রদ্ধা। ( দৃষ্টমাত্র। উঃ মহাভারতঃ এ কোথায় এল্যে! এখানে সুরার গন্ধে যে প্রাণ অবশেষ হোলো।

উপ। প্রিয়ে! দেখ না, এখানে যে এক ধর্ম্ম বোসে আছেন।

শ্রদ্ধা। আঃ ধর্ম্মের পোড়া কপাল, তিনি কি মাতাল পাষাণদের মধ্যে আছেন? চলঃ এখানহইতে গিয়া আমরা তাঁহাকে অন্যান্য ঠাই অন্বেষণ করি ( একপ

কহিয়া তথা হইতে বহির্ভূত হওত উভয়ে নানা স্থান  
অন্বেষণ করিতে লাগিলেন ।

বিবেক । ( উপদেশ ও শ্রদ্ধার বিলম্ব দেখিয়া মন্ত্রির  
প্রতি ) ওহে মন্ত্রিবর ! কোই এখনও যে প্রিয়সখা  
ধর্মের অনুসন্ধান লোয়ে উপদেশ আর শ্রদ্ধা এলোনা ?  
এদিগে যে, দুর্দান্ত কাম নিষ্ঠুর শরাঘাতে সকলকে  
জর্জর কোরলে, অতএব তোমরা সুসজ্জ হোয়ে তার  
সহিত যুদ্ধের উদ্যোগ কর ।

দোষদৃষ্টি ! ( রাজাজ্যমাত্র ) সৈন্য সামন্ত প্রস্তুত  
করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন ।

পরায় ।

বিবেক আজায় দোষদৃষ্টি মন্ত্রিবর ।  
সে যুদ্ধেতে সুসজ্জিত হোলেন সত্বর ॥  
লজ্জাধূতি আদি সেনাপতি সঙ্গে লয়ে ।  
শমদম প্রভৃতি বাহিনী যুত হয়ে ॥  
রঙ্গভূমে দোখ কামসৈন্যের তরঙ্গ ।  
যুদ্ধে ক্রুদ্ধভাব তেজি ভাবেন আতঙ্ক ॥  
মন মথ মহাবেগে মোহনাস্ত্র ধরি ।  
প্রহারে প্রথমে দোষদৃষ্টির উপরি ॥  
তাহে পুনঃ কুসংস্কার চাঞ্চল্য মত্ততা ।  
লজ্জাধূতি ক্ষমা প্রতি প্রহারে সর্বথা ॥  
একেতে মোহন বাণে মুগ্ধ সর্ব জন ।  
অধিকন্তু পরস্পর করে আক্রমণ ॥

কুসংস্কার আগেতে লজ্জার কেশে ধরি ।  
 নামায় নয়নরথ হোতে শীঘ্র করি ॥  
 তাহে সে কামিনীকুচ কুস্ত করি ভর ।  
 কুসংস্কার সঙ্গে করে প্রচণ্ড সমর ॥  
 তবে সে শৃঙ্গাররুচি নামেতে রাক্ষসী ।  
 প্রহারে লজ্জারে আসি কামিনী বক্ষসি ॥  
 তাহাতে কম্পিতা হোয়ে লজ্জা অতিশয়  
 ভয়েতে প্রবেশে গিয়া মদন আলয় ॥  
 লজ্জার ভগিনী এক আছিল বামতা ।  
 সহায় হইল রণস্থলে আসি তথা ॥  
 সেকালে চাঞ্চল্য গিয়া ধৃতি সন্নিধানে ।  
 ঘোর যুদ্ধকরে দৌহে বিবিধ বিধানে ॥  
 চাঞ্চল্যের পরাক্রম সহিতে না পারি ।  
 ভঙ্গ দিল ধৃতিদেবী রণভূমি ছাড়ি ॥  
 সেই রূপে মত্ততা করিয়া আগমন ।  
 ক্ষমায় তেজিয়া ক্ষমা করে মহারণ ॥  
 হস্তা হস্তী কেশা কেশী দন্তাদন্তী ভাবে ।  
 পরস্পর যুদ্ধ করে আপন প্রভাবে ॥  
 ক্ষমার ক্ষমতা যাহা আছিল সঙ্গরে ।  
 নাশে তাহা মত্ততার উন্মত্ত সমরে ॥  
 অতএব মনে বহু পাইয়া আতঙ্ক ।  
 রণস্থল তেজি ক্ষমা ভয়ে দিল ভঙ্গ ॥  
 তবে কামমৈন্যগণ করি রণ জয় ।  
 আনন্দে করিছে রব সবে জয় २ ॥  
 নানা বাদ্য বাজে তাহে করি কোলহল ।

ডঙ্ক জগদাঙ্ক বেণু বীণা স্তম্ভজ ।  
 শর আকর্ষণে শ্রান্ত আছিল মদন ।  
 পুষ্পনীরে সৈন্য তারে করিল সিঞ্চন ॥  
 দোষদৃষ্টি মুক্তভাব তবে পরিহরি ।  
 একা পলাইল পরে অনুতাপ করি ॥  
 পরে সে সমরজয়ী দুর্দান্ত মদন ।  
 বিবেকে করিছে প্রতি স্থানে অন্বেষণ ॥  
 তাহাতে শঙ্কট ভাবি বিবেক স্মৃতি ।  
 লুকাইল প্রায় সেহ সঙ্গে নিজ সতী ॥

ইতি মন্থথ বিজয়ো নাম তৃতীয়াঙ্কঃ ।

চতুর্থাঙ্কারম্ভঃ ।

কলি। (পুনর্বার নিজ সখা অধর্মের সহিত রঙ্গভূমি প্রবেশ করত) সখা অধর্ম! চল আমরা বঙ্গদেশে গিয়া এক কর্ম্ম করি।

অধ। সেকেনে আবার কি কর্ম্ম কোরতে মন হোলো?

কলি। সেখানকার রাজানী গিয়া রাজার মহিষীর গর্ত্তে এক সন্তান উৎপত্তি কোরতে হবে।

অধ। কেন সেকন্কার রাজা কি তোমারে আপন মহিষীতে সন্তান উৎপত্তি কোরতে নেমন্তন্ন কোরেছে?

কলি। তারে নিমন্ত্রণ কোরতে হবে কেন? আমরাই নিজে নিমন্ত্রিত হবো।

অধ। সে কি? তার মহিষীকে দেখে বুঝি তোমার লোভ হয়েছে?

কলি। লোভ আর হয় নাই, ক্ষোভ নিবারণ কোরতে পারলে বাঁচি।

অধ। ওহে! তারই নাম তাই।

কলি। না সখা! সে ক্ষোভ নয়, এখন সে দেশে যে সকল ব্রাহ্মণ সজ্জন বাস কোরতেছে তাদের ধর্ম নাশ না হোলো আমার পক্ষে বড় শুভ হবেনা, তাতেই সেখানকার রাজার মহিষীর গর্ভে সন্তান উৎপত্তি কোরে তার দ্বারা সেই ক্ষোভ নিবারণ কোরবো।

অধ। তোমার মনে যে এত আছে তা আমি কি কোরে জানবো, তবে চলনা শীঘ্র সেকেনে যাওয়া যাক্।

কলি। .. হাঁ তার কি আর বিলম্ব আছে? (ইহা বলিয়া উভয়ে বঙ্গরাজ্য প্রস্থান করত বিক্রম পুরের রাজধানী আসিয়া অদর্শকে আশ্রয় করত আদিশূর রাজার বেশ ধরিয়া তাহার অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইলেন)।

রাণী। (কপট রাজবেশধারি কলিকে দৃষ্ট করিয়া ব্যস্ত সমস্তরূপে গাত্রোত্থান করত স্মিত পূর্বক) উঃ আজ যে বড় আমার সৌভাগ্য দেখতেছি, একি আজ্ অসময়ে তাঁদের উদয় কেন?

কলি। প্রিয়ে! তোমার সৌভাগ্যের অভাব আবার কখন তাতে জানিনে ॥

রাণী। বটে, তবু আজ্‌কের মতন সৌভাগ্য তো দেখা যায় নাই।

কলি। প্রিয়ে! আজ রাজসভাতে বোসে থাকতে তোমাকে মনে হোয়ে যেন প্রাণটা কি কোন্‌র উঠলো, তাতেই বলি সকালে যাই।

রাণী । উঃ যে কথা নয় ! আপনকার বুঝি আর কারে মনে হোয়েছিল, তাকে না পেয়ে বোধ করি আপনি দুদের তৃষ্ণা ঘোলে ভাঙতে এসেছেন ।

কলি । সে কি আমার আবার আর কে, আছে ?

রাণী । বলা যায় কি ? আপনকার অভাব কিশের ?

কলি । নাও তোমার ওসব কথাতে আর কাষ নাই, চলএ এখন ঘরের মধ্যে যাই (ইহা বলিয়া রাণীর হস্ত ধারণ পূর্বক গৃহ মধ্যে প্রবেশ করত নানা কৌতুকালোপের সহিত পালঙ্কোপরি অনঙ্গ ক্রীড়ারস্ত করিল) ।

রাজা । ( তাঁহাদিগের অনঙ্গক্রীড়া ভঙ্গ না হইতেই মহিষী গৃহে আগমন পুরঃসর দ্বার রুদ্ধ দেখিয়া ) একি ! আজ যে বড় সকাল সকালই দোর বন্ধ হোয়েছে ! ( ইহা কহিয়া অল্পঃ কপে দ্বারে আঘাত করিতে লাগিলেন ) ।

রাণী । ( কপট রাজবেশধারি কলির সহিত কন্দর্প ক্রীড়ায় নিমগ্না থাকিয়া মনেঃ করিলেন ) যা মোলো ! এ আবার কি উপসর্গ ! এমন সময়ে দোরে যা মারে কে ? মহারাজ শুলেতো কি মনে কোরবেন ? ( ইহা ভাবিয়া প্রকাশ্যে ) কে.ও ? এত রাত্রে দোরে যা মারেতেছে ?

রাজা । তোমার দোরে যে নিতি যা মারে সেই ।

রাণী । ( মনেঃ ) আ মোলো ! এডেকরা কে রে, এষে রাজার কাছে আমাকে কলঙ্কিনী কোরবার যো তুলেছে ( ইহা ভাবিয়া ) আ মর, তুই কে ? তা বল না কেন ? এত রাত্রে অন্ধরে কেন মোরতে এলি ?

রাজা । ( হাস্য করত ) প্রিয়ে একবার দোর খুলেই দেখ না কেন, কে তোমার দোরে এসেছে ।

রাণী। মর ডেকরা, বলে কি? কে তোর সাত পুরুষের প্রিয়ে?

রাজা। ( মনে২ ) এ বুঝি অত্যন্ত নিদ্রাবেশেই একপলম জোন্মে থাকবে ( ইহা ভাবিয়া প্রকাশ্যে ) দূর মাগি! বলে কি? ও কি বোলতে আছে? এখন ওঠ না, চোকে জল দাও, আর এমন কোরে কতক্ষণ দৌরে ডাঁরিয়ে থাকবে?

রাণী। আ মর, তুই যে বোল্লে শুনিস্নে, তোর বুঝি মোরতে দিন লেগেছে বটে? যখন দরওয়ানেরা এসে কচ্ছ কোরে তোর মাথাটা কেটে ফেলবে, তখনি তুই টের পাবি।

রাজা। রাণি! তুমি কি পাগলি হোলে? আমিই যে তোমার রাজা, অমাকে কি দরওয়ানেরা কাটতে পারে?

রাণী। আ মর, তোর যত বড় মুখ নয় ততবড় কথা! মহারাজা যে ঘরে রোয়েছেন সেটা বুঝি তুমি টের পাও নাই বটে?

রাজা। ( মনে২ ) এ বলেই কি? ঘরে আবার মহারাজা কে থাকলে? ( ইহা ভাবিয়া বিবেচনা করিলেন বুঝি রাণী আজ্ কোন মাদক দ্রব্য পান কোরে থাকবে, ( প্রকাশ্যে ) ওকি আজ্ বুঝি তুমি কোন নেশা মেশা কোরেছ বটে?

রাণী। মর মুন্সে তোরতো কথা গুলো বড় চেটালো২ দেখতেছি, আমি কি চহারের মেয়ে তাই নেশা কোরব, দেখুবি কেমন নেশা কোরেছি ( ইহা বলিয়া দ্বারের কবাট মুক্ত করিয়া সম্মুখে রাজাকে দেখিবামাত্র মনে২ )

আ মোলো রাজার মতন এ আবার কে? ভারিতো জঞ্জাল বটে, আঃ ঘরে এক রাজা বাইরে এক রাজা সে কেমন হোলো?

রাজা। (কবাট মোচন মাত্র গৃহ প্রবেশ করিয়া ক্ল-  
ত্রিম নিজ বেশধারি কলিকে দৃষ্ট করত বিস্ময় পাইয়া  
মনেঃ) ওমা! কি সর্বনাশ! রাণী যা বোল্লে তাই যে  
সত্য হোলো, ওরে দেখে যে আমার বুদ্ধি শুদ্ধ সকলই  
গেল এখন ও আমি কি, আমিই ও, ইহা চেনা করা  
ভার হলো, (কিঞ্চিৎকাল বেবেচনা করিয়া) না, আমিই  
তো আমি, ও কেন আমি হব, ভাল ওরে জিজ্ঞাসা কোরে  
দেখি ঐ বা কি বলে? (ইহা ভাবিয়া) ও খাটে বস।  
আমি! তুই আনার ঘরে কেন রে?

কলি। (রাজার ভাব দেখিয়া হাস্য করত কৌতুকে)  
কেন ডাঁরিয়ে থাক! আমি! আমি আপন ঘরে আছি তা  
তোর কি রে! (ইহা বলিয়া পুনশ্চ) মহারাজ! বিস্ময়  
ত্যাগ কর, আমি ব্রহ্মপুত্র নদ, তোমার মহিষীর আ-  
শ্চর্য্য রূপ লাভণ্য দর্শনে মুগ্ধ হইয়া তোমার বেশে  
তোমার মহিষীতে উপগত হইয়াছি ভয় নাই, তোমার  
এই মহিষীর গর্ত্তে আমার ঔরসে তোমার যে পুত্র  
জন্মিবে তার যশে তুমিও যশস্বী হবে সন্দেহ নাই (ইহা  
কহিয়া তৎক্ষণাৎ গৃহমধ্যেই অন্তর্হিত হইলেন)

রাজা। (শ্রুত মাত্র চমৎকৃত হওত কাহারও কোন  
দোষ গ্রহণ না করিয়া তদবধি পত্নীর পুত্র প্রসব প্রতী  
ক্ষায় থাকিলেন)।

রাণী। (দশমাস গতে শুভক্ষণে সর্ব সুলক্ষণাঙ্ঘিত

সন্তান প্রসব করিলে রাজা তাঁহার নাম বল্লাল রাখিলেন)।

বল্লাল। (মাতৃক্রোড় ভূষিত করিয়াবধি ক্রমশঃ বয়ো বৃদ্ধি সহকারে নানাবিধ বিদ্যা বৃদ্ধি লাভ করিতে লাগিলেন)।

রাজা। (বল্লালকে বয়ঃ প্রাপ্ত ও কৃতবিদ্য দেখিয়া তৎপ্রতি রাজ্য ভার সমর্পণ করত গম্ভাতীরে কলেবর পরিবর্তন করিলেন)।

বল্লাল। (রাজ্যপ্রাপ্তির পর স্ববিচার সন্যাসাদি দ্বারা প্রজাগণের নিরুট প্রতিষ্ঠা ভাজন হওত কলির অভিপ্রায়ানুসারে গোড়দেশস্থ সমস্ত ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য প্রভৃতির কোলিন্য মর্যাদা স্থাপন করিলেন ॥ ব্রাহ্মণেরা তদ্বারা রাঢ়ীয় বারেন্দ্র রূপে বিভিন্ন হইয়া আপন২ কুল মান রক্ষায় তদবধি তৎপর রহিলেন)।

ন্যেপথ্যে। বেটা বেলেঁক বেটা ষণ্ডানার্ক।

সভ্যগণ। চুপ্ কর তো২ কে কিশের গোলমাল কোরতেছে শোণাধাক।

কুশীলব। মশয়রা ব্যস্ত হবেন না, ও অন্য কোন গোলমাল নয়, বৃদ্ধি কুলাচার্য্যেরা পরস্পর কলহ কোরতে২ এখানে আস্তেছে।

সভ্যগণ। (নটের বাক্যে স্থির হইলে কপটলোচন আর নিখাপরায়ণ নামক দুই জন কুলচার্য্য পরস্পর বাক্যুদ্ধ করত নাট্যশালা প্রবেশ করিলেন।

কপট। (কোন সভ্যকে দৃষ্ট করত দ্বিজাসা করিল) মশয়ের নাম?

সভ্য । আমার নাম শ্রীকালীকুমার দেবশর্মা, আমার পিতার নাম, ঠাকুর শিবরাম দেবশর্মা, আমরা সাগরদে বন্দীঘাট ভগীরথ বাঁড়ুরির সন্তান ।

কপট । নমস্কার মশয় নমস্কার, আপনি অতিবড় প্রধান লোকের সন্তান, কুলের চূড়া, আপনিই মশয় আমাদের এই কথার মীমাংসা করুন দেখি, মশয় এই দেখুন এরে যে আমার সঙ্গে দেখতেছেন এর নাম, মিথ্যা-পরায়ণ, এ বেটা বলে আমি সিংহসন্তান কুলাচার্য্য, এর বুদ্ধিতে মশয় লেজ কাটা সিংহির মতন, ওতে আমাতে মশয় একটাই ঘটকালি কোরতে গেচিলাম, কিন্তু মশয় ওষেন কিছুদিন আগে গেচিল বটে, ফল্গুন মশয় আপনিতো অতি বিশিষ্ট সন্তান তার সন্দেহ নাই বোল্লে আপনি সকলই বুঝতে পারেন, বলুনতো মশয় যে ব্যক্তি চাঁদি চালাতে পারেনা, সে ব্যক্তি যদি কোন জাগায় মেকি চালাতে যায়, তবে তার কি হয়? এ ব্যক্তি মশয় এক অতিবড় মহারথি নৈকোষোর বাড়ীতে ( মশয় তার নাম কোরব না ) একটা তিন পুরুষের পাত্র নিয়ে চালাতে গেচিল, শেষে মশয় তারা তা জানতে পেরে এর যা কোরবার তা কোরতে প্রস্তুত ছিল, ভাগ্যে আমি সেকেনে গেচিলাম সেই তো মশয় কত বোল্লে কোয়ে যেন সেই বরেই তার সেই মেয়ের বে দিলাম, তবে তো উনি বাঁচলেন, মশয় তাতেই যে কিঞ্চিৎ আমাদের পাওয়া হয়েছে; ও বেটা বলে আমি তার বারো আনা অংশ লব, আমি বলি তা কেন তোমাতে আমাতে অর্দ্ধেক করিয়া লই, ওবেটা তা না মেনে আমার সঙ্গে

মশয় মিছামিছি বকুড়া কোরতেছে, এখন মশয় বলুন মশয়ের বিচারে কি হয়?

সভ্য। তাই লউন মশয়রা উভয়ে সমান অংশ কোরেই লউন, অল্পের নিমিত্ত আর কেন মিছা মিছি পরস্পর বকুড়া করেন?

কপট। নে এখন! ভদ্রলোকের মুখে কি কোরবি তা কর?

মিথ্যা। বাঁদুজ্জৈ মশয় উনি অতি বিশিষ্টমন্তান আমাদের শিরোধার্য্য উঁয়ার কথাটা আমাদিগে রাখতেই হয়। আচ্ছা আমি যা পাব তা আমাকে ফিরে দাও (ইহা বলিয়া কপটলোচনের নিকট হইতে আপন অর্দ্ধেক অংশ লইল)।

কপট। এই তো ভাই তুই আপনার অংশ বুঝে পেলি, এখন তো তোর রাগ রোষ সব মিটল?

মিথ্যা। হাঁ ভাই আর আমার রাগ রোষ কি?

কপট। দেখ ভাই যদি তোমার রাগ রোষ মিটে থাকে তবে চল দুজনে গিয়ে সেই শিবনাথ মুখুজ্জৈর মেয়ের একটা পাত্র তল্লাস কোরে আসি, ঘটাতে পারলে যা পাব, তা এমনি কোরে দুভেয়ে বেঁটে লব।

মিথ্যা। আচ্ছা ভাই তবে চল (ইহা বলিয়া উভয়ে যাত্রা করত বিল্লপুষ্করিণী গ্রামে উপস্থিত হইয়া কোন ব্রাহ্মণের প্রতি) মশয়! এ গ্রামে অকৃতদার কোন নৈকোষ্য পাত্র আছে?

ব্রাহ্মণ। থাকুন মশয় মনে করি, (কিঞ্চিৎ ভাবিয়া) কোই মশয়! এ গাঁতে অকৃতদার নৈকোষ্য পাত্র কে

আছে? ( কণেক বিলম্বে ) ওহো! আছে বটে, মশয়রা জানবেন শিবচন্দ্র বাঁড়ুরির বাড়ীর কাছে বাম ঠাকুরগণ বোলে যে একটি স্ত্রীলোক থাকে তারই সন্তানটি অকুত-দার নৈকোষ্য বটে।

কপট। মশয়! তার পিতার নাম কি?

ব্রাহ্মণ। সেটা মশয় বড় মনে হয় না।

কপট। ভাল তার বয়েস কত তা জানেন?

ব্রাহ্মণ। হাঁ সে বুঝি আট নয় বৎসরের হোতে পারে।

কপট। ভাই মিথ্যাপরায়ণ! তবে হোয়েছে চল ( ইহা বলিয়া উভয়ে বামা ঠাকুরাণীর বাটি তত্ত্ব করত তাহার বহির্দ্বারে গিয়া ) বাড়ীতে কে আছে গো আমরা কুল-চার্য্য।

বামা। ( মনে২ ) মরুক্ ছাই কোথা থেকে আবার আপদরা যুটল? দেখা হোলেই হাতে বোলবে কিছু দাও ( ইহা ভাবিয়া ঘরে হইতে ) এরা কে কোথা গ্যাছে গো, বাড়ীতে কেউ নেই।

কপট। তুমি কে বট? এরা কে কোথা গেল একবার ডেকে দাও ন', বলোগে তোমার পুত্রটির বের সম্বন্ধ কোরতে ঘটক এসেছে।

বামা। ( পুত্রের বিবাহের সম্বন্ধের কথা শুনিয়া ) তবে মশয়রা ওকেনে চণ্ডিমণ্ডপে বসুন, তিনি কোথা গ্যাছেন আমি দেখি।

কপট। আচ্ছা বাছা আচ্ছা।

বামা। ( কিঞ্চিৎ বিলম্বে ঘরে হইতে রাহির হইয়া ) কোই কে বটেন মশয়রা? কি মনে কোরে এসেছেন?

কপট। কেবট বাছা তোমার নামটি কি গা?

বামা। আজ্ঞা মশয় আমার নাম বামাসুন্দরী।

কপট। তোমার নাকি একটি অক্লুতদার পুত্র আছে?

বামা। আজ্ঞা মশয়দের আশীর্বাদে একটি ভিক্ষের  
ভাঁড় আছে বটে।

কপট। তার কি কোনখানে বের সম্বন্ধ টম্বন্ধ কো-  
রেছ?

বামা। না মশয়! ছেলেই আগে বাঁচুক তবে তার  
বের সম্বন্ধ করা যাবে।

কপট। তোমার ছেলেটির নাম কি তার বয়স কত?

বামা। আজ্ঞা মশয় তার নাম চণ্ডীচরণ, সে এই ষে-  
টের আশীর্বাদে বুঝি আট কি নয় বছরের হোলো।

কপট। তুমি কি সে ছেলেটির বে এখন দেবা?

বামা। হাঁ মশয় মনের মতন হোলো কি আর না দেই।

কপট। কোই তোমার সে ছেলেটিকে ডাক দেখি।

বামা। আজ্ঞা কোথা গ্যাছে ডাকি? (ইহা বলিয়া  
তথাইহিতে বাঁহর হইয়া পাড়ায় অন্বেষণ করত দেখিতে  
পাইয়া) ওরে বাবা চণ্ডীচরণ একবার বাড়ী আয় না  
সকল দিনই কি গুলিডাঁড়া খেলতে হয়, দেখসে না,  
বাড়ীতে মানুষ এসেছে।

চণ্ডী। ওঃ মানুষ এসেছে, আসুক, তুই যা আমি  
এখন যেতে পারিনে।

বামা। আ-গেলো ছেলে, এত খেলেও কি তোর  
আর্তি মেটে না? এখন আয় একবার বাড়ী আর, হেদে  
তোকে বর দেখতে এসেছে দেখসে।

চণ্ডী । ( বরদেখার নাম শুনিয়া ) হে মা বরদেখা  
ফি মা ?

বামা । ওরে বাছা ! তোরা বে হবে তাই দেখতে  
এসেছে ।

চণ্ডী । দূর নাগি, আমার বে কাষ কি তোরি বে হোক ।

বামা । দূর পাগল ! মাকে কি ওকথা বোলতে আছে ?

চণ্ডী । কেন মা ওকথা বোলতে নাই কেনগ ?

বামা । না বাছা ও কথা মাকে বোলতে হয় না ।

চণ্ডী । হে মা বে তবে কি তা বল মা ?

বামা । অরে বাছা বৌমা আসার নাম বে ।

চণ্ডী । হে মা বৌমা এলে তুই কোথা যাবি বল মা ?

বামা । দূর পাগল ! তোরা বৌমা নয় সে আমার  
বৌমা ।

চণ্ডী । হোক তা সে এসে কি কোরবে মা ।

বামা । সে এসে বাড়ীর কাষ কর্ম্ম কোরবে, হেদে  
তোরা কাছে শোবে, এই সকল কোরবে আর কি ?

চণ্ডী । আমার কাছে শোবে কেন মা ?

বামা । অরে তোরা কাছে শুলে তার ছেলে পিলে  
হবে, তাতেই শোবে ।

চণ্ডী । হা মা তবে আমার কাছে শুলে তোরা কেন  
ছেলে হয় না মা ?

বামা । দূর পাগল ! ওকথা কি বোলতে হয় ?

চণ্ডী । বোলতে কেন হয় না মা ?

বামা । এত আমি তোরা সঙ্গে বোক্তে নারি, এখন

আস্বিতো। আর, তোর অপিক্ষে বাড়ীতে মানুষ বোসে আছে।

চণ্ডী। তবে চল মা যাই ( ইহা বলিয়া মাতার পশ্চাতে২ অন্তঃপুরের দ্বার দিয়া বাটী প্রবেশ করিলে মাতা আর্দ্র বস্ত্র দ্বারা তাহার গাত্র মার্জন করত কক্ষণে একটি খদিরের টিপ দিয়া এক খানি পরিষ্কৃত ধূতি ও পরিষ্কৃত উড়নী পরাইয়া আপন সঙ্গে করিয়া ঘটক দিগের নিকট গমন পুরঃসর )।

বামা। বাবা চণ্ডীচরণ! ঘটক মশয়দিগে প্রণাম কর।

চণ্ডী। "(প্রণামের নাম শুনিয়া কি করিবেন তাহা ভাবিতে লাগিলেন)।

বামা। (ভূমিতে হস্তাঘাত পুরঃসর) ওরে বাপুলজ্জা কি একেনে মাথা নোওয়া না।

কপট। আর মাথা নোওয়ায়ে প্রণাম কোরতে হবে না, ঐ হয়েছে। এখন বোসোহে বাপু বোসো, তোমার নাম কি বল দেখি?

চণ্ডী। (মাতৃ উপদেশ মতে প্রণাম করিয়া কুলাচা-র্যাদিগের নিকট উপবেশন পূর্বক) কেন? আমার নাম চণ্ডীচরণ।

কপট। ভাল কোরে বলহে বাপু?

মিথ্যা। ঐ হয়েছে ছেলে মানুষ আর ভাল কোরে কি বোলবে?

কপট। আচ্ছা তোমার বাপের নাম কি?

চণ্ডী । ( বাপের নাম জিজ্ঞাসা শুনিয়াই একবারে অবাক ) ।

বামা । ( কাণে ) রামেশ্বরের বোনাইয়ের নাম তো জানিস্ তাই বলনা কেন ?

চণ্ডী । কেন আমার বাপের নাম ? রামেশ্বরের বোনাই ?

মিথ্যা । ( হাস্য করত কপটলোচনের প্রতি ) ভাল তো ভাই তোমার কারখানা, ও কুলীনের ছেলে, ও কি কখন আপনার বাপকে দেখেছে, যে তোমার কাছে তার নাম বোলবে ? তুমি এখন ও কথা ছেড়ে দে আর কিছু সোদাতে হয়তো সোদাও ।

বামা । বেশ বোলেছেন মশায় ! ও তার এত কি জানে ?

কপট । ওহে বাপু চণ্ডীচরণ ! তুমি লেখা পড়া কিছু কর কি না ?

চণ্ডী । হঁ তা করি বৈ কি ?

কপট । কি লেখা পড়া কর বল দেখি ?

চণ্ডী । কেন আমি পাতে দাগা বুলুই ।

মিথ্যা । ( কপটের প্রতি ) আঃ তুমিতো ভাই বড় ছলাতে লাগলে, কুলীনের ছেলে আবার কে কোথা লেখা পড়া করে ? বোধ হয় এখনকার কুলীনদের লক্ষণই তুমি ভুলে গেছ, তবে বলি তা আমার ঠাই শোণ ।

পয়ার ।

কলি অনুকূল হয়ে করিল কুলীন ।  
 সংসারে তেমন কোথা কে আছে কুলীন ॥  
 জাতির যেমন হোক কুলে বড় আঁটি ।  
 শস্রাহীন আশ্রিতক যেন সার আঁটি ॥  
 কুল অভিমানে পদ না পড়ে ধরাতে ।  
 সজ্জন সম্ব্যায় কিন্তু না পড়ে ধরাতে ॥  
 বুদ্ধিতে বলদ বিদ্যাভ্যাসে সিদ্ধিফলা ।  
 অলগ্ন লভাতে কে দেখেছে সিদ্ধিফলা ।  
 শ্রীবিষ্ণু বলিতে কষ্ট তুষ্ট ভোজ ভাতে ।  
 করেন বার্তা কু দক্ষ নিত্য পরভাতে ॥  
 খাইতে উৎসুক বড় ভাৰ্য্যা উপার্জন ।  
 নির্লজ্জ নির্ধন নারী ত্যজয়ে দুর্জ্জন ॥  
 রাজকর হেতু যদি ধরে জমীদারে ।  
 দারলাগি তখনি ভ্রমেন্ দ্বারে দ্বারে ॥  
 বিবাহ সম্বন্ধে হয় আনন্দ বিশেষ ।  
 দুহিতা জন্মিলে পরে দুঃখ বহু শেষ ॥  
 অধিক শৌভাগ্য এই উল্লাসজনক ।  
 বিনাশ্রমে হোতে হয় পুত্রের জনক ॥  
 অকুলীন দ্বিজ অন্নে আছয়ে বিচার ।  
 দোষ নাই যদি জায়া করে ব্যভিচার ॥  
 অশিষ্ট অপর কেবা তাসবা সমান ।  
 বিশিষ্ট সন্তান বলি তথাপি সমান ॥  
 পিতা পুত্রে অনেকের নাহি পরিচয় ।

কুন্দীনীর ছেলে বোলে তবু গর্ষচয় ॥

বিবাহের কালে গোত্র সূধায়ে না পাই।

বিশিষ্টের শিষ্টতা না দেখি একপাই।

বলিলাম কুন্দীনীর সংক্ষেপ লক্ষণ।

বিশেষিয়া দেখিলে জানিবে বিলক্ষণ ॥

কপট। হাঁ যা বোলে ভাই তা সব সত্যই বটে।

মিথ্যা। তবে আর এত খোজ বাজে কায় কি? এখন পণপণ কত কি হবে তা জিজ্ঞাসা কর।

কপট। হে গা বাছা! তুমি এই পুত্রটির সমীপরে বে দিতে হোলো পণপণ কি লবে তা বল দেখি?

বান্না। মশর! সমীপরের পণপণ তো বাঁপাই আছে তাতো আপনকারদের না জানা নাই, তার নিমিত্তে কেন মশরদের ঘরে অধিক বোলতে হবে? তবে আমার ইচ্ছা কি, কন্যেটি দেখবার শোণবার ভাল হয়, তার না বাপ থাকে, হোলো সাপ সম্মান করে, আমার তো এ রাঁড়ের ছেলো এরে লালন পালন করে এই আমি চাই।

কপট। বাছা! আমরা যে কন্যের কথা কোচ্ছি তার দেখবার শুন্বার কথা আর কিছু বোলতে হবে না, তার মতন স্ত্রী মেয়ে আমরা আর কখন দেখিনেই বোলেই হয়। কন্যার যে আমার না আছে যে তোমার বেয়ান হোচ্ছে সে বেন আবার পরী বিশেষ। হেদেখ বাছা তার মতন সাধালো মেয়ে প্রায় দেখা যায় না, তা প্রজাপতির ভবিষ্যতায় ঘোটলেই জানতে পারবে, এখন আর সে কথা বোলে কি কোরব।

বামা। হে গা মণর! কন্যেটি কোন গাঁর গা? তার কি বাপ আছে?

কপট। বাছ! কন্যেটির বাপের বাড়ীতো বঙ্গদেশে। এখন সুখসাগরে নাতুলের বাড়ীতেই থাকে, তার বাপ আছে নাতো কি সে আপনি হোয়েছে? তবে কুলীনের মেয়ের বাপ থাকানা থাকা সমান, তাতে তুমি জান্ছই! কিন্তু তার মাতানহের অনেক বিষয় আশয় ছেল, তা সেই কন্যের মা পেয়েছে তারও আর ঐ কন্যেটি বৈ. পুত্র কন্যা কিছুই নাই, তার ইচ্ছা যে সে আপনার সেই কন্যেটির বেদে আপনার ঘরে রেখে সকল বিষয় আশয় তাকেই দেয়।

বামা। হেগা! আমার সে হবু বেয়ান্টির বয়েস্ কত গা?

কপট। ( মিথ্যাপরায়ণকে সম্বোধন করত ) কেমন হে ভাই কন্যার মার বয়েস্ হদ্দ সাতাইস কি আটাইস বৎসরই বা হবে।

মিথ্যা। তা বৈ কি? এর চেয়ে আর জেয়াদা হবে না, বরং কিছুকন্ কন্ই দেখার।

বামা। তবে তো অতি কাঁচা বয়েস্। হেগা তবে তার মেয়েটির বয়েস্ কত হবে?

কপট। ( মনে২ ) মেয়ের বয়েস্ তো ষোল বৎসরের কম নয় কিন্তু এরে তা বলা হবে না ( ইহা ভাবিয়া প্রকাশে ) তার বয়েস্ কোথা হদ্দ বারো তেরো বৎসরেরই হোতে পারে, কিন্তু একটু ডাগোর ডোগোর হয়েছে তাতেই যেন ষোল মতেরো বৎসরের মতন

দেখায়, শুনেছি সে তার মার অল্প রয়েসেই জোন্মেছে ।

বামা । তা না হোলে হবে কেন ? কিন্তু মশায় আমার এই দুদের ছেলের সঙ্গে অতো বড় মেয়ের বে হওয়া কি সাজস্তু হবে ?

কপট । সে কি বাছা ! কুলীনের ঘরে আর কত সাজস্তু হোয়ে থাকে ?

বামা । তা বটে মশায় তা বটে ।

কপট । বাছা ! এখন তোমার মন কি তা বল ?

বামা । আমার তো সম্পূর্ণই মন বটে, সে আবার আমার রাঁড়ের ছেলেকে পছন্দ করে তবে তো হয় ?

কপট । কেন তোমার ছেলেতো দেখার মন্দ নয় ? তবে লেখাপড়ায় যে একটু কন সম তা বড়ো হোলেই মারবে, তার পছন্দ হওয়ার কোন চিন্তা তোমাকে কোরতে হবে না, সে তার আমাদের, তুমি এখন কোরবা কি না কোরবা তা বল ।

বামা । সে কোরলে আমি অবশ্যই কোরব তার সন্দেহ কি ?

কপট । তবে তোমার সঙ্গে এই কথা থাকলো, যে, যখন আমরা দিন স্থির কোরে লোক পাঠাব তেকনি যেন এক জন নাপিত এক জন পুরোহিত সঙ্গে তোমার বেটাকে, পাঠায়ে দিও, পণাপণ যা পেয়ে থাক তাই দেওয়ার তার ভাবনা কি ?

বামা । আচ্ছা মশায় ! আপনকারা যা বোলবেন তাই কোরব ।

কপট । তবে আমরা আজকের মতন আসি, বেলা

অধিক হোয়েছে কিছু তৈল সন্দেশ আমাদের ঘরে এনে দাও ।

বামা । এবেলা থাকলেই হোতো, নিতান্ত না থাকেন তবে তৈল সন্দেশ এনে দিচ্ছি ( ইহা বলিয়া বাটির মধ্যে গিয়া একটা পাত্রে করিয়া কিঞ্চিৎ তৈল আর কিঞ্চিৎ পাঠালি আনিয়া দিলেন ) ।

কপট । আচ্ছা তবে আমরা আজকের মতন বাচ্ছি, বোধ করি দুই চারি দিনের মধ্যে যা হয় তার নিশ্চয় সম্বাদ পাবা, কিন্তু যেন বাছা কথার তফাৎ না হয় ( ইহা বলিয়া সেদিন তথাইহিতে প্রস্থান করত দ্বিতীয় দিনে সুখসাগর গ্রামে রমানাথ চট্টোপাধ্যায়ের ভগ্নীপতি শিবনাথ নুখোপাধ্যায়ের পত্নীর বাটি গিয়া তাহার নাম করত ) ওগো পদ্মমুখি ! বাড়ী আছগা ?

পদ্ম । কে বট গো এই যে বাড়ীতে আছি ।

কপট । ওগো আমরা কুলাচার্য্য, তোমার মেয়ে মধুবতীর যে পাত্র তল্লাস কোরতে বোলেছিলে তাই স্থির কোরে তোমাকে বোলতে এসেছি ?

পদ্ম । আসুন বসুন ( ইহা কহিয়া বসিতে আসনাদি প্রদান করত ) হে মশয় ! তবে কি আমার মেয়ের পাত্র তল্লাস করা হোয়েছে ?

কপট । তল্লাস করা কি বাছা এক প্রকার স্থির কোরেই এসেছি ।

পদ্ম । হেগা কোন গাঁয়গা ! পাত্রটিতো ভাল বটে ।

কপট । বাছা অনেক তল্লাস কোরে শেষে বিল্-পুষ্করিণীতে একটি পাত্র পেয়েছি, বাছা তা বেস্

হোয়েছে যেমন তোমার মধুবতী স্নন্দরী তেমনি পাত্রটিও কার্তিক বিশেষ হোয়েছে কিন্তু বাপু একটু লেখা পড়ায় কম আছে, তা হোক ক্রমে ভাল হবে তার সন্দেহ নাই।

পদ্ম। হেগা পাত্রটির বয়েস্ কত গা! তার কি মা বাপ কেও আছে?

কপট। বয়েস্ তোমার মেয়ের চেয়ে অল্প স্বল্পই বড় হবে, তার বাপ নাই বাছা! মা আছে।

পদ্ম। মরুক বাপ না থাকুক, কুলীনের বাপ থাকলেই কি আর না থাকলেই কি! তবে হেগা আমার মধুবতীকে তো বর সাজন্তু হবে? আমার মধুবতী বেটের কোলে এখন যোল বছরের হোলো, আবার বরও যদি সেই বয়েসের হয় তবে তো অসাজন্তু হবেনা গা?

কপট। বাছা সেটা কি হয় বড় বোলতে পারি না। হেগা বাছা সাজন্তু অসাজন্তু বিবেচনা কোরলে কি কুলীনের ঘরে চলে?

পদ্ম। আচ্ছা মশয়! যা হবে তাই হোক কোনরূপে দায় খালাসতো হবে?

কপট। হাঁ তার কি আর কথা আছে? দায় খালাস কি বাছা দেখবে সে উত্তমই হবে।

পদ্ম। মশয়! তবে একটা দিন স্থির কোরে বলুন বের তো আবার খরচ পত্র চাই?

কপট। খরচ পত্র আর অধিক কি হবে কেবল তারে সর্বসারা ৫১ টাকা পণ দিলেই হবে, আর আমাদিগে তুমি, যা দাও।

পদ্ম। তবে আর বিলম্ব কোরে কি কোরবেন শিষ্মি? একটি দিন দেখে পাত্র আস্তে লোক পাঠাউন।

কপট। বাছা শিষ্মি! যদি বোলে তবে আজ হোলে। মাসের পাঁচই আজকাল পোরণ এই তিনটে দিন বাদ আটাই তারিখে একটি দিব্যি দিন আছে, ইচ্ছা হয় তো সেই দিনেই শুভকর্ম সমাধা কর।

পদ্ম। আচ্ছা মশায়! বড়ই ভাল, তবে পাত্র আস্তে আজকেই এক জন লোক পাঠিয়ে দিউন।

কপট। ভাল তবে আমি পত্র লিখে দিচ্ছি, তুমি এক জন লোকের স্থির কর।

পদ্ম। লোক আমার স্থির আছে আপনি পত্র লিখে দিউন।

কপট। আচ্ছা তবে পত্র লিখি (ইহা বলিয়া দোওয়া-ইৎ কলম কাগজ আনিয়া এক খানি পত্র লিখিয়া দিলেন)।

পদ্ম। তবে এই পত্র লোক দিয়া পাঠানো যাক (ইহা কহিয়া এক জন লোক দ্বারা বিলপুষ্করিণীতে পত্র পাঠাইলেন)।

পত্রবাহক। পত্র লইয়া গিয়া দুই দিনের মধ্যে পাত্র আনিয়ন করত পুনরায় ফিরিয়া আইল।

পদ্ম। (পাত্র দেখিয়া আচ্ছাদিত হওত নির্দিষ্ট দিবস রাত্রিতে যথা বিধি কন্যা সমর্পণ করিয়া বাসর ঘরে পাত্র কন্যা উভয়কে লইলেন।)

বাসরস্থা নারীগণ। (পাত্র দেখিয়া) আহা! পাত্র-টিতো বড় সোন্দর বটে, না হবে কেন? যার যেমন মন

তার তেমন হয় । (পরস্পার সকলে) ।

রামী । ওমা ! পাত্রটি দেখতে ভালো হৈলো কি হবে এ যে, এ মেয়েকে সাজন্ত হয় নেই !

হিরা । না হবে কেন বোন্ ? কুলীনের ঘরে আর কত সাজন্ত হয় ?

তার। । মর নাগিরা, ও কথায় কায কি, ও যা হবার তাই হোয়েছে, এখন তোরা আয় একবার বরের সঙ্গে দুটো কথা কইগে । (ইহা বলিয়া সকলে বরের চারি দিগে বসিয়া) ।

মালতী । ও বর ! একবার মুখ তোল দেখিনু, তোমার মুখ খান্ কেমন তা দেখি ।

চাঁপা । আমার ছুঁড়ি, তুই বরের মুখ আবার কি দেখবি ? মুখেতো কেবল দুটো চোক্ষ একটা নাক দুটো কাণ এইসব আছে, তা আবার তুই দেখে কি কোরবি ? তুই ওর মধ্যে, কিছু নিবি না কি ?

মালতী । নেব নাতো কি অমনি ? আমার যে ওর দুটো কাণে কায আছে, তাই নিতেই তো আমি এসেছি বর । উঃ উনি আবার আমার কাণ নেবেন ! আমার মোটে দুটি কাণ, তা নিলে যে, মা আমাকে বোকবে ।

চাঁপা । (সকলের সহিত হিহিগগে হাস্য করত) তাইতো বটে বর ! তুমি ওদিগে তা দেবে কেন ? তোমারতো মোটে দুটি বই আর কাণ নাই ?

মালতী । না বর ! তোমার ভয় কি ? তোমার কাণ আমরা কেন নেব ? কিন্তু ভাই তোমাকে একটি কথা দ্বিজ্ঞাসা কোরলে তাতো তুমি বোলবে ?

বর। কি কথা ! বোলবনা কেন, বোলব বৈ কি ?

মালতী। আচ্ছা তবে বল দেখি, তুমি যে এই মেয়ে-  
টিকে বে কোরলে এর নিয়ে তুমি কি কোরবে ?

বর। কেন ? না বোলেচে ও আমার কাছে শোবে।

চাঁপা। আচ্ছা ও যদি তোমার কাছে শোয় তবে কি  
কোরবে ?

বর। কেন ? না বোলেছে আমার কাছে শুলে যে ওর  
ছেলে হবে।

মালতী। ছেলে হয় কি কোরে তা কি তুমি জান ?

বর। না, মা যে আমাকে আজ্ঞা তা শিকোয় নাই।

তারা। আ মর লো মালতি ! ও সব কথায় তোর এখন  
কাষ কি ? বর এখন গান্ টান কিছু কোরতে পারেন না  
পারেন তাই বরং মোখা।

মালতী। ও ! বটে, ও ভাই বর ! তুমি কিছু গান  
টান কোরতে পারো কি না ?

বর। না, ও সব কিছু জানি না।

চাঁপা। ঐ ! ও আবার কি ? তুমি গান টান কোরতে  
আবার জানবে না কেন ? সেই যে আমি শুনেছি।

বর। ( হাস্য করত ) কোই তুমি আবার আমার গান  
শুনলে কবে ?

চাঁপা। আচ্ছা তুমি সান্ত কোরে বল দেখি, তুমি  
কি গান জান না ?

বর। জানব না কেন, কিছু জানি, সে বড় ভাল  
হবে না।

মালতী । ভাই ! তুমি যেমন জানো তেননি গাও, তার  
আবার লজ্জা কি ?

বর । আচ্ছা তবে শোণ । ( ইহা বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে  
নেড়ার টপ্পা আরম্ভ করিলেন ।

( তাল ঠুঙ্গুরী ) ।

রাধার প্রেমের চাস্ করিতে আই ছিলী কেনে ।

ওরে কানা বাঁদ বাঁদালি কোন খানে ॥

কানারে ওরে ওদিনকানা ।

নারীগণ । ( গান শুনিবা মাত্র সকলেই হোহা স্বরে  
হাস্য করত ) বেশ২, ভাল গাচ্ছ২ ।

তারা । ভাই ! তোমার গানতো শোণা গেল, এখন  
তুমি কিছু খেলা টেলা জান কি না তা বল ?

বর । হাঁ জানি বৈ কি ? গুলি ডাঁড়া খেলতে জানি ।  
( ইহা শুনিয়া নারীগণ একবারে হাস্য করিয়া উঠিল )

মালতী । নে ভাই তোরা সব হাসিস্ কেন ? বর তো  
খেলা কোরতে উপস্থিত আছে এখন তোরা কেও পারি-  
স্তো খেল ।

চাঁপা । ভাই আমি ও খেলা খেলব কি আমার আর  
খুঁচিগাড়ির যুত্ নাই, যাঁর ভাই খুঁচি গাড়ির যুত্ আছে  
তিনি ভাই খেলুন ( এই কথা বলিতে২ সকলেই হাসি  
য়া গোল করিয়া উঠিল ) ।

হীরা । ( হাসিতে২ বাহিরে গিয়া ) ও ভাই ! তোরা সব  
হাসিস্ কি এদিকে যে সৃষ্টি উদয় হোয়েছে ।

নারীগণ। বলিস্ কি? এর মধ্যেই কি সূর্যিা উদয়  
হোলো।

হীরা। হেদে আমার কথা না মানিস্তো সবাই বাই-  
রে এসে দেখ্‌সে আয়।

নারীগণ। ( সকলে বাহিরে গিয়া ) ওমা ! বটেতো-  
চলং আর থাকায় কায নাই। ( ইহা বলিয়া সকলেই  
স্বস্ত গৃহে গমন করিল )।

পদ্ম। ( প্রাতে উঠিয়া বিবাহের ইতি কর্তব্যতা শেষ  
করিয়া নাপিত পুরোহিত কুলাচার্য্যগণকে বিদায়  
দিয়া, রাত্রে এক ঘরে কন্যা জামাতাকে একত্র শয়ন করা  
বার নিমিত্ত আল্লাদিত হইয়া স্বয়ং বিছানা করত অগ্রে  
তাহাতে জামাতাকে শয়ন করাইয়া ) ও বাছা মধুমতি !  
তুই আজ্‌কে আমার কাছে শুতে যাচ্ছিস্ কি? তোরে  
যে আজ্‌ জামাইয়ের কাছে শুতে হবে।

মধু। না, আমি ওর কাছে শোব না।

পদ্ম। দূর মেয়ে! ওর কাছে শুবিনে তো তোর বে  
দিলাম কি কোরতে?

মধু। ভারিতো আমার বে দেচেন, তাই আবার বো-  
লুচেন। তুই বে দেচিস্ তুই শুগে যা।

পদ্ম। ছি মা, ও কথা কি বোলুতে আছে?

মধু। বোলুতে নাই তো অমনি কি স্নুহু না বীয়েই  
কন্যের মা হবে?

পদ্ম। ( হাস্য করত ) না বাছা ও কথা বোল্লে কি হবে?  
কুলীনের ঘরে কি বাছা দাদার মতন ভাতার টি হয়?  
যাও বাছা ও সব কথা কিছু মনে কোরো না, তুমি শুতে

যাবে জেনে আমি পরের বাছাকে একলা ঘরে রেখে এসেছি, এখন তুমি যাবে না বোলে কি হবে? চল আসি তোমাকে দোর গিয়ে ডাঁড়িয়ে আসিগে। (ইহা বলিয়া জলের গেলাস পানের খিলি তাহার হস্তে দিয়া তাহাকে সঙ্গে লইয়া জামাতৃগৃহে প্রবেশ করাইয়া নিজের দ্বারের পার্শ্বে গোপনে রহিলেন।

মধু। (গৃহের মধ্যে গিয়া জলের গেলাস পানের খিলি রাখিয়া গৃহের একপার্শ্বে দাঁড়াইলেন)

পদ্ম। (বাহিরে থাকিয়া) ওমা! ওকি তুই অমন কোরে থাকলি কেন? জামাইকে জাগিয়ে জল পান দেনা?

মধু। মর মাগি! যেন মোরচে, আমি দেব না যা, তুই কি করবি?

পদ্ম। মোলো মেয়ে, ওকথা কি বোলতে আছে? যা মা যা, ওর কাছে গিয়ে বোস্গে, হেদে ডেকে ওকে জলপান খাওয়া, অমন কোরে ডাঁড়ালে কি হবে?

মধু। যা মাগি তুই যা, আমি যা হয় তাই কোরতেছি?

পদ্ম। আচ্ছা বাছা, আমি গেলে যদি হয়, তবে আমি যাচ্ছি। (ইহা বলিয়া তথা হইতে কিঞ্চিৎ গুপ্তস্থানে গিয়া আড়ি পাতিয়া থাকিলেন)।

মধু। (কিঞ্চিৎ পরে চণ্ডীর নিকটে গিয়ে তাহার গাত্রে হস্তপ্রদানপূর্বক) হেদেও পুরুষটি! বলি শুন্ছো? বড় যে কৌস্ ফাঁস কোরে ঘুমুতে লেগেছ, হেদে না তোমাকে জলপান খেতে দেচে উঠে খাও না?

চণ্ডী। (বিনিদ্র হইয়া) এ বাপু কে রে? না বাপু

আমি খাবোনা যা। (ইহা বলিয়া পুনর্বার চক্ষু মুদ্রিত করিলেন)।

মধু। হেদে ও! ও মরদটি! আবার যে দেখ্‌চি ঘুমুচ্ছে, ওঠ উঠে জল পান খাও না।

চণ্ডী। যা মোলো এতো বাপু আবার জ্বলাতে লাগ্‌লো, মানুষে জলপান কবার খায়? একবার ছ্যান্‌ কোরবার বেলায় খেয়েচি যে।

মধু। (দুঃখিত হাস্যের সহিত) আচ্ছা তখন একবার খেয়েচেন না হয় এখন আর একবার খাও।

চণ্ডী। এ, কি রে বাপু? রেতে শোবার বেলাতে যেন কেও জলপান খায়, এখনি আমি ভাত খেয়ে এলাম আর আমার পেটে খোরবে কেন?

মধু। হেদে সে জলপান নয়, এই দেখ জল আর পান।

চণ্ডী। না আমি বারেং পান খাব না, মা বোলেচে বারেং পান খেলে চোক্‌ রাজ্‌ হয়।

মধু। (হাস্ত্য করত) হা আমার কপাল! পান খেলে কি কখনো চোক্‌ রাজ্‌ হয়? না তা হবে না খাও।

চণ্ডী। কেন, মা যে, বোলেচে।

মধু। বোলেচেং ধর এইবার তো খাও, না হয় আর কখনো খেওনা।

চণ্ডী। তবে দে, তুইতো ছাড়বিনে, তার আর কি করবো। (ইহা বলিয়া তাহার হস্ত হইতে পান লইয়া ভক্ষণ করত) তুই বুঝি আমার কাছে শুতে এসেচিস্? আয় তবে শো।

মধু। কেন তোমার কাছে শুলে আমার কি হবে?

চণ্ডী। উঃ আমি যেন তা জানিনি, কেন, মা বোলেচে আমার কাছে শুলে তোর ছেলে হবে।

মধু। ছেলে হবে কেমন কোরে তা কি তুমি জান?

চণ্ডী। না, আমি আবার তা যেন জানিনি। কেন? ছেলে হবে নাচতে?

মধু। (স্মিত করিয়া) হাঁ তাই হবে, তুমি এখন একটু সরো আমি শুই।

চণ্ডী। এই নে আমি মোর লাম, তুই কোথা শুবি শো

মধু। তাঁহার একপার্শ্বে শয়ন করত কৌতুক দর্শনার্থ তাহার পাদোপরি পাদ নিঃক্ষেপণ করিল)

চণ্ডী। মর এ আবার কি কোরছে, আমার গার ওপর পা দিচ্ছে কেন? সর ও আবার কি?

মধু। (কৌতুকে হস্তদ্বয় দ্বারা তাহার কণ্ঠ বেষ্টন করিল)

চণ্ডী। দেখঃ আমি ঠাকরুন্কে বোলে দেব, উনি আমাকে এঁটে মুটে ধোরচেন। (ইহা বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে) ওগো ঠাকরুন্! দৌড় গো, তোমার মেয়ে আমাকে মারলে গো মারলে।

মধু। (ভূঃখিত হাম্ফের সহিত পদ্যে)



পয়ার।

হায় বিধি একি বিধি, তোমার বিহিত।

বুঝে নাহি বোঝ কেন, লোকহিতাহিত॥

শুণালে কি করিকুল, কভু বাঁধা যায়।

মশকের গলে ঘণ্টা, কোথা শোভা পায় ॥  
 রাখালে কি জানে, শালগ্রামের আদর ।  
 পদ্মিনীর প্রেম কেন, বুঝিবে পামর ॥  
 সাজে কি ঢাকের কাছে, বাঁশরীর গান ।  
 বানরে কি জানে কভু, মাগিকের মান ॥  
 মনে ছিল বিয়ে হোলে, দূরে যাবে দুঃখ ।  
 কে জানে দারুণ বিধি, হইবে বিমুখ ॥  
 ছেলে বেলা রসকলা, শিখিলাম যত ।  
 ছেলে ভাতারের হাতে, সব হোলো হত ॥  
 পতি হোলো গলা ধরে, শুতে ছিল সাদ ।  
 এষে পয়োধর ধরে, সে বড় বিষাদ ॥  
 ফুটেছে যৌবন মোর, ছুটেছে সৌরব ॥  
 দর্পণের আছে অন্ধকাছে কি গৌরব ॥  
 পতির অধর স্মৃতি, পিতে ছিল মন ।  
 পাছে ছুদ লাগে মুখে, ভেবে অচেতন ॥  
 প্রফুল্ল কমল যদি, দেই ওর কাছে ।  
 পলায় অবোধ শিশু, জুজু বোলো পাছে ॥  
 আবেশে পতিরে যদি, বাঁদি বাহু ঠাঁদে ।  
 ভরে মরি মা মা বোলো, পাছে পতি কাঁদে ॥  
 যত মনে ছিল সাদ, সব গেল দূরে ।  
 মনে হয় বনে গিয়ে, কাঁদিগে ফুকুরে ॥

চণ্ডী । মোলো ছুঁড়ি এ আবার কি করে? ঘুমোনা ।

মধু । হাঁ আমি ঘুমুছি তুমি ঘুমোও ( ইহা বলিয়া  
 কণ্ঠে তাহার নিকট সে রাত্রি জাগরণ করত প্রভাতে  
 উঠিয়া যথাস্থানে গমন করিল )

ত্রিপদী ।

যত কুলীনের মেয়ে, কেহ পতি নাহি পেয়ে,  
সহে সদা যৌবনযাতনা ।

কারো বিয়া নাহি হয়, কারো মনোমত নয়,  
কেহ নয় বিরহবেদনা ॥

নিকোষ কুলীন যারা, কন্যা জন্মমাত্র তারা,  
ভেবে সারা বিবাহ কারণ ।

মনোমত হোলে ঘর, মনোমত পেলে বর,  
তবে হবে সম্বন্ধ ঘটন ॥

তাতে যদি থাকে ধন, তবে শীঘ্র স্ত্রসাধন,  
হবে বিয়া নতুবা তো নয় ।

ঘরে কন্যা আইবড়, লাজে হয় জড়সড়,  
ভেবে তনু করে ক্ষয় ॥

যদি হয় যোগাযোগ, তবু কর্ম্মভোগাভোগ,  
নাহি ছাড়ে কুলকন্যাগণে ।

কারো হয় শিশু পতি, কারো স্বামী বৃদ্ধ অতি,  
কেহ পোড়ে বিরহ দহনে ॥

কালকালান্তরে কার, যদি পতি আসে তার,  
ব্যবহারে উড়ে ভাব ভক্তি ।

যদি কিছু থাকে ধন, পতি সঙ্গে সস্তাষণ,  
তবে হয় নতুবা কি শক্তি ॥

এতে কুলকন্যাগণ; পেয়ে নানা জ্বালাতন,  
মদন বেদন মনে মনে ।

সবে হয়ে জ্ঞান হত, করে অপকর্ম্ম যত,  
স্বরূপতঃ কেবা তাহা গণে ॥

কোমারে হয়ে যুবতী, কেহ ধরি পরপতি,  
গর্ভবতী হয় যদি শেষ।

তাহা করিতে গোপণ, জ্ঞানহত্যা কত জন,  
করি পাপে মগ্ন করে দেশ ॥

কেহ জার গর্ভ হোলো, রাত্রে পতি এলো বোলো,  
প্রভাতে ফেলায় এঁটোপাত।

জার জাত হয় যারা, লোকমধ্যে মান্য তারা,  
ধিক ধিক এবড় উৎপাত ॥

কুলনারী কামশরে, দগ্ধ হয়ে কলেবরে,  
সম্মুখিতে সম্মুখারি জ্বালা।

গম্যাগম্য স্থানাস্থান, তেজে হয়ে হতজ্ঞান,  
কত কুলীনের কুলবালা ॥

যে কর্ম করিল কলি, হায় তাহা কারে বলি,  
গলিঃ দেখি অকরণ।

হৃদয় কম্পিত ডরে, ভাবিতে সম্মুখ হরে,  
সাবধান হও সাধুগণ ॥

। ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ সর্ষে, কুলকীর্তনো নাম চতুর্থাঙ্কঃ।

অথ পঞ্চমাঙ্কারম্ভঃ।

কলি। (অদর্শের সহিত পুনর্বার একত্রিত হইয়া  
নাট্যশালা প্রবেশ করত) সখা তোমার পুত্র অকর্মকে  
যে ক্রোধ লোভ প্রভৃতির তত্ত্ব কোরতে পাঠালাম সে  
যে একবারেই অদর্শন হোলো? তার নাম অকর্ম, তাকে  
কাষেও অকর্মা বোধ হোচ্ছে।

অধা। কে জানে ভাই ! সে যে ভাদিগে কোথায় তব্ব কোরতেছে তা কিছু বলি যায় না ।

অত্রান্তরে অকর্ম্ম । ( অনতিদূরে আসিয়া ) জয় মহারাজার, জয় মহারাজার ।

কলি । ওকে অকর্ম্ম ? এসো এখনিই তোমার নাম কোরতেছিলাম, বলি, অকর্ম্ম যে অনেক দিন হোলো ক্রোধ লোভ প্রভৃতির তব্ব কোরতে গেছে, তার আজও দেখা নাই কেন ? এলো এখন বসো কুশলতো সকল দেখে এলো, ক্রোধ লোভ প্রভৃতিরা এখন কোথায় কি কোরতেছে ?

অকর্ম্ম । মহারাজ ! আমি হজুরে বিদেয় হোয়ে ক্রোধ লোভ প্রভৃতির তব্ব কোরবার লেগে কোন্ কোন্ দেশ বা না গেচিলাম ? শেষে শুন্লাম তাঁরা স্লেচ্ছদেশে গিয়া অধিকার কোরতেছেন, এতেই আমি স্লেচ্ছদেশে যাবো মনে কোরে যেই কতক দূর গেচি, সেই দেখিতো এক বৃহদল স্লেচ্ছবাহিনীর সঙ্গে তাদের আগে লোভ, পিছে ক্রোধ, অতি আনন্দ মনে আস্তেছেন ! আমি তাঁদিগে দেখরামাত্র অত্যন্ত আক্লাদিত হোয়ে তাঁদের নিকটে গিয়ে প্রণাম কোরলাম । তাঁরাও আমাকে দেখে যথেষ্ট সন্তোষিত হোয়ে সুদৃঢ় আলিঙ্গনের সহিত মহারাজের মঙ্গল জিজ্ঞাসা কোরলেন । আমি যেকপজ্ঞাত হোয়ে গেচিলাম তা সকলই তাঁদিগে জ্ঞাত কোরলাম । পরে তাঁরা আমাকে বোল্লেন, তুমি আমাদের সঙ্গে কিছুকাল থাকো, তাতে আমি বোল্লাম মশয় ! আমি মহারাজার অনুমতিতে আপনাদিকে আর মায়ামোহকে

তত্ত্ব কোরতে এসেছি, আপনাদের সঙ্গেতো একেনেই দেখা হোতো, এখন মায়ামোহ কোথায় আছেন তাঁদের তত্ত্ব কোরতে হবে। তাঁরা বোলেন, তোমাকে আর মায়া মোহের তত্ত্ব কোরতে হবে না, তারা উভয়ে স্লেচ্ছদেশে গিয়ে এক জন মহাম্মদ এক জন মোজেস্ নাম ধোরে মহারাজার হিতার্থ কল্লিত ধর্ম প্রকাশ কোরতে গেছে। পরে সেই সব ধর্ম ক্রমশঃ এরাজ্যেও প্রচার হবে, তার মধ্যে মহাম্মদের ধর্ম প্রচারের সূত্র এই আমাদের সঙ্গেই দেখতেছ, কিছু দিন বিলম্বে মোজেসের ধর্মও এখানে প্রচার হোতে বাকী থাকবে না, তবে আর তুমি তাদিকে 'তত্ত্ব কোরতে গিয়ে কি কোরবে, কিছুদিন আমরা এদের দিয়ে মহারাজের কত হিত করি তা আমাদের সঙ্গে থেকে দেখে যাও।

মহারাজ! আমি তাদের কথাতেই তথায় এপর্যন্ত থেকে দেখলাম, যে তাঁরা স্লেচ্ছ সৈন্যদ্বারা হিন্দুস্থান সব জয় কোরে অনেক দেবদেবীর মূর্ত্তি ভগ্ন কোরে ছেন, আর অনেক হিন্দুর ধর্ম নষ্ট কোরে তাদিগে স্লেচ্ছ ধর্মে নে এসেছেন, দেশে হিংসা চুরি পরদারী প্রভৃতির অনেক বাহ্য হোয়েছে। তার পর যখন আমি তাঁদের কাছে বিদেয় হোয়ে এলাম তখন তাঁরা আমাকে বোলেন যে তুমি যেসব দেখলে তা তো সমুদার মহারাজকে গিয়ে বোলবেই, কিন্তু তাঁরে এক কথা জানাবে যে ইউরোপ খণ্ড হোতে মোজেসের অনুগত আর এক দল মহাবল স্লেচ্ছ সৈন্য দ্বারায় আস্তেছে, তারা এসে উপস্থিত হোলেই মহারাজের প্রচুর মঙ্গল হবে তার সন্দেহ নাই।

কলি। ভাল২ আজ তুমি স্নানস্বাদ দে তো আমাকে বড় সন্তোষ কোরলে, এসো২ একবার তোমাকে আলিঙ্গন করি (ইহা বলিয়া দুই বাহ প্রসারণপূর্বক অকর্ণ্যকে আলিঙ্গন করিলেন)।

অধ। ভাই সখা, তুমি শুভ সন্বাদ শুনেতো বড় হর্ষ হোলে বটে, কিন্তু একটা অশুভ সন্বাদও যে আমি শুন্তে পাচ্ছি।

কলি। কি ভাই কি ?

অধ। শুনলাম বিষ্ণু আবার গোড়দেশের নবদ্বীপ পুরে জেস্মে হরিনাম দে সকল পাপির উদ্ধার না কি কোরতেছে ?

কলি। সে আবার কেমন ?

অক। ঐ দেখুন মহারাজ ! বাবার কথা শুনে ওকথা-টা আমার মনে পড়ে গেল বটে, কল উনি যা কোচ্ছেন তা বড় মিথ্যা নয়।

কলি। বাপু ! তুমি তার কোথা কি দেখে এলে তা বল দেখি ?

অক। মহারাজ ! আমার ক্রোধলোভের সঙ্গে দেখা হওয়া অবধি তাঁদের সহিত বহু দিন একত্রে থাকা ছিল বটে, কিন্তু আমি মধ্যে২ নানা দেশও ভ্রমণ কোরেছিলাম। এক দিন দক্ষিণ সমুদ্রের ধারে পুরুবোস্তম ক্ষেত্রে গিয়ে দেখলাম সেখানে একটি অদ্ভুত সন্ন্যাসী গিয়ে কতক গুলিন আপনার অনুচর সঙ্গে খোল করতাল বাজিয়ে হরিনামি কোরে নৃত্য কোরতেছে, ও মশায় ! আমি তো নিজে অকর্ণ্য, তবু তার রূপ দেখে, আর তার

মুখে সেই হরিদ্রাণি শুনে ক্ষণকাল যেন আমারও মন  
ফিরে গেল।

কলি। বাপু! বল কি? তার পর?।

অক। তার পর মশায়! আমি বিবেচনা কোরলাম এ  
গতিক তো বড় ভালো নয়, এই ভেবে সেখানে আর না  
ডাঁড়িয়ে অনন্নি দ্রুতবেগেই তথাকথিত প্রস্থান দিলাম,  
কিন্তু দেখে এলাম সে যাকে আপন সম্মুখে পাচ্ছে, তাকেই  
হরিদ্রাণ দে আপনার গিঁতেয় বসাচ্ছে। তার পর কিছু  
দিন বাদ আর একবার যখন দেশ বিদেশ ভ্রমণ কোরতে  
যাই, তখন দক্ষিণ পশ্চিম পূর্ব যে দেশে প্রবেশ করি  
সেই দেশেই দেখি তথাকার কতকগুলি লোক ওর মতন  
ঐ কাণ্ড কোরতেছে, আমি দেখে অত্যন্ত ভীত হোয়ে,  
মনেই কোরলাম একথা মহারাজার গিয়ে আগেই  
নিবেদন কোরবো, কিন্তু এখানে এসে তা আর আমার  
আগে মনে হয় নাই শেষে বাবার মুখে শুনেই আমার  
স্মরণ হোলো, বোধ করি সেই বুঝি বিষু হবে তার সন্দেহ  
নাই। ভালো হোলো মহারাজার নিকট ওকথার প্রস্তাব  
হোলো, মহারাজ এখন তার যা কর্তব্য হয় তা করুন।

কলি। (অবগমাত্র সশঙ্কিত হইয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস  
তাগ করত কিঞ্চৎ বিলম্বে) হে বাপু অকস্ম! তুমি  
আগে পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে যারে দেখে ছলে তিনি এখন  
কোথায়?

অক। মহারাজ! তাঁর সঙ্গে একবার আমার পুরু-  
ষোত্তম ক্ষেত্রে দেখা হয়, আর একবার তাঁকে বৃন্দাবন  
ধামেও দেখেছিলাম, কিন্তু এখন তিনি কোথায় আছেন

তাতো বড় শুষ্টে পাই না, বোধ হয় তিনি অবনী হইতে অবসর লয়ে থাকবেন।

কলি। তিনি যদি অবনী ত্যাগ কোরে থাকেন তবে তার নানা উপায় আছে, তা না হোলে আবার যে বিড়-  
খনা ঘোড়িলো।

অক। যটুক তার ভয় কি? আপনি নিশ্চিত হোয়ে বোসে থাকুন, আপনকার কাম ক্রোধ লোভাদি সেনা সকল কুশলে থাকুক, তারাই তার বিহিত কোরবে।

কলি। তারা তার বিহিত করুক আর যা করুক, কিন্তু বিষ্ণু পৃথিবীতে থাকতে আমাদের সম্পূর্ণ কুশল কখনই হবে না। আমি পুরাণে শ্রুত হইয়াছি যে আমার অধিকায়ে বিষ্ণু পৃথিবীতে দশসহস্র বৎসর পর্য্যন্ত থাকিয়া শেষে তাহা ত্যাগ কোরবেন, অথচ ঐ পরিমিত কালেই যে তা স্তব্ধ হয় এমন কোন উপায় দেখি না, ( কিঞ্চিৎ মৌন হইয়া চিন্তা করত ) ওহো! বটে তার এক মহতুপায় হবে বটে।

অধ। কি ভাই তার কি উপায় হবে?

কলি। একেতো মোক্ষসের অন্তগত স্নেহেরা এদেশে আসতেছে, তাদের দ্বারাই প্রায় পৃথিবীতে দেবপূজার বিশ্বাস বিনাশ হবে, আবার আরও শুনেছি যে পূর্ন-  
কালে কোঙ্কবেঙ্ক কুটক দেশে যে অর্হৎ নামা নরপতি ছিল, সে আমার অধিকারকালে পৃথিবীতে জন্ম নে অলীক ব্রহ্মজ্ঞান প্রকাশের ছলে দেবপূজা ও কৰ্মকাণ্ড এ সকল বিষয়ে মনুষ্যের বিশ্বাস নাশ কোরবার নিমিত্ত একসমাজ স্থাপন কোরবে। আর তার দ্বারা এই এক

উপকার জন্মাবে যে, সে সত্যীহত্য। নিবারণ কোরে পৃথিবীতে বেশ্যা দ্বিজির কারণ হবে। অপর তার দ্বারা বিধবা বিবাহেরও সূচনা হোরে থাকুবে, পরে ঈশ্বরেচ্ছায় তাহা ক্রমে অচলিত থাকুবে না।

অধ। তবে আর চিন্তা কি?

কলি। ওহে বাপু অকস্ম! তুমি নাকি একটি কর্ম কোরতে পার?

অক। আজ্ঞা পারব না কেন, কি কর্ম তা অনুমতি করুন।

কলি। তুমি গিয়ে নাকি বৈষ্ণব-ধর্মের মধ্যে কৌলধর্ম নিবিষ্ট কোরতে সমর্থ হও? পার যদি বাপু তবে বড় উপকার হয়, তা হোলো বিষ্ণুভক্তি বাপু কোরে কোথায় পলাবে তার পথ পায় না।

অক। যে আজ্ঞা মহারাজ! তবে আমি গিয়ে তাই কোরতেছি। ( ইহা বলিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল )।

নেপথ্যে। ( নেড়ার গীত ) সামাল্যো মন মাজি ভেয়ে। দ্বিবেগীর ডুকান ভারি, দ্বারায় তরি দাওহে বেয়ে ॥

কলি। ও আবার কি! চূপ করতোঃ।

অধ। ভাই! ও বুঝি সেই অকস্মের কোন চেলা হবে।

কলি। ( রাধাচরণ দাস প্রভৃতি কএক জন নেড়াকে আপনং নেড়ার সহিত রক্তভূমি প্রবেশ করিতে দেখিয়া ) এই যে ভাই! ভাই বটে, তবে আমরা চল কিঞ্চিৎ গোপনে থেকে এরা পরস্পর কি বলাবলি করে

তা শুনি (ইহা বলিয়া উভয়ে তথার গুপ্ত হইলেন)।

রাধা। ওভাই সখিচরণ! তোমাকে ঐত দিন দেখি  
নেই কেন হে?

সখি। দণ্ডবৎ বাবাজি! আমি এত দিন রামনগরে এ-  
কটা মজ্জ্ব ছেল, তাতেই গেচিলাম।

রাধা। তাতেই কদিন ভাল সেবাটেবা কোরে বপুটিতো  
বেশ পুষ্ট কোরেচ।

সখি। না বাবাজি! মজ্জ্ববে বড় সেবা টেবার যুত হয়  
নেই তবে সেকেন হোতে আম্ভার সময় সিমলেয় এসে  
যে কদিন ঠাউরে ছেলাম, সেকেনে যে কটি মাতা আছেন  
তঁারাই বড় যত্ন কোরে সে কদিন বেশ সেবা টেবা কোরে  
ছিলেন।

রাধা। সে মাতা কটির বোসে ডাঁড়া শিক্কে পড়া কোথা  
হোয়েছিল?

সখি। সেকেনে সেবারীম দাস বোলে এক মূর্ত্তি বাউল  
ছিলেন তঁারি কাছে হোয়েছিল, তিনি বোসে গেছেন,  
তাতেই তঁারা যেন এখন আমার কাছেই কখনও বোসে  
ডাঁড়া করেন।

রাধা। তোমার সঙ্গে ঐ যে একটি নূতন প্রকৃতি দেখ-  
তেছি ওটিকে তুমি কোথায় পেলেন?

সখি। বাবাজি! আপনি তা জানেন না? উনি যে  
ক্রীপাট কানাইডাঙ্গার মা গৌসাই।

রাধা। উনি তোমাকে দয়া কোরলেন কিরূপে?

সখি। বাবাজি! ওনার যে কর্ত্তা প্রভু, তিনি আমার  
ঠাকুরমশয় ছিলেন, তাতেই অনেক দিন আগে আমি

শ্রীপাটেই থাকতাম, হোলো, ঠাকুর মশয়ের সঙ্গে শিষ্য সেবক বেড়াতে টেরাতে যেতাম, তার পর ঠাকুর মশয় পেয়ে গেলে, আমি ঐ মা গৌসাইরও সঙ্গে সাথে ফিরতাম, ওঁনি আগে হোতেই আমাকে দয়া টয়া কোরতেন।

রাধা। দয়া টয়াতো কোরতেন তাতো বোজ্জলাম, মাগো সাঞীদেব দয়াল শরীর, ওনাদের সকলকেই সমান দয়া, কিন্তু তুমি ওনাকে এখন সঙ্গে কোরলে কিরূপে তাই শুলন্তে চাচ্ছি।

সখি। শুলন্তো তাই না বোলতেছি, আমি অমনি কোরতেও ওনার সঙ্গে সাতে ফিরতাম, একবার ওনাতে আমাতে উত্তরদেশে যেতেও এক দিন শিষ্য বাড়িতে পৌঁছিতে না পেরে পথের মাজে এক মুদিখানায় থাকলাম, রাত্রিতে উনিও যে ঘরে শুলেন আমিও সেই ঘরে শুলাম। মাগৌসাই আমাকে বোলেন, বাছা সখীচরণ! আনার চরণ দুটো আজ বড় দরজ কোছে, তুই নাকি একটু তেল টেল দেতে পারিস? আমি বোললাম পারবনা কেন মাগৌসাই! আচ্ছা দিচ্ছি, এই বোলে আমি তেলের বাঁশা থেকে তেল বেরকোরে ওনার চরণতলে বোসে তেল দিতে লাগলাম। উনি বোলেন একটু ভাল করে টিপে টিপে ওপর তাকাও দিয়ে দে, আমি যেন চরণতলে বোসেই হাঁটু তাকাও টিপতে টাপতে লাগলাম, উনি বোলেন ও ভাল কোছে না, একটু সোরে এসে ভাল কোরে দে, আমি আর একটু সোবেগে হাঁটুর একটু ওপর তাকাও যেন তেল দিতে আরম্ভ কোরলাম, উনি বোলেন

আ-মর বেটা! ও যে হোলো না, তুই আর একটু সোরে  
 আয় না, আমি তোরা দাবনার ওপর পা দিই, তুই ভাল  
 কোরে দাবনার ওপর তাকাও টিপেটপে দে, কি কোরবো  
 আবার আমি তাই কোরতে লাগলাম, তখন উনি বো-  
 লেন, সখীচরণ তুই বৃন্দাবন দেখিছিস্? তাতেই আমি  
 বোললাম কোই না। মা গৌসাই বোলেন একটু ওপর  
 পানে হাত দে দেখ না, ঐখানে গুণ্ডবৃন্দাবন আছে,  
 বাবাজি! আমি তখন এতোতো বড় জানিনে শুনি,নে,  
 আমাকে যা বোলেন আমি তাই কোরলাম, উনি বলেন  
 দেখলি, আমি বললাম দেখলাম মা গৌসাই দেখলাম, তা-  
 তেই আবার উনি বোলেন দেখলিতো পরিক্রমা কর,  
 আমি বোললাম মা গৌসাই পরিক্রমা কেমন কোরে করে  
 তাতো আমি জানি না, উনি বোলেন রোস্ তবে আমি  
 দেখাই, এই বোলে উঠে, বলেন সনাতন কোই, তা নৈলে  
 কি বৃন্দাবন পরিক্রমা হয়? আমি বলি তাতো জানি না,  
 উনি বলেন থাক আমি জানাছি এই বোলে আমার  
 সনাতনের সঙ্গে বৃন্দাবন পরিক্রমা কোরতে লাগলেন  
 বাবাজি! সেই হোতেই উনি আমার সঙ্গে আছেন।

রাধা। উনি গান টান কিছু শিখেছেন?

সখি। তা শিখেছেন বৈকি, ( ইহা বলিয়া ) মা গৌ-  
 সাই! বাবাজিকে এক আদটুকু গান টান শুনাও না?

প্রেমবিলাসী। তবে শোণ। ( ইহা ) বলিয়া গোপী-  
 যন্ত্র বাদ্য করত গান কোরতে লাগিলেন।

নেড়ার টপ্পা। ডুবাক নৈলে ডুবতে পারে না। গৌর  
 প্রেম পাথারের মাঝে যে ডোবে সে ওঠে না। গৌরপ্রেম

পাখার, ডুবে দেখরে একবার, সহজ মানুষ দেখতে পাবি  
লীলা চমৎকার, ইত্যাদি।

রাধা । আচ্ছা বেশ হয়েছে এখন চল আমরা  
কেন্দুলির মেলায় যাই, ( ইহা ) বলিয়া সকলেই নাট্য-  
শালা হইতে নিজক্রান্ত হইলেন ) ।

পয়ার ।

যত বেটা ষণ্ডামার্ক চৈতন্যের নেড়া ।  
ধর্মাধর্ম হীন যেন কাবেলের বেঁড়া ॥  
জপ তপ নাহি সদা নেড়ী-সঙ্গে থাকে ।  
গাঁজা গুলি সিদ্ধি সুরা খায় পাকে পাকে ।  
জেতের বিচার নাই নেড়াদের হাতে ।  
হাড়ি মুচি ডোম সঙ্গে সদা প্রেম বাঁটে ॥  
পরমার্থজ্ঞানে শুক্ৰ শোণিতাদি খায় ।  
জীবিতে নরকভোগ এত বড় দায় ॥  
নেড়ীনেড়া পরস্পর বলে পিতা মাতা ।  
হায় একি নরপশু হৃজিল বিধাতা ॥  
তুমি রাধা আমি কৃষ্ণ ভাবে পরস্পর ।  
নেড়ী-সঙ্গে রাসলীলা সেবে নিরন্তর ॥  
অন্নের বিচার নাই যার তার খায় ।  
অঙ্গের দুর্গন্ধে মাছি পিছেই খায় ॥  
শুক্ৰ মূত্র মল লিপ্ত হেঁড়া কেঁথা ঘাড়ে ।  
নেড়ী-সঙ্গে সদাকাল ভ্রমে ঘারে ॥  
বিদ্যার ধুকুড়ী সবে বুদ্ধির চুপুড়ী ।

মুখের পল্টনে গিয়া করে জ রিজুরী ॥  
 ক অক্ষর মহামাংস সবার জঠরে ॥  
 অথচ সিদ্ধান্ত করি ফিরে যবের ॥  
 আলুকে বলেন রস্তা বেলকে বলে কছু ।  
 'তাসবার সম কেবা মোনাকাটা চতু ॥  
 সস্বকাসস্বক জ্ঞান নাহি সে সবার ।  
 পরমার্থ বোধে সবে করে ব্যভিচার ॥

নেপথ্যে । জয় মহারাজার, জয় মহারাজার ।

কলি । ( অধর্মের প্রতি ) চুপ্করো তো২, ও আবার  
 বাইরে কে কি বোলতেছে শোণাষাকু ।

অধ । বটে তো, কে যেন বাইরে জয় মহারাজার  
 বোলতেছে ।

ক্রোধ । ( লোভের সহিত রক্তশালা প্রবেশ করত )  
 প্রণাম মহারাজ ! প্রণাম । আমরা ক্রোধ লোভ উভয়ে  
 মহারাজার চরণ দর্শন কোরতে এসেছি ।

কলি । এসো২ তোমরা ভাল তো আছ ? রাজ্যের  
 সম্বাদ কি তা বল ?

ক্রোধ । মহারাজার প্রতাপে রাজ্যের সকল সম্বাদই  
 ভাল, আমাদের প্রধান হিতকারী মায়া মোহ উভয়ে  
 স্নেহদেহে গিয়ে যে সকল মত স্থাপন কোরেছেন সেই  
 মতাবলম্বি স্নেহের মধ্যে মহানন্দ বেশধারি মায়ার মতস্থ  
 রাজাদিগের দ্বারা আমরা ক্রোধ লোভ উভয়ে ভারত  
 রাজ্য জয় কোরে অনেককেই প্রায় শাসনে নে এসেছি  
 সম্প্রতি মোজেস বেশধারি মোহের মতস্থ স্নেহেরা বাণি-

জ্যেষ্ঠ ছলে ভারতবর্ষে আস্তে লেগেছে, তাঁদের দ্বারাই  
আমরা বিশেষরূপে সকলকেই শাসনে নে আসবো ।

কলি । কল্যাণ হউক তোমাদের, তোমরা আপন-  
সাহায্য দ্বারা আমার অনেক উপকার করলে, এনিমিত্ত  
আমি তোমাদের নিকট চিরবাসিত হোলাম, এখন এক  
কর্ম কর যাতে শীঘ্রই মোহের মতস্তেরা এদেশ জয় করে  
তার উপায় দেখ, আমি তাদের দ্বারা বঙ্গদেশে গিয়ে  
আপনার নামে এক মহানগর স্থাপন করি, তথায় আপ-  
নার রাজধানী নির্মাণ করে ক্রমেই সকল লোককে  
আত্মসাৎ করে নেই ।

ক্রোধ । যে আজ্ঞা তবে আমরা চোলাম ( ইহা বলি  
য়া লোভের সহিত প্রস্থান করত মোহেসের মতস্ত স্নেহ-  
গণের দ্বারা রাজ্যশাসন করিতে আরম্ভ করিল ) ।

কলি । বঙ্গদেশে আসিয়া ক্লাইব সাহেব দ্বারা কলি-  
কর্তা বা কলিকাতা নামে নগর নির্মাণ করিলেন ) ।

ত্রিপদী ।

কলি হয়ে অশুকুল, ধুচাতে মমের শূল,

গোড়ে স্বরধুনীকূলে গিয়া ।

কলিকর্তা অভিধান, নগর করে নির্মাণ,

ক্লাইব সাহেবে আবেশিয়া ॥

কি কব তাহার শোভা, ত্রিভুবন মনোলোভা,

দুর্লভ অমরপুর প্রায় ।

সুরনর মনোরম্য, শোভে শতং হর্ম্য,

হেরি শোক আপ দূরে যায় ॥

কিবা ধবলিম কান্তি, হেরে মনে হয় জাস্তি,  
বুঝি কলিপ্রতি রূপা করি ।

শিব নিজবাস প্রায়, শতঃ গিরি তায়,  
দিয়াছেন শোভিতে নগরী ॥

ধক্ ধক্ তক্ তক্, ঝক্ ঝক্ স্রুটক,  
লকঃ করিছে সকল ।

প্রাক্ষণ প্রাচীর দ্বার, কবো তার কি বাহার,  
পরিষ্কার তাবতীয় স্থল ॥

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় শূত্র, বৈশ্য আদি ক্ষুদ্রাক্ষুদ্র,  
ভদ্রাভদ্র নানা জাতিগণ ।

ইউরোপ বর্মা চীন, জর্মান যাবা কোচিন,  
গ্রীসিয়ান প্রভৃতি যবন ॥

সকলে আলয় করি, ভূষিত করে নগরী,  
বলিহারি কি কহিব আর ।

দেবালয় গির্জাঘর, আছে উচ্চ উচ্চতর,  
মনোহর কত চমৎকার ॥

দোকানী পশারি যারা, শারিঃ শোভে তারা,  
মণিহারী মহাজন যত ।

ফিরিজি করাস আর, সেবাইন দিনামার,  
সদাগরি করে অবিরত ॥

স্থানেঃ বিদ্যালয়, তাহাতে বালক-চয়,  
নিরবধি করে অধ্যয়ন ।

মতেক চিকিৎসাগার, প্রশংসা কে করে তার,  
সুস্থ হয় তাহে রোগিগণ ॥

০ বারনারী দিয়া বার, রহে তারা অনিবার,

একবার য়েবা তাহা হেরে ।  
 তজ্জি লজ্জা ধর্মভয়, সে লয় সে পদাশ্রয়,  
 অসংশয় পোড়ে যায় ফেরে ॥  
 পরিসর রাজপথ, তাহে করে গতাগত,  
 অবিরত শতং জন ।  
 কি মধুর স্নগদ্যর, রবেতে চলে শগড়,  
 দড় বড় ধায় অশ্বগণ ॥  
 ফোর্ট উইলেন নাম, দুর্গ অতি অভিরাম,  
 সংস্থাপিত হয়েছে তথায় ।  
 কি কবো অধিক আর, দিক্‌ দিক্‌ তার,  
 নয়নে যে না দেখেছে ভায় ॥  
 অনুপম সেই কেল্লা, অতুল তাহার জেল্লা,  
 ত্রিভুবনে না দেখি তেমন ।  
 কালান্তক কালসম, যুদ্ধে অতি সুবিষম,  
 কত শত আছে বীরগণ ॥  
 ছুড়ং ছুড়ং, নিনাদেতে তিন পুর,  
 কম্পিত করিয়া ক্ষণে ॥  
 হয় কত তোপধ্বনি, সে ধ্বনি শুনি অশনি  
 লজ্জা পেয়ে না রয় ভুবনে ॥  
 পশ্চিমদিগেতে গঙ্গা, বিপুলতর তরঙ্গ,  
 কলং রবে মাঝমানা ।  
 বোট বজুরা ইষ্টিমর, রয়েছে তার উপর,  
 পিনাস জাহাজ আদি নানা ॥  
 এইরূপ মনে হইর, নির্মাণ করি নগর,  
 স্বনামে প্রকাশে তার নাম ।

শুগনিধি কহে সার, কলি তব এইবার,  
পরিপূর্ণ হবে গনস্ফাম ॥

ন্যোপথ্যে। গো ফ্রম হিয়ার নাষ্টি ব্রুট ওল্ড ডেবিল।  
অধ। ( কলির প্রতি ) শোণতো ভাই ও আবার কে  
কি বোলতেছে ?

কলি। চুপ্করো২ ও বুঝি মোহের মতস্থ কোন ছাত্র  
আপন পিতা ও বন্ধুর সহিত কি বোলতে২ আস্তেছে  
শোণায়াক।

যছু। ( আপন পিতা ও সমবয়স্ক বন্ধুর সহিত নাট্য-  
শালা প্রবেশ করত ) ও মাইডিয়ার ফ্রেণ্ড কম্‌ গৃজ্‌মর্নিং  
( অর্থাৎ ও আমার প্রিয় বন্ধু এসো২ ইহা বলিয়া স্ব স্বহস্ত  
প্রসারণপূর্বক উভয়ে সেকেন করিলেন )।

রাম। মাইডিয়ার ! এ ওল্ডম্যান্‌টি তোমার কে ?

যছু। ফ্রেণ্ড ! দুঃখের কথা আর কি বোলবো ? দ্যাট্‌ ইজ  
মাই ফাদার।

রাম। তোমার ওল্ডফাদার তোমাকে কি বোলত  
ছেন।

যছু। নান্‌ সেনস্‌ ফাদার আমাকে সন্ধা। আফ্রিক  
কোরতে আর আপনাদের মতন ইঁট মাটির ডেবিল পূজা  
কোরতে অনুরোধ কোরতেছেন।

রাম। ছে ! ওসব নাষ্টি কথা গোট্‌ইল্‌ কর, তুমি  
মভ্য হোয়ে কেন ওল্ড ফুলিশ ম্যানের কথায় ভুলবে ?

যছু। সেম২ ওসকল ডাম্‌ কথা কি শুন্যে আছে ! আমি  
অনন্ অমভ্য ফাদারকে ডোর্ট কোর করি, ও আবার

আমার কিশোর ফাদার, ওরও ফাদার যে আমারও  
ফাদার সেই, আমরা সকলেই নেচরহইতে জন্মিয়াছি  
নেচরই আমাদের মান্য। ও ডেবিল, কোথাকার কে?

রাম। ইয়েস্ মাই ফ্রেণ্ড! তুমি একথা না বোলবে  
কেন? সভ্যদিগের স্কলার হোয়ে কেন তুমি অসভ্যদের  
ফণে চোলবে?

যহু। ব্যাড হিন্দুয়ানি কি আর আমি মানি? না, হিন্দু  
দিগের মতন অসভ্যের কার্য্য করিতে আমার মন হয়?

পর্য্য।

ব্যাড হিন্দুয়ানি কষ্ট হেরে হাসি পায়।

হিন্দুর আচার দেখে স্বর আসে গায় ॥

ধর্ম্মের স্থিরতা নাই হিন্দুর সমাজে।

ইট মাটি পূজিতে না মুগ্ধ হয় লাজে ॥

যারে দেখে তারে বলে পরম-ঈশ্বর।

এদের সমান ফ্রেণ্ড! কে আছে বর্কার ॥

কশিক নিয়ম যেই ত্রিবিধ প্রকার।

তাহা না পালন করে কোন ছুরাচার ॥

ব্রাহ্মণ পণ্ডিত গুলি অতিবড় ভণ্ড।

তাসবার সম আর না দেখি পাষণ্ড ॥

অবিরত প্রকৃতির প্রতিকূলে চলে।

স্ত্রী তৈল আমিষ মদ্য মাংস ত্যাজ্য বলে ॥

ব্রাণ্ডি বিস্কুটের স্বাদ তারা নাহি জানে।

জাতি নানি নানা জাতি কষ্ট পায় প্রাণে ॥

. এক পিতাইহিতে জন্মেছে সব ম্যান ।  
 জাতিভেদ মানি মরে যতক অজ্ঞান ॥  
 হিন্দু-মধ্যে ওয়াইজ ছিল এক জন ।  
 সভ্য-মধ্যে গণ্য রাজা রায় রামমোহন ॥  
 সতী নিবারণ যেই করিল এদেশে ।  
 . ইট মাটি পূজা সেই নিন্দিল বিশেষে ॥  
 ব্রহ্মসভা স্থাপনা করিল সে প্রথমে ।  
 এখন হইল ব্রাহ্ম সব ক্রমে ক্রমে ॥  
 বিধবা বিবাহ-সুত্র-পাৎ করা তার ।  
 অধুনা পোষক বিদ্যাসাগর যাহার ॥  
 মহাত্মরাজার মতস্থিত যুবগণ ।  
 অনেক হোতেছে এবে সভ্যতা ভাজন ॥  
 বিশেষ বলিতে গেলে কথা বেড়ে যায় ।  
 দ্বিজ বলে সেই জন্য নাট্য হৈল সায় ॥

ইতি নিজ্জাম্বাঃ সৰ্বো

সমাপ্তঃ ।









